ড্যাডি-লঙ-লেগস

জিন ওয়েবস্টার

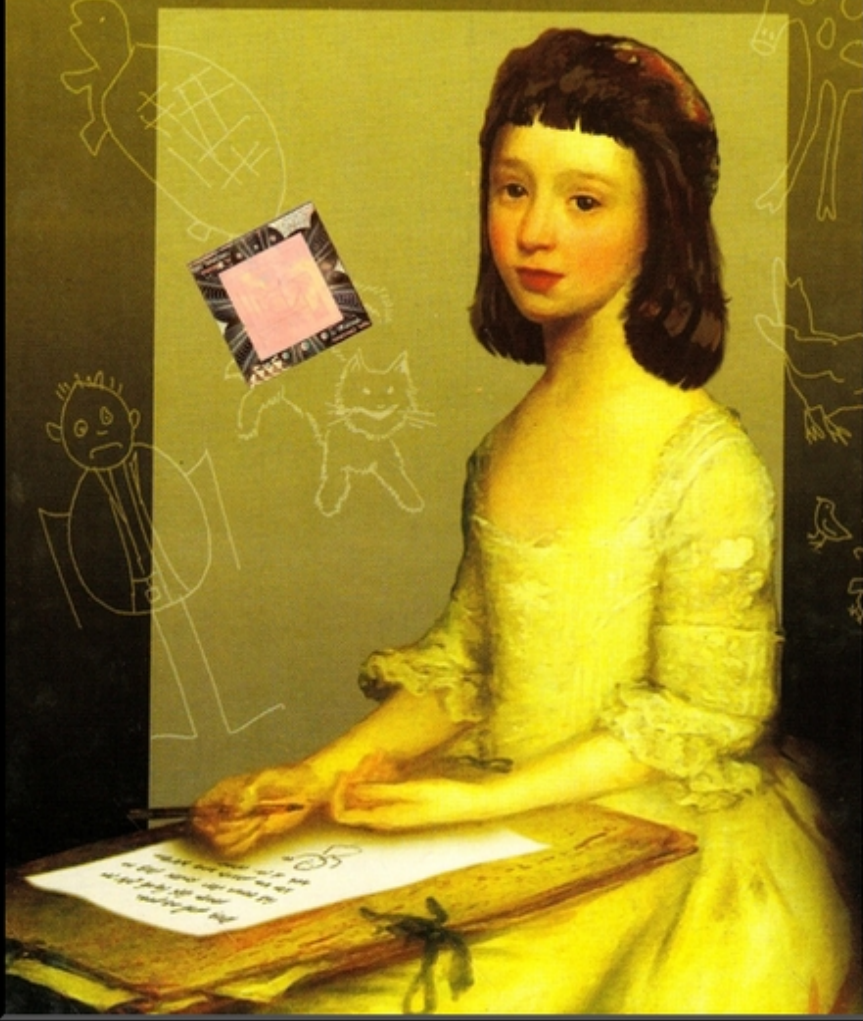

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনাথ মেয়ে জুডি অ্যাবটের জীবনে এটা মস্ত চমক! আঠারো বছর বয়সে যখন অনাথ-আশ্রম থেকে চলে যাবার কথা, তখনই শোনে এক দয়ালু ট্রাস্টি তার চার বছর কলেজে পড়ার খরচ জোগাবেন। শর্ত একটাই, নিয়মিত চিঠি লিখে তার পড়াশুনোর খবর তাঁকে জানাতে হবে, কিন্তু কোনো উত্তর সে পাবে না। নাম জানে না, ভালো করে দেখেনি পর্যন্ত, শুধু দূর থেকে ফড়িংয়ের মতো লম্বা লম্বা দুটো ঠ্যাং দেখেছিল, তাই জুডির কাছে তিনি হয়ে গেলেন ড্যাডি-লঙ-লেগস।

কেবলমাত্র চিঠির পর চিঠির মধ্যে দিয়ে কী অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে সরল এক স্পষ্টবাদী মেয়ের চরিত্র।

DADDY-LONG-LEGS

By **JEAN WEBSTER**

The story of an orphan whose dreams came true with the help of her mysterious Daddy-Long-Legs.

CODE NO. : 44 D 24
Price : Rs. 30.00

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
Tel : 2350-4294/4295/7887

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম সংস্করণ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, মাঘ ১৪১২

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি. এম'স প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত। বর্ণ সংস্থাপন ঃ প্রদ্যুৎ সাহা, লেজার বাইট, ৭, কামারডাঙ্গা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৬

প্রচ্ছদ ঃ অমিত চক্রবর্তী

দাম ঃ ৩০.০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লেখক-পরিচিতি

জিন ওয়েবস্টার

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মার্ক টোয়েনের ভ্রাতুষ্পুত্রী জিন ওয়েবস্টার অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আজন্মকাল সাহিত্যিক পরিমণ্ডলীতে বেড়ে ওঠার ফলে তাঁর নিজের লেখালেখিও শুরু হয় খুব ছোটবেলা থেকেই। ছোটগল্প লিখেই সাহিত্যজগতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।

শিশুসাহিত্যেও জিন ওয়েবস্টারের যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। বস্তুত ড্যাডি-লঙ-লেগস যখন প্রকাশিত হয় তার মধ্যে তিনি ছোটদের জন্য বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে।

জিন ওয়েবস্টার দেহান্তরিত হন আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ১৯১৫ সালে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ড্যাডি-লঙ-লেগস

জিন ওয়েবস্টার

অনুবাদ

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

ড্যাডি-লঙ-লেগস একটি অনাথ মেয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প। জুডি অ্যাবট আরো অনেক অনাথ ছেলেমেয়ের সঙ্গে বড়ো হয়েছে একটি অনাথ-আশ্রমে। জীবনে প্রথম আঠারো বছর কেটেছে তার নিদারুণ কষ্টে আর হতাশায়। জীবনে কোনো দিক থেকেই যখন কোনোরকম আশার আলো ছিল না তখন একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই সেই অনাথ-আশ্রমের অত্যন্ত ধনী এক পরিচালক তাকে কলেজে পড়াবার ব্যবস্থা করেন। কলেজের হোটেলে থাকা-খাওয়া এবং পড়াশুনোর সমস্ত খরচ তিনি চালাবেন। অত্যন্ত রহস্যময় ভাবে নিজের সমস্ত পরিচয় তিনি গোপন রাখেন। জুডি তাঁকে কখনো দেখেনি, শুধু দূর থেকে তাঁর লম্বা লম্বা পা দেখেছে বলে জুডির কাছে তিনি শুধুই 'ড্যাডি-লঙ-লেগস'। এইরকমই শর্ত হয় যে জুডি তাঁর পরিচয় কখনো জানবেও না, শুধু পড়াশুনো কেমন হচ্ছে জানিয়ে নিয়মিত তাঁকে চিঠি লিখবে, যদিও তিনি এর কোনো উত্তর দেবেন না। জুডির সেই সব চিঠির মধ্য দিয়েই মেয়েটির রসিকতাবোধ, সারল্য, স্পষ্টবাদিতা আর প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। অনাথ-আশ্রমের গণ্ডিতে বাঁধা একটি মেয়ে কীভাবে বৃহত্তর পৃথিবীর পরিচয় পায়, চার বছর ধরে জীবনটাকে কীরকম করে একেবারে পালটে নেয়, তারই অসাধারণ এক মানবিক গল্প ড্যাডি-লঙ-লেগস। শেষ পর্যন্ত মানুষটি অবশ্য তাঁর পরিচয় গোপন রাখতে পারেননি। কীরকম নাটকীয়ভাবে সে পরিচয় প্রকাশিত হয়, সেটাও এই গ্রন্থের এক বড়ো আকর্ষণ।

ড্যাডি-লঙ-লেগস

সবুজ বুধবার

প্রত্যেকে মাসের প্রথম বুধবার—ওঃ, সে একটা ভয়ঙ্কর দিন। ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে একেবারে দাঁতে দাঁত চেপে থাকা, আর যত চটপট ভুলে যেতে পারা যায় দিনটা, ততই মঙ্গল। বাড়ির প্রত্যেকটি তলা থাকা চাই একদম ঝকঝকে তকতকে, কোনো চেয়ারে ধুলোবালির চিহ্ন থাকবে না, কোনো বিছানার চাদরে একটাও ভাঁজ দেখা যাবে না। ভয়ে কুঁচকে থাকা সাতানব্বইটি ছোট্ট অনাথ শিশুকে ঘষো-মাজো, চুল আঁচড়ে জামার বোতাম-টোতাম লাগিয়ে সদ্য মাড় দিয়ে কাচা সুতি কাপড়ের সস্তা জামায় সাজিয়ে রাখো আর কর্তাব্যক্তিরা কেউ কথা বললেই 'হ্যাঁ' বা 'না' বলতে শিখিয়ে দাও।

গোটা দিনটাই বিচ্ছিরি কাটে। বেচারা জেরুশা অ্যাবট হল গিয়ে অনাথ বাচ্চাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, কাজেই ওকেই সহ্য করতে হয় সবকিছু। অবশ্যি এই বুধবারটা ঠিক আগের দিনগুলোর মতো নয়, এই প্রথম যেন সে ধকলটা কাটল মনে হচ্ছে। অনাথ-আশ্রমের অতিথিদের জন্যে রান্নাঘরে স্যান্ডউইচ বানাচ্ছিল জেরুশা, বেরিয়ে এসে নিজের রোজকার কাজটা করার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। 'ফ' নম্বরের ঘরটারই দায়িত্ব এখন বিশেষ ভাবে ওর। চার থেকে সাত বছরের এগারোটা বাচ্চা ছোটো ছোটো এগারোটা খাটে থাকে। জেরুশা চটপট তাদের কোঁচকানো জামাগুলো ঠিকঠাক করে দিল, নাকটাক মুছিয়ে দিল। তারপর সভ্যভব্যের মতো লাইন করে পাঠিয়ে দিল খাবার ঘরের দিকে। এবার আধ ঘণ্টা ধরে তারা মজাসে দুধরুটি আর পুডিং খেতে পারবে।

জানলার ঠান্ডা কাচে শরীরটা ঠেসে দিয়ে ধাপের ওপরে বসে পড়ল জেরুশা। ভোর পাঁচটা থেকে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে বেচারি। সেই থেকে সকলের হুকুম তামিল করে যাচ্ছে আর সব কাজেই হড়বড়-করা মেট্রনের গালাগালি হজম করছে। আশ্রমের অছি আর তাঁদের সঙ্গে যেসব অভ্যাগত মহিলা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন মেট্রন, মানে মিসেস লিপেট্। কিন্তু মনটা শান্তভাবে একটু ব্যক্তিত্ব নিয়ে তা করা উচিত। সেটা আর হয়ে উঠছে না। জেরুশা একদৃষ্টে চেয়েছিল লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা অনাথ-আশ্রমের বাইরে বরফ-ঢাকা প্রান্তরের দিকে।

BanglaBook.org

চোখ পড়ছিল ঢেউখেলানো পাহাড়ের শ্রেণি আর ছড়ানো-ছেটানো গ্রামের দিকে, গ্রামের নিষ্পত্র গাছের ফাঁকে যে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে তার ওপর।

ভালোয় ভালোয় কাটল যাহোক দিনটা, মানে যতদূর জানে আর কী ও। অছি পরিষদ আর কমিটির অন্য লোকজন ঘুরে ঘুরে সব দেখেছেন, তাঁদের রিপোর্ট পড়েছেন, চা-পানে আপ্যায়িত হয়েছেন আর তারপর তাড়াহুড়ো লাগিয়েছেন নিজেদের আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরা বাড়িতে খাবার জন্যে—আজকের এই বাজে কাজটার কথা যত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায় আর কী! এক মাসের জন্যে তো নিশ্চিন্ত। জেরুশা ব্যগ্র দৃষ্টিতে ঝুঁকে পড়ে দেখেছিল ওঁদের সারবন্দি মোটরগাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে ফটকের সামনে থেকে। কল্পনায় ও দেখতে পাচ্ছিল একটার পর একটা সুসজ্জিত গাড়ি গিয়ে দাঁড়াচ্ছে পাহাড়তলির বিরাট বিরাট বাড়ির কাছে। নিজেকে কল্পনা করে নিচ্ছিল, যেন ফারের দামি কোট পরে আছে, মাথায় রেশমি টুপি, তার পালকগুলো সিটে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়েছে—হালকা করে ড্রাইভারকে ও বলছে, 'বাড়ি চলো।' কিন্তু এরপরই ওর কল্পনা হোঁচট খেয়ে পড়ছে।

জেরুশা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, হ্যাঁ ওটাকে স্বপ্নই বলেছিলেন মিসেস লিপেট, বলেছিলেন, এখন থেকে সাবধান না হলে ও কিন্তু পরে বিপদে পড়ে যাবে এর জন্যে। স্বপ্ন দেখা তাও বন্ধ করেনি ও, কিন্তু 'বাড়ি'-র কল্পনা তো ওর আর এগোয় না ওই বাড়ির সামনেটাতে এসেই। বেচারা হতভাগা জেরুশা ওর এই তুচ্ছ সতেরো বছর বয়সে একটা অতি সাধারণ গেরস্ত ঘরেও তো ঢোকেনি। অনাথ-আশ্রমের বাইরে সাধারণ মানুষ রোজ কীভাবে দিন কাটায় তার কিছুই কি জানে ও!

টমি ডিলন নামে যে ছেলেটা গানের দলে যোগ দিয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল গানের কলি মুখে নিয়ে। 'খ' নম্বর ঘরের সামনে এসে গলাটা জোরদার করল—

'জে—রু—শা অ্যাব—বট
ডাকছে তোমায়
অফিস ঘরে,
ভালোই হবে যদি চলে যাও
দেরি না করে।'

জানলা থেকে টেনে নিজেকে বাস্তব জগতে নিয়ে এল জেরুশা, বললে, 'কে ডাকছে আমাকে?'

টমি সেইরকম সুর টেনে টেনেই বললে, তবে স্বরটা বেশ উদ্বিগ্ন—

'অফিসে মিসেস লিপেট
পাগলের মতো খুঁজছে তোমায়,
চলি গো আমি, বিদায়।'

BanglaBook.org

টমির গলাটা খুব ভয়াবহ লাগছিল না, কিন্তু এখানকার খুব জাঁহাবাজ বাচ্চারও মুখ শুকিয়ে যাবে যদি শোনে ভুলভাল কাজ করার জন্যে কোনো দিদিকে মেট্রনের কাছে তলব করা হয়েছে। জেরুশা মাঝে মাঝে টমির হাতের নড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছে বটে, নাক পরিষ্কার করতে গিয়ে নাকটা প্রায় ছিঁড়েও দিয়েছে, তবু মোটের ওপর টমি ওকে ভালোই বাসে।

চুপচাপই এগিয়ে যাচ্ছিল বটে জেরুশা, কিন্তু কপালে দুটো ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল। গণ্ডগোলটা যে কোথায় হল ও ভেবেই পাচ্ছিল না। স্যান্ডউইচগুলো কি ধ্যাবড়া হয়ে গিয়েছিল? কেকের মধ্যে কি খোসা থেকে গিয়েছিল? সুসি হথর্নের মোজায় যে ফুটো ছিল সেটা কি কোনো অভ্যাগত মহিলার চোখে পড়ে গিয়েছিল? নইলে কি—আরে সর্বনাশ, ওর 'ফ' ঘরের কোনো মিষ্টি বাচ্চা কি অতিথিদের কাউকে কিছু বলতে গিয়েছিল!

নীচে নামতে নামতে ও দেখতে পেলে নীচের বিরাট লম্বা হল ঘরে আলো জ্বলছে না। বাইরে যাবার দরজার কাছে শেষ অতিথিটি দাঁড়িয়ে আছেন, এক্ষুনি বেরিয়ে যাবেন মনে হচ্ছে। মানুষটির একটা আবছা আন্দাজ শুধু জেরুশা পেল, সেটাও শুধু এই যে মানুষটি বেশ লম্বা। বাঁকানো উঠোনে হাত নেড়ে একটা গাড়িকে তিনি ডাকছিলেন। ঘর ঘর শব্দ করে গাড়িটা যেই এগিয়ে আসছিল, উজ্জ্বল হেডলাইটে হলের ভেতরে দেওয়ালে লোকটার ছায়া পড়ল—অদ্ভুত একটা লম্বা ছায়া, লম্বা লম্বা পা আর হাতের ছায়া পড়েছে মেঝেয়, আর ওপরের ছায়া দেওয়ালে। ঠিক যেন লম্বা ঠ্যাং-ওয়ালা বিশাল এক জীব দাঁড়িয়ে আছে, ড্যাডি-লঙ-লেগ ছাড়া কিছু বলাটিই যায় না তাকে।

ভয়ে সিঁটকে থাকা জেরুশার মুখেও হাসি ফুটেছিল। এমনিতেও ও খুব আমুদে মেয়ে, যে-কোনো ছোট্ট ব্যাপারেও বেশ মজা পায়। একজন ট্রাস্টির লোক এখনও ছিল, এই অস্বস্তির মধ্যে অবশ্য কোনো মজাই থাকতে পারে না। তবু এই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখার জন্যেই বোধহয় মুখে একটা হালকা হাসি রেখেই জেরুশা এগিয়ে গেল মিসেস লিপেটের কাছে। অবাকই লাগছিল দেখে—না, মেট্রন হাসছেন না, কিন্তু মোটামুটি তাকাবার মতো মুখ করেই আছেন। মানে, অতিথিদের দিকে যেরকম মোলায়েম মুখ করে থাকেন প্রায় সেরকমই লাগছে মুখটা।

'বসো জেরুশা, কয়েকটা কথা বলবার আছে তোমায়।'

সবচেয়ে কাছাকাছি চেয়ারটায় নিজেকে গুঁজে দিয়ে প্রায় দম বন্ধ করে বসে রইল জেরুশা। যে গাড়িটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেটা জানলা পেরিয়ে চলে গেল। মিসেস সেদিকে এক পলক চেয়ে নিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোককে দেখেছো, এক্ষুনি যিনি গেলেন?'

'পেছন থেকে দেখেছি।'

'ট্রাস্টিদের মধ্যে খুব রইস লোক উনি, আশ্রমের জন্যে প্রচুর টাকা দিয়েছেন।

BanglaBook.org

নামটা অবশ্য বলতে পারব না আমি, খুব জোর দিয়ে বলে দিয়েছেন আমাকে ওঁর কোনো পরিচয়ই যেন না দেওয়া হয়।

জেরুশার চোখ বড়ো বড়ো হচ্ছিল। কোন ট্রাস্টির মধ্যে কী অদ্ভুত ব্যাপার আছে, মেট্রন সেটা ওর সঙ্গে আলোচনা করবেন, এরকম কোনো ব্যাপারেই ও অভ্যস্ত নয়। 'আশ্রমের অনেক বাচ্চার সম্বন্ধেই উনি আগ্রহ দেখিয়েছেন। চার্লস বেনটন আর হেনরি ফ্রেজকে মনে নেই তোমার! ওদের দুজনকেই কলেজে পড়াবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন মিস্টার—মানে, আমাদের এই ট্রাস্টি ভদ্রলোক আর কী। ওরা অবশ্যি পাশ টাশ করে নিজেরা খেটে ওঁর এই দয়ার দান শোধ করে দিয়েছিল। অন্য কোনো রকম ভাবে টাকা-পয়সা খরচ করার ব্যাপারে ওঁর খুব একটা গরজ নেই, আর এ ব্যাপারেও ওঁর দয়া-দাক্ষিণ্য যত সব ওই ছেলেদের জন্যেই—এই আশ্রমের কোনো মেয়ের জন্যে কখনো আমি কিছু করাতে পারিনি ওঁকে দিয়ে। কখনো না, সেটা যত ভালো মেয়ের ব্যাপারেই হোক না কেন। না বলে পারছি না আমি, মেয়েদের ব্যাপারে একটুও মাথা ঘামান না উনি।'

'হ্যাঁ, তাই তো!' কিছু একটা বলা উচিত মনে করেই বিড়বিড় করে বলল জেরুশা।

'আজকের মিটিংয়ে, মানে প্রতি মাসে যেমন হয় আর কী, তোমার কথাটা একবার উঠল—মানে, এরপর তুমি কী করবে।' কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকলেন মিসেস লিপেট, তারপর যে শুনছে তার টান টান উত্তেজনাকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্যে শান্ত অনুত্তেজিত গলায় বলতে লাগলেন—'ষোল বছর পেরিয়ে গেলে এই অনাথ-আশ্রমে কাউকে রাখা হয় না, তুমি ভালো করেই জানো সেটা। তুমিই একমাত্র ব্যতিক্রম। পড়াশুনোয় তুমি বরাবরই এত ভালো যে স্কুলের পড়া তোমার চোদ্দ বছর বয়সেই শেষ। তোমার আচার-ব্যবহারও ভালো—মানে সব সময়ই যে দারুণ কিছু তা বলছি না, তবে ভালো বলেই তোমায় স্থানীয় হাইস্কুলে পাঠানো হয়েছিল। তো সে পড়াটাও তোমার শেষ। কিন্তু আমাদের আশ্রম তো আর তোমার কোনো দায়িত্ব নিতে পারে না—সত্যি কথা বলতে কী, বছর দুয়েক বাড়তিই তোমায় রাখা হয়েছে এখানে।'

এসব কথা বলার সময় মিসেস লিপেটের কিন্তু একবারও মনে পড়ল না, শুধু এখানে থাকতে পাবে বলেই কী হাড়ভাঙা খাটুনি এ দু'বছর জেরুশা খেটেছে, আশ্রমের সুবিধে দেখার জন্যে পড়াশুনোও ঠিকমতো করতে পারেনি, আর মাসের এই দিনটা সমস্ত ছেলেমেয়েকে ফিটফাট করার দায়িত্বটাও কাঁধে তুলে নিয়েছে।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম—তোমার ভবিষ্যৎ নিয়েই কথা হচ্ছিল— আর তুমি কী করেছো না করেছো সমস্তই আলোচনা করা হচ্ছিল, সবটাই।'

এখানে খারাপ কাজটা কী করেছে, জেরুশার যদিও মনে পড়ছিল না, মিসেস লিপেট ওর দিকে চেয়েছিলেন বন্দি কয়েদির দিকে মানুষ যেভাবে তাকায় সেই ভাবে, আর জেরুশাও কয়েদির মতোই ভয়ে ভয়ে চাইছিল।

BanglaBook.org

'তোমার মতো অবস্থায় থাকা যে-কোনো কারো জন্যে যে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক ছিল সেটা হচ্ছে কিছু একটা কাজে তোমায় লাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু স্কুলে তুমি বেশ ভালো ফল করেছিলে, অন্তত কোনো কোনো বিষয়ে। ইংরেজিতে তুমি দারুণ। অতিথিদের মধ্যে আজ মিস প্রিচার্ডও ছিলেন—স্কুল বোর্ডে আছেন যিনি, তিনি তোমার অলংকারের শিক্ষকমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, তোমার স্বপক্ষে বেশ লম্বা চওড়া একটা ভাষণ দিয়েছেন। তুমি সবুজ বুধবার নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলে, সেটা বেশ জোরে জোরে পড়ে শুনিয়েছেন তিনি।'

জেরুশার অপরাধী অপরাধী ভাবটা এখন আর কপট মনে হচ্ছিল না। ও জানে কী কাণ্ডটা করেছো সেখানে।

'যে প্রতিষ্ঠান তোমার জন্যে এত করেছে, তাকে নিয়ে এই ঠাট্টা-ইয়ার্কিটা তুমি না করলেই পারতে, এটুকু কৃতজ্ঞতা অন্তত তোমার থাকা উচিত ছিল। এতটা বিদ্রূপ না করলে হয়তো তোমায় ক্ষমা করে দেওয়া যেত। তবে তোমার সৌভাগ্যই বলব, মিস্টার—মানে ওই ভদ্রলোক আর কী, যিনি এক্ষুনি গেলেন, তাঁর রসিকতার বোধটা একটু বেশি রকমই বলতে হবে। তোমার ওই বেয়াড়া প্রবন্ধ শুনেই তোমায় কলেজে পাঠাবার প্রস্তাব দিলেন।'

'কলেজে!' জেরুশার চোখ ফের বড় বড় হয়ে উঠল।

মিসেস লিপেট ঘাড় নাড়লেন, বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিকঠাক করবার জন্যেই উনি এতক্ষণ ছিলেন এখানে। সমস্তই উল্টোপাল্টা কথা। ভদ্রলোক একটু গোলমেলে, হ্যাঁ, না বলে পারছি না আমি। তিনি মনে করেন তোমার মধ্যে একটা মৌলিক প্রতিভা আছে, আরো বেশি লেখাপড়া শিখে তুমি একজন সাহিত্যিক হবে, এটাই তিনি মনে করেন।'

'সাহিত্যিক!' কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল জেরুশা, মিসেস লিপেটের কথাটা শুধু উচ্চারণ করল।

'হ্যাঁ, সেটাই তিনি চান। তবে ছাইভস্ম কী যে হবে সেটা ভবিষ্যৎই বলতে পারে। প্রচুর টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তোমার জন্যে—মানে জীবনে যে কখনো দুটো পয়সা হাতে পায়নি তার জন্যে একেবারে এলাহি ব্যাপার। দানছত্তর বলতে পারো। তবে গোটা ব্যাপারটা বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করেছেন। আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে যাইনি। এই গ্রীষ্মটা তুমি এখানেই থাকছো, মিস প্রিচার্ড তোমার দরকারি জিনিসপত্রগুলোর সব দেখাশোনা করবেন। তোমার পড়ার আর থাকবার খরচ সরাসরি তোমার কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার ওপর এই চার বছর ধরে তুমি একটা আলাদা হাত খরচ পাবে, মাসে পঁয়ত্রিশ ডলার। এতে হবে কী, অন্যান্য পড়ুয়ারা ঠিক যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, তুমিও সেইভাবেই থাকতে পারবে। ভদ্রলোকের প্রাইভেট সেক্রেটারি প্রতি মাসে তোমায় টাকাটা পাঠাবেন, আর তার বদলে টাকাটা তুমি যে পেলে সেটা একটা চিঠি

BanglaBook.org

লিখে তুমি জানিয়ে দেবে। না না, তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে চিঠি লেখার দরকার নেই, সে-সবের পরোয়া তিনি করেন না। তুমি শুধু চিঠি লিখে জানাবে পড়াশুনো কেমন এগোচ্ছে, কী ভাবে দিনগুলো কাটাচ্ছো, এই আর কী। মানে, বাবা-মা বেঁচে থাকলে যেমন চিঠি লিখতে, ঠিক তেমনি চিঠি।

চিঠিগুলো লিখবে তুমি মিস্টার জন স্মিথকে, আর পাঠাবে তাঁর সেক্রেটারির ঠিকানায়। না, ভদ্রলোকের নাম জন স্মিথ নয়, তিনি অপরিচিতই থাকতে চান। তোমার কাছে তিনি শুধু ওই জন স্মিথ ছাড়া আর যে-কোনো মানুষ হতে পারেন। তিনি যে চাইছেন তুমি একটা করে চিঠি লেখো, তার কারণ চিঠিতে যেমন সাহিত্য-প্রতিভা ধরা পড়ে অন্য কিছুতেই তেমন নয়—এটাই হচ্ছে তাঁর ধারণা। তোমারও তো পরিবারের এমন কেউই নেই যার সঙ্গে চিঠিপত্রে তুমি যোগাযোগ করবে, তাই এইভাবেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান। তোমার পড়াশুনো কেমন এগুচ্ছে সেটাও জানা যাবে। তিনি কিন্তু কখনই কোনো উত্তর দেবেন না, তোমার চিঠিপত্রের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কোনো নজর থাকবে বলেও মনে করো না। চিঠি লেখা ব্যাপারটাই তাঁর আসে না, আর তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তেও তিনি চান না। তবে ওঁর জবাব দেওয়াটা খুবই দরকার এমন কোনো পরিস্থিতি যদি দেখা দেয়—ধরো তোমায় হয়তো কলেজ থেকে তাড়িয়ে-টাড়িয়ে দেওয়া হল—না না, সেরকম কিছু হবে না বলেই আমি মনে করি। তবে সে ধরনের কিছু হলে তুমি তাঁর সেক্রেটারি মি. গ্রিগসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার। তোমার দিক থেকে কিন্তু মাসে মাসে এই চিঠি লেখাটা একেবারেই বাধ্যতামূলক, সেটা মনে রেখো। নিজের দয়ার পরিবর্তে এটুকু প্রতিদানই তিনি চাইছেন, কাজেই এ ব্যাপারটায় ভীষণ সতর্ক থাকবে। তুমি ভেবে নেবে তাঁর দানের এটুকু মূল্যই শুধু তুমি চোকাচ্ছো। চিঠির ভাষায় যেন বেশ সম্ভ্রম থাকে, তোমার পড়াশোনার ছাপও যেন তাতে পড়ে। সব সময় মনে রাখবে, চিঠিটা তুমি লিখছ এই অনাথ আশ্রমের, মানে জন গ্রিয়ার হোমের একজন ট্রাস্টিকে।'

ব্যাকুল হয়ে দরজার দিকে চেয়েছিল জেরুশা। মাথার ভেতর একরাশ উত্তেজনা। মিসেস লিপেটের এই একঘেয়ে অনুভূতিহীন বক্তৃতা থেকে পালিয়ে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা নিজের মনে ভেবে দেখতে চাইছিল ও।

এবার উঠে পড়ে একটু দরজার দিকে পিছিয়ে গেল জেরুশা। মিসেস লিপেট কিন্তু চোখ সরাননি ওর মুখ থেকে। এতক্ষণ জাঁকিয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন, সেই পরিবেশটা নষ্ট হতে দিতে চান না। বললেন, 'এই যে দুর্লভ সৌভাগ্য তোমার জীবনে এসেছে তার জন্যে তুমি নিশ্চয়ই খুবই কৃতজ্ঞ—হ্যাঁ, আমি জানি তুমি তাই। তোমার মতো অবস্থায় থাকা কটা মেয়েই বা এইভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। এ কথাটা কিন্তু সব সময় মনে রাখবে—'

'আমি—হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার যদি কথা শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমি এবার যাবো, ফ্রেডি পারকিনসের প্যান্টে একটা তালি মারতে হবে।'

BanglaBook.org

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। মিসেস লিপেটের চোয়াল ঝুলে পড়ল। তাঁর এত দামি বক্তৃতাটার এই হাল হবে বুঝতে পারেননি।

ড্যাডি-লঙ-লেগস স্মিথকে লেখা মিস জেরুশা অ্যাবটের চিঠিপত্র

২১৫, ফার্গুসেন হল,
২৪ সেপ্টেম্বর

অনাথ মেয়েকে কলেজে পাঠানো প্রিয় দয়ালু ট্রাস্টি,

আমিই বলছি। গতকালই চার ঘণ্টা ট্রেনে কাটিয়ে এখানে এসেছি। অভিজ্ঞতাটা ভারি মজার, আমি তো জীবনে কখনো ট্রেনে চাপিনি।

কলেজটা বিশাল বড়ো, একটা হকচকিয়ে যাবার মতো জায়গা। ঘর থেকে বেরুলেই আর কোনো দিশা পাই না আমি। এই হতবুদ্ধি ভাবটা কাটলেই কলেজের একটা বর্ণনা দেব আমি। নিজের পড়াশোনার কথাও বলব। এটা হল শনিবারের সন্ধে, সোমবার সকালের আগে ক্লাস শুরু হচ্ছে না। তবু চিঠি লেখাটা সড়গড় করবার জন্যেই আমি লিখছি।

যাকে চিনি না তাকে চিঠি লেখার ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত, তাই না! অবশ্য আমার কাছে তো চিঠি লেখা ব্যাপারটাই অদ্ভুত—জীবনে তিনটে কি চারটের বেশি চিঠি আমি লিখিইনি। কাজেই যদি এগুলো ঠিকঠাক না হয় কিছু মনে করবেন না।

কাল সকালে এখানে রওনা হবার আগে মিসেস লিপেটের সঙ্গে আমার গুরুতর সব কথাবার্তা হয়েছে। এরপর আমার আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশেষ করে যে ভদ্রলোক আমার জন্যে এত করছেন তাঁর প্রতি আমার মনোভাব কেমন থাকবে। আমাকে দারুণ দারুণ সম্মান করতে হবে তাঁকে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, যাঁকে জন স্মিথ বলে সম্ভাষণ করব তাঁকে এত এত সম্মান জানাবো কেমন করে। আপনি বেশ একটা জবরদস্ত নাম বেছে নিতে পারলেন না! ব্যাপারটা তো আমার কাছে রাম-শ্যামকে চিঠি লেখার মতোই হয়ে গেল।

গোটা গ্রীষ্মকালটা ধরে আমি আপনার কথা ভেবেছি। আমার জীবনের এই এতগুলো বছর পরে কেউ আমার সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছে—আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আমার পরিবারেরই কাউকে খুঁজে পেয়েছি। আজ মনে হচ্ছে আমারও যেন কেউ আছে, আর এই মনে হওয়াটা যে কী আরামের কী বলব! অবশ্য এটা আমাকে বলতেই হবে, আপনার সম্বন্ধে কিছু অনুমান করার চেষ্টায় আমি বেশিদূর এগোতে পারি না। আপনার সম্বন্ধে মোট তিনটে কথা আমার জানা আছে—

BanglaBook.org

এক ॥ আপনি লম্বা

দুই ॥ আপনি বড়োলোক

তিন ॥ আপনি মেয়েদের দু'চোখে দেখতে পারেন না।

আপনাকে কি আমি নারীবিদ্বেষী মশাই বলে ডাকবো? না, সেটা আমার নিজের পক্ষেই অপমানের হয়ে যাবে। তাহলে? প্রিয় বড়োলোক মশাই! উঁহু, সেটা আবার আপনার পক্ষে অপমানজনক হয়ে যাবে, যেন টাকা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না আপনি। তা ছাড়া বড়োলোক কি গরিব লোক, সেটা তো মানুষের বাইরের ব্যাপার। সারা জীবন আপনি এইরকম বড়োলোক থাকবেন না, এমনও তো হতে পারে। কিন্তু লম্বা আপনি চিরকালই থাকবেন। তাই আমি ঠিক করেছি আপনাকে প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস বলেই ডাকব। কিছু মনে করলেন নাতো? এটা শুধু আমার নিজের দেওয়া নাম, মিসেস লিপেটকে আমরা কেউ বলবো না এই নামের কথা।

আর মিনিট দুয়েকের মধ্যে দশটার ঘণ্টা বাজবে। আমাদের দিনগুলো এখানে ওই ঘণ্টা বাজিয়ে ভাগ করা। আমরা খাই, শুই, পড়ি সব ওই ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে। আমার বেশ মজাই লাগে এতে।

ওই যে, ঘণ্টা বেজে গেল। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে হবে এবার। শুভরাত্রি।

শুধু লক্ষ করুন কীরকম নিয়ম মেনে চলি আমি। হবে না কেন, জন গ্রিয়ার হোমে কম শিক্ষা পেয়েছি!

আপনার প্রতি সশ্রদ্ধ
জেরুশা অ্যাবট

প্রতি : মি. ড্যাডি-লঙ-লেগস স্মিথ

পয়লা অক্টোবর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস

কলেজ আমার ভীষণ পছন্দ, আর আপনাকেও ভীষণ পছন্দ—আপনিই তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি দারুণ—দারুণ খুশি, এত ভালো লাগছে আমার যে রাতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না ঠিক করে। কোথায় জন গ্রিয়ার হোম, কোথায় এই কলেজ—কী যে তফাৎ আপনি ভাবতে পারবেন না। জগতে এরকম একটা জায়গা থাকতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। মেয়ে হয়ে যে জন্মায়নি, আর এই কলেজে যে আসতে পারল না, তাদের জন্যে আমার সত্যি ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। আপনি ছোটবেলায় যে কলেজে পড়েছেন সেটা কখনো এত ভালো ছিল না, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

আমার ঘরটা বেশ উঁচুতে। নতুন হাসপাতালটা হবার আগে এটা ছিল ছোঁয়াচে

BanglaBook.org

রোগিণীদের জন্যে। এই তলায় আরো তিনজন মেয়ে থাকে—একজন হল চশমাপরা উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। সে সব সময়েই আমাদের আর একটু চুপচাপ থাকতে বলে। বাকি দুজন আমার মতোই নতুন। একজনের নাম স্যালি ম্যাকব্রাইড, আর-একজন জুলিয়া রুটলেন পেনডলটন। স্যালির মাথায় লাল চুল, খাড়া নাক আর ভীষণ মিশুকে। জুলিয়া নিউ ইয়র্কের বেশ অভিজাত পরিবার থেকে এসেছে, আমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই মনে করে না। ওরা দুজন একটা ঘরেই থাকে, দিদি আর আমি পেয়েছি আলাদা একটা করে ঘর। নতুনরা অবশ্য আলাদা ঘর পায় না, কিন্তু আমি না চাইতেই পেয়েছি। রেজিস্ট্রার বোধহয় ভেবেছেন একটা অনাথ আশ্রমের মেয়ের সঙ্গে অভিজাত পরিবারের মেয়েকে থাকতে বলাটা ঠিক হবে না। দেখছেন তো, কিছু সুবিধেও আমি পাই।

আমার ঘরটা একেবারে উত্তর-পশ্চিম কোণে। দুটো বড়ো বড়ো জানলা আর একটা খড়খড়ি। জীবনের আঠারোটা বছর কুড়িজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার পর এই একা থাকাটা যে কী শান্তির! এই যেন প্রথম আমার আলাপ হল একটা মেয়ের সঙ্গে যার নাম জেরুশা অ্যাবট। মনে হচ্ছে তাকে আমার বেশ পছন্দ হবে। আপনার হবে না?

মঙ্গলবার

নতুনদের নিয়ে একটা বাস্কেটবল টিম তৈরি হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমিও সুযোগ পাব। দেখতে অবশ্য আমি খুবই ছোটখাট, কিন্তু ভীষণ চটপটে আর শক্তসমর্থ। অন্য সবাই যখন শুধু লাফঝাঁপ করে, আমি তাদের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে দারুণ বল কবজা করতে পারি। বিকেলে এইভাবে খেলার মাঠে যাওয়া—গাছের পাতা সব লালচে কিংবা হলুদ, চারদিকে কেমন পাতার গন্ধ, প্রত্যেকে হাসাহাসি আর চিৎকার করছে, এই ভাবে সময় কাটানো যে কী মজার! আমি বলতে পারি এরা ভীষণ ভীষণ সুখী মেয়ে, আর সবচাইতে সুখী আমি নিজে।

ভেবেছিলাম একটা লম্বা চিঠি লিখে আপনাকে জানাবো আমি কী কী পড়ছি এখানে—মিসেস লিপেট বলেছিলেন আপনি নাকি সেসব জানতে চান। কিন্তু সপ্তম পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়ে গেল, খেলার পোশাক পরে দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে খেলার মাঠে যেতে হবে। আপনার কী মনে হয়, দলে জায়গা পাব না আমি?

আপনার জেরুশা অ্যাবট

পুনশ্চ : (রাত ৯টা)

স্যালি ম্যাকব্রাইড এখুনি উঁকি মেরেছিল আমার ঘরে। আমায় বললে, 'বাড়ির জন্যে বড্ড মন কেমন করছে। থাকতেই পারছি না একদম। তোমার মন কেমন করে না?' আমি একটু ফ্যাকাশে হেসে 'না' বলেছি। বাড়ির জন্যে মন খারাপ!

BanglaBook.org

না, এই অসুখটা অন্তত আমার হবে না। অনাথ-আশ্রমের জন্যে বড়ো মন কেমন করছে, এমনটা বোধহয় কেউ বলে না; বলে কি?

১০ অক্টোবর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বলে কারো নাম শুনেছেন আপনি?

উনি ছিলেন মধ্যযুগের একজন সেরা চিত্রকর, ইটালির লোক। ইংরেজির ক্লাসে দেখলাম প্রত্যেকটা ছাত্রীই তাঁর সম্বন্ধে জানে। আমি ভেবেছি উনি একজন পবিত্র দেবদূত। কথাটা বলতেই সারা ক্লাসে কী হাসি! নামটা শুনে দেবদূত দেবদূত মনে হয় না? কী মনে হয় আপনার? কলেজে আমার এই একটাই অসুবিধা, ধরেই নেওয়া হয় আমি অনেক কিছু জানি, অথচ আদপেই সেগুলো সম্বন্ধে আমার কিচ্ছু জানা নেই। বড়ো অস্বস্তি হয় কখনও কখনও। এখন আমি করি কী, ওরকম না-জানা কথা শুনলে আর মুখ খুলি না। পরে গিয়ে অভিধান খুলে দেখে নিই।

দারুণ একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছিলাম প্রথম দিন। কে একজন মরিস মেটারলিঙ্কের নামটা করল, আর আমিও তাকে দুম করে জিগ্যেস করে বসলাম, 'নতুন ভর্তি হয়েছে?' কথাটা সারা কলেজে চাউর হয়ে গিয়েছে। সে যাইহোক, ক্লাসে কিন্তু কারো চেয়েই কম যাই না, বরং কারো কারো চেয়ে ভালোই বলতে হবে আমাকে।

ঘরটা আমি কীভাবে সাজিয়েছি জানতে চান? লাল আর হলদে রঙ মিলেমিশে রয়েছে ঘরে। দেওয়ালটা সাদার ওপর হলদে রং করা। ওটার জন্যে হলদে রঙের পুরু সুতির পর্দা কিনেছি। গদিও সেই কাপড়ের। তিন ডলার দিয়ে সেকেন্ডহ্যান্ড একটা মেহগনি কাঠের ডেস্ক পেয়েছি, সেই সঙ্গে বেতের চেয়ার। ঘরের মেঝের জন্যে লালচে কম্বল, যদিও তার মাঝখানে একটু কালির দাগ আছে। চিন্তার কিছু নেই, চেয়ারটা রেখেছি ওই দাগের ওপর।

জানলাগুলো বড্ড উঁচু। পড়ার টেবিল থেকে কিছুতেই বাইরেটা দেখা যায় না। আমি করেছি কী পেছনের আয়নাটাকে এমন কায়দা করে রেখেছি, যাতে সেদিকে তাকিয়েই বাইরের দৃশ্য দেখতে পারি। কী মজা না?

দিদিদের জিনিসপত্র যে নিলাম হয়, সেখান থেকে ভালো ভালো জিনিস বেছে নিতে আমাকে সাহায্য করে স্যালি ম্যাকব্রাইড। ও তো নিজের বাড়িতেই বড়ো হয়েছে, তাই ঘর সাজাবার কায়দাকানুন সবই জানে। যে মেয়ে জীবনে একটা ফুটো পয়সাও পায়নি সে এখন দোকান করছে, সত্যিকারের পাঁচ ডলারের নোট দিচ্ছে দোকানীকে, দোকানী আবার তাকে খুচরো টাকা ফেরতও দিচ্ছে— এটা যে কী মজার ব্যাপার, আপনি ভাবতেও পারবেন না। সত্যি ড্যাডি, আমাকে এই হাতখরচের টাকা দেওয়াটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে।

BanglaBook.org

আমার কাছে স্যালি হচ্ছে সবচেয়ে আমুদে মেয়ে, আর জুলিয়া রুটলেজ পেনডলটন ঠিক তার উলটো। এক সঙ্গে থাকা বন্ধুদের মধ্যেও কত অমিল, তাই না! স্যালির কাছে সবকিছুই মজার, সবকিছুই চমকপ্রদ, জুলিয়ার কাছে সবই একঘেয়ে। নিজেকে মানিয়ে নেবার কোনো চেষ্টাই ওর নেই। ওর ভাবখানা এমন যে আপনি যদি পেনডলটন বংশের কেউ হন তো পরীক্ষা টরিক্ষা না দিয়েই গড় গড় করে স্বর্গে উঠে যাবেন। মনে হয় যেন জন্ম থেকেই আমি ওর শত্রু।

নাঃ, আমার পড়াশুনোর খবর শোনবার জন্যে নিশ্চয়ই আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন! সেটাই বলি।

১. ল্যাটিন : দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ। হ্যানিবাল আর তার সৈন্যবাহিনী গতকাল রাতে ট্রাসিমেনাস হ্রদের পাশে শিবির গেড়েছে। রোমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়েছে। ভোরবেলা শুরু হয়েছে যুদ্ধ। রোমানরা পিছু হটছে।

২. ফরাসী : 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স' উপন্যাসের চব্বিশ পাতা। ক্রিয়ারূপ আর নিপাতনে সিদ্ধ ক্রিয়াপদ।

৩. জ্যামিতি : সিলিন্ডার শেষ করে শঙ্কু ধরা হয়েছে।

৪. ইংরেজি : নাটকের 'মুখ' পড়া হচ্ছে। আমার লেখার ভঙ্গি বেশ স্বচ্ছ আর প্রাঞ্জল হয়ে উঠছে।

৫. শারীরবিজ্ঞান : পাচনতন্ত্রে এসে গিয়েছি। পিত্তথলি আর প্যাংক্রিয়াস পড়ানো হবে। আপনার পাঠানো মেয়ে বেশ শিক্ষিত হতে চলেছে দেখছি।

জেরুশা অ্যাবট

পুনশ্চ : ড্যাডি, আপনি অ্যালকোহল খান না তো? ওটা কিন্তু লিভারের ভয়ংকর ক্ষতি করে।

বুধবার

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

আমার নামটা পালটে ফেলেছি।

না, কাগজে-কলমে আমি এখনও 'জেরুশা', কিন্তু সর্বত্র দেখছি আমি 'জুডি' হয়ে গিয়েছি। এটা কিন্তু ভীষণ খারাপ, তাই না? তোমার একটি মাত্র ডাকনাম যদি সবাইকে দিয়ে দিতে হয়! ওই নামটা বলে আমায় ডাকতো ফ্রেডি পারকিন্স, মানে তার মুখে যখন ভালো করে কথাও ফোটেনি।

এখন আমার মনে হচ্ছে, অনাথ শিশুকে নামকরণ করার ব্যাপারে মিসেস লিপেটের আর একটু বুদ্ধি খরচ করার দরকার ছিল। পদবীটা কী হতে পারে উনি টেলিফোন-ডাইরেক্টরি খুঁজে খুঁজে বার করেন। প্রথম পাতাতেই আছে অ্যাবট, ব্যস, ওটাই হয়ে গেল আমার পদবী। আর প্রথম নামটা? যেখান থেকে খুশি

BanglaBook.org

নিয়ে নেন। আমার এই জেরুশা নামটা তো নিয়েছিলেন একটা সমাধিফলক থেকে। নামটা আমার এক্কেবারে ভালো লাগে না, এর চেয়ে জুডি অনেক ভালো। ওটা এমন একটা বিচ্ছিরি নাম। ওটা যেরকম মেয়ের নাম হওয়া উচিত, আমি মোটেই সেরকম নই—ধরো, গাবলু-গুবলু ছোটখাট নীলচোখের একটা বাচ্চা—বাড়ির সকলের আদরে আর আশকারায় একেবারে গোল্লায় গেছে। এখন একেবারে বেপরোয়া, ছন্নছাড়া। এরকম হলেই কি ভালো হত? না না, আমার যত দোষই থাক, বাড়ির আদরে আমি গোল্লায় গেছি, এ কথাটা অন্তত কেউ বলতে পারবে না। তবে এরকম ভান করার একটা মজা আছে। ভবিষ্যতে তুমি আমাকে জুডি বলেই ডেকো।

এইরে, আমি তোমাকে 'তুমি' সম্বোধন করলাম যে! রাগ করোনি তো! তাহলে এটাই থাক, দেখা তো আর কোনোদিন হচ্ছে না। তোমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে গেলে আপনি আজ্ঞে করা যায় না। তোমাকে কয়েকটা মজার খবর দিই। তিন জোড়া বাচ্চাদের দস্তানা আছে আমার। বড়দিনের সাজানো গাছের কাছ থেকে একবার আমি এরকম দস্তানা পেয়েছিলাম, কিন্তু পাঁচ আঙুলওয়ালা সত্যিকারের দস্তানা পাইনি। মাঝে মাঝেই এগুলো পরে দেখার শখ হয় আমার। অবশ্য একলা থাকলেই, ক্লাসে তো আর এটা পরে যাওয়া যায় না। রাতের খাবার-ঘণ্টা বেজে গেল। চলি।

শুক্রবার

আজ আমার ইংরেজির শিক্ষিকা বললেন শেষ যে লেখাটা দেখিয়েছি তাঁকে, তাতে নাকি বুঝতে পেরেছেন আমার লেখার একটা আলাদা স্বাদ আছে। তোমার কী মনে হয় ড্যাডি, সেটা কি সম্ভব! ওটা বোধহয় কথার কথা। জন গ্রিয়ার হোমের বাচ্চাদের কী ভাবে শেখানো হয় তুমি তো খুব ভালো ভাবেই জানো, সাতানব্বইটা শিশু যেন সাতানব্বইটা যমজ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে।

যদি কোনো আলাদা কারুকার্য থাকে আমার লেখায় তাহলে বোধহয় এই জন্যে যে, অবসর পেলেই কাঠের দরজায় চক দিয়ে আমি মিসেস লিপেটের ছবি আঁকতাম। আমার ছোটবেলাকার অনাথ-আশ্রমের নিন্দে করলাম বলে তুমি কিছু মনে করলে না তো! অবশ্য আমার অসভ্যতা বা অভব্যতা দেখলে তুমি তো অনায়াসেই আমাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিতে পারো। আসলে, আমি তো অনাথ আশ্রমের একটা তুচ্ছ মেয়ে, শিক্ষাদীক্ষা তেমন তো কিছু পাইনি—ভদ্রসমাজের আচার-আচরণ আমি কেমন করে জানব বলো!

BanglaBook.org

আসলে কী জানো ড্যাডি, কলেজের পড়াশুনোটা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়, খেলাটাই একটু গণ্ডগোলের। মেয়েগুলো কী যে বলে, অর্ধেক সময় আমার

মাথাতেই ঢোকে না। ওদের ঠাট্টা-ইয়ার্কিগুলো সবাই বোঝে, আমিই বুঝতে পারি না। ওদের মতো একটা পুরনো জীবন নেই যে আমার। মনে হয় ওদের ভাষা বোঝার কোনো ক্ষমতাই আমার নেই। বড্ড খারাপ লাগে তখন। অবশ্য আমার গোটা জীবনটাই তো এই। স্কুলে অন্য মেয়েরা কেমন দল বেঁধে খেলাধুলো করতো, আর আমার দিকে অদ্ভুতভাবে চাইতো। আমি যে সকলের মতো নই, সেটা সবাই জানতো। আমার মনে হত আমার মুখে যেন লেখা আছে এ জন গ্রিয়ার হোমের অনাথ বাচ্চা। দু-একজন করুণা দেখাবার জন্যে আমার কাছে এগিয়ে এসে বানিয়ে বানিয়ে দু-চারটে নরম কথা বলতো। ওদের আমি ঘেন্না করি, ঘেন্না করি—বিশেষ করে এই দয়া দেখানোটা।

এখানে কেউ জানে না আমি অনাথ আশ্রমের মেয়ে, স্যালিকেও বলিনি। ও জানে, আমার বাবা-মা মারা গেছেন আর একজন দয়ালু বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছেন। কথার শেষটুকু তো একেবারে ঠিক। আমাকে তুমি খারাপ ভেবো না, আসলে আমি আর পাঁচটা মেয়ের মতো বাঁচতে চাই—অনাথ আশ্রমের আতঙ্ক তাদের সঙ্গে যেন আমার একটা খুব বড়ো ফারাক তৈরি করে দিচ্ছে। যদি সত্যি আমি সেটার থেকে পেছন ফিরে থাকতে পারি, একবারও যদি মনে না পড়ে তার কথা, তবেই বোধহয় আমি অন্যদের মতো হতে পারব। সত্যি সত্যি তো আর ওদের সঙ্গে আমার তেমন কোনো পার্থক্য নেই, কী বলো!

যাই হোক অন্তত স্যালি ম্যাকব্রাইড আমায় পছন্দ করে।

তোমার একান্ত

জুডি অ্যাবট (না না, জেরুশা)

শনিবার সকাল

চিঠিটা আমি আবার পড়লাম। বড্ড দুঃখ দুঃখ চিঠি হয়ে গিয়েছে। তবে সোমবার সকালে একটা বিচ্ছিরি পড়া আছে, জ্যামিতি আছে, আর ঠান্ডাটাও জমিয়ে পড়েছে। তবেই বোঝ!

রবিবার

গতকাল চিঠিটা ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই খুব রাগের সঙ্গে একটু যোগ করছি। আজ সকালে এক ধর্মযাজক এসেছিলেন, কল্পনাও করতে পারবে না তিনি কী বিচ্ছিরি একটা কথা বললেন।

"বাইবেলে সবচেয়ে যে মহৎ শপথ নেবার কথা বলা আছে সেটা হল, 'গরিব মানুষের সঙ্গে আমরা সবসময় আছি'। আমাদের দয়ালু করবার জন্যেই তাদের রাখা হয়েছে।"

আহা! গরিব হল এক রকমের গৃহপালিত জন্তু! যদি এইরকম ভব্য সভ্য জায়গায় না আসতাম, ঝেড়ে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতাম ওঁকে।

BanglaBook.org

২৫ অক্টোবর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

কাঁধে আঁচড়ানোর দাগটা দেখতে পাচ্ছো না? বাস্কেটবল টিমে আমার জায়গা হয়েছে যে! জুলিয়া পেন্‌ডলটন চেষ্টা করেছিল ঢুকতে, পারেনি। কী মজা!

বাপরে, কী মেজাজ দেখছ আমার!

কলেজটা দিন দিন আরো সুন্দর হয়ে উঠছে আমার কাছে। মেয়েদের ভালো লাগছে, শিক্ষিকাদের ভালো লাগছে, ক্লাস ভালো লাগছে, জায়গাটা দারুণ লাগছে। খাবার-দাবারগুলোও বেশ ভালো। সপ্তাহে দু'দিন আইসক্রিম পাই, অখাদ্য খিচুড়ি কোনো দিনই না।

তুমি অবশ্য আমার কাছ থেকে মাসে একটা চিঠিই চেয়েছিলে, তাই না? আমি তো ক'দিন অন্তরই ফাঁকে ফাঁকে চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছি। কী করবো বলো, রোজ রোজ এত মজার ব্যাপার ঘটে, কাউকে তো বলতে হবে। কাকে বলবো, তুমি ছাড়া! আমার বাচালতায় রাগ করো না। শিগ্‌গিরই নিজেকে গুটিয়ে ফেলবো আমি। যদি তোমার বিরক্তি লাগে, বাজে কাগজের ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলে দিয়ো। আচ্ছা ঠিক আছে, নভেম্বরের মাঝামাঝির আগে তোমায় আর লিখবো না।

তোমার বাচাল মেয়ে

জুডি অ্যাবট

BanglaBook.org

১৫ নভেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

শোন তবে আজকে আমি কী শিখেছি!

একটা সুষম পিরামিডের ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল করে যদি মাথাটা কেটে ফেলো, সেই কাটা তলটার আয়তন কত হবে জানো? ভূমির পরিসীমার যোগফলকে যে-কোনো এক তলের উচ্চতা দিয়ে যদি ভাগ করো, তার ঠিক অর্ধেক। বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।

আমার জামাকাপড়ের কথা তোমায় বলিনি ড্যাডি, তাই না? ছ'টা জামা! প্রত্যেকটাই নতুন, প্রত্যেকটাই দারুণ, আর কেনা হয়েছে আমারই জন্যে—কারো জামা ছোট হয়ে যাওয়ার পর আমাকে দেওয়া হয়নি। একটা অনাথ মেয়ের কাছে এটা কী বিরাট ব্যাপার তুমি বোধহয় ভাবতেও পারবে না। এর ব্যবস্থা তুমিই করেছো—তুমি ভীষণ ভীষণ ভালো। লেখাপড়া শেখা তো খুব ভালো ব্যাপার বটেই, কিন্তু এক সঙ্গে ছ'টা নতুন জামা পাবার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। ভাগ্যিস মিসেস লিপেট এখানে ছিলেন না, ভিজিটিং কমিটির মিস পিচার্ডই এগুলো পছন্দ করেছেন আমার জন্যে। সন্ধেয় পরবার একটা সিল্কের জামা—গোপাপি বুটি দেওয়া (ভীষণ ভালো দেখায় আমায় পরলে), একটা গির্জায় যাবার নীল পোশাক, লাল ঘোমটা দেওয়া রাতের খাবার পোশাক (পরলে ঠিক জিপসি মেয়ের মতো লাগে)। গোলাপি রঙের একটা ফুরফুরে জামা, রাস্তায় বেরুবার সাদা জামা আর প্রত্যেকদিন ক্লাসে যাবার জন্যে একটা। জুলিয়া রুটলেজ পেনডলটনের যে পেল্লাই আলমারি, তার তুলনায় অবশ্য এগুলো কমই, তবে জেরুশা অ্যাবটের কাছে এই প্রচুর।

নিশ্চয়ই ভাবছো মেয়েটা কী আদেখলা তুচ্ছ জীব রে বাবা, এরই পড়াশুনোর জন্যে এতগুলো টাকা জলে দিচ্ছি! কিন্তু সারাটা জীবন যদি তুমি মোটা চটের মতো জামা পরে কাটাও, বুঝতে পারতে কেন এরকম কথা বলছি আমি। হাইস্কুলে যখন গিয়েছিলাম, অবস্থা তো আরো সঙ্গিন হয়েছিল তখন। বেচারি আমি!

কী কাঙালের মতো পোশাক পরে আমার স্কুল-জীবন কেটেছে তোমায় বোঝাতে পারবো না! তুমি যাকে সবচেয়ে ঘেন্না করো, তারই ছোট হয়ে যাওয়া বিশ্রী জামা যখন তোমায় পরতে দেওয়া হয়—ওঃ, এরপর সারাজীবন যদি আমি পশমের জামা পরে থাকি তাও আমার সেই হৃদয়ক্ষত বোধহয় সারানো যাবে না।

BanglaBook.org

সাম্প্রতিক যুদ্ধের খবরাখবর

॥ রণাঙ্গন থেকে পাঠানো খবর॥

বৃহস্পতিবার ১৩ নভেম্বর চতুর্থ পিরিয়ডে হ্যানিবাল সামনের রোমান সৈন্যদের

ছত্রভঙ্গ করে পাহাড়ে থাকা কার্থেজিনিয় সৈন্যদলকে ক্যাসিলিবামের সমতলে নামিয়ে আনেন। ছোটখাট দুটি সংঘর্ষের পর দেখা যায় রোমান সৈন্যদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর পাঠানো তোমার নিজস্ব সংবাদদাতা,

জে. অ্যাবট।

পুনশ্চ : তোমায় যেন আমি কোনো প্রশ্ন না করি, এ কথা আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল। তোমার কাছ থেকে আমি কোনো চিঠি পাবো না, এটাও আমি জানি। শুধু একটা কথা বলো ড্যাডি তুমি কি একেবারে বুড়ো থুত্থুরে, নাকি একটু বুড়ো? একেবারে টেকো বুড়ো, নাকি একটু টাক? একেবারে কিছুই না জেনে তোমার কথা ভাবা যায়! তুমি তো আর জ্যামিতির উপপাদ্য নও!

এটা তো জানি খুব লম্বা এক ধনী মানুষ, মেয়েদের মোটেই পছন্দ করে না অথচ বিশেষ একটা অবাধ্য মেয়ের প্রতি খুবই সদয়—কিন্তু মানুষটা দেখতে কেমন?

১৯ ডিসেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

উত্তর তো তুমি দেবেই না, কিন্তু এ কথাটা জানা যে ভীষণ দরকার : তুমি কি টেকো!

তুমি যে ঠিক কেমন দেখতে, প্রায় সবটাই ভাবা হয়ে গেছে আমার। আটকে গেছি শুধু তোমার ওই মাথাটায় এসে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তোমার চুল কি সাদা, না কালো! কোঁচকানো চুল, নাকি চুল মোটে নেই-ই!

তোমার ছবি এঁকে পাঠালাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মাথাটা নিয়ে কী করব? একটু চুল দিয়ে দেব?

আচ্ছা তোমার চোখ কী রঙের তুমি জানতে চাও? বলে দিচ্ছি। চোখ তোমার ধূসর রঙের আর চোখের পাতা বেরিয়ে এসেছে সামনে গাড়ি-বারান্দার মতো। হাঁ-মুখটা তোমার সোজাই, মাঝে মাঝে দুপাশে

BanglaBook.org

যেন একটু কুঁচকে যায়। দেখলে তো, আমি সব জানি। তুমি হচ্ছো মেজাজি একটা ঝকঝকে মানুষ, একটু বুড়ো অবশ্য।

(ওই ঘণ্টা পড়ে গেল)

রাত পৌনে দশটা

নতুন একটা নিয়ম হয়েছে আমার জন্যে, সকালে যত পড়াই থাক না কেন, রাত্তির জেগে পড়া চলবে না, কক্ষনো না। কলেজের পড়ার বদলে সময় পেলেই আমি পড়ি অন্য বই। কী করবো বল, পুরো আঠারোটা বছর যে আমার জীবনে ফাঁকা পড়ে আছে। বললে বিশ্বাস করবে না ড্যাডি, পুরো অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছি আমি। আমি যে ঠিক কোথায় আছি সেটা এতদিনে বুঝতে পারছি। একটা ভদ্র পরিবারে বড় হওয়া মেয়েরা খুব সাধারণ ভাবেই যেগুলো শিখে যায়, পড়ে ফেলে, তার কিছুই আমার পড়া হয়নি। যেমন ধরো, আমি কিছুই পড়িনি—না 'মাদারগুজ', না 'ডেভিড কপারফিল্ড', না 'আইভ্যান হো', না 'সিন্ডারেলা', কিছুই না। এমন কি 'রবিনসন ক্রুশো', কি 'জেন আয়ার' কি 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' পর্যন্ত না। অষ্টম হেনরি যে আর একবার বিয়ে করেছিলেন অথবা শেলি যে কবি ছিলেন, আমি সেটুকুও জানি না। মানুষের পূর্বপুরুষ যে বাঁদর, ইডেনের স্বর্গোদ্যান যে একটা উপকথা, কিছুই আমি জানি না। র.ল.স. মানে যে রবার্ট লুই স্টিভেনশন, কিংবা জর্জ এলিয়ট যে আসলে একজন মহিলা সেটাও আমার জানা নেই। 'মোনালিসা'-র ছবি আমি দেখিনি, আর বললে বিশ্বাসীই করবে না তুমি, শার্লক হোমসের নামও আমি শুনিনি।

এখন অবশ্য কিছু কিছু জিনিস আমি শিখছি, কিন্তু ওদের ধরতে আমাকে আরো কত কিছু জানতে হবে বলো তো! এবার একটা ভালো কথা বলি। সকাল থেকে সন্ধে আমি অপেক্ষা করে থাকি এই সময়টার জন্যে। রাতের সুন্দর পোশাক পরে, ফারের স্লিপার পায়ে দিয়ে পেতলের টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বেলে আমি খালি পড়ি, পড়ি আর পড়ি। দরজায় একটা 'ব্যস্ত' লেখা কাগজ আটকে দিই। তুমি যে হাতখরচা দাও তা থেকে আমি বই কিনি, মানে যখনই ওদের মুখে কোনো বইয়ের কথা শুনি।

(দশটার ঘণ্টা বেজে গেল। চিঠিটায় বড়ো বাধা পড়ছে।)

শনিবার

শুনুন মশাই,

জ্যামিতি আমি বেশ খানিকটা শিখে গেছি।

রবিবার

বড়োদিনের ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে পরের সপ্তাহ থেকেই। কী যে ব্যস্ততা শুরু

BanglaBook.org

হয়ে গেছে—বারান্দায় আর হাঁটা যায় না এখন। প্রত্যেকেই একেবারে টগবগ করে ফুটছে। পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে। কী দারুণ কাটবে বলো তো আমার ছুটিটা। টেক্সাসের একটি মেয়ে নতুন ভর্তি হয়েছে, সেও আমার মতো থাকবে এখানে। আমরা ঠিক করেছি দুজনে মিলে খালি হাঁটবো। বরফ পড়লে স্কেটিংটাও শিখে নেওয়া যেতে পারে। গোটা লাইব্রেরিটা পড়ে আছে আমার জন্যে আর সঙ্গে আছে তিন সপ্তাহ ছুটি—কী মজা ভাবো তো একবার!

তুমিও নিশ্চয়ই আমার মতোই মজা পাচ্ছো, তাই না ড্যাডি! এবার আসি।

তোমার জুডি

পুনশ্চ : আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলো না কিন্তু। নিজে না লিখতে চাও তোমার সেক্রেটারিকে একটা টেলিগ্রাম করতে বলো। শুধু লিখতে হবে :

মিস্টার স্মিথের মাথায় বিরাট টাক

অথবা

মিস্টার স্মিথের মোটেই টাক নেই

অথবা

মিস্টার স্মিথের একমাথা পাকা চুল

এর জন্যে আমার হাতখরচ থেকে তুমি পঁচিশ সেন্ট কেটে নিতে পারো। শুভ বড়োদিন। জানুয়ারি মাসে আবার কথা হবে। বিদায়।

ছুটির শেষের দিন

তারিখ জানি না

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

তুমি যেখানে আছো সেখানে বরফ পড়ছে না? আমার এই টঙের বাড়ি থেকে যতদূর চোখ যায় সব একেবারে বরফে ডুবে আছে। ঝুরো ঝুরো বরফ ঝরছেই অবিরাম। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এল এখন, হলুদ রং ছড়িয়ে সূর্য ডুবে যাচ্ছে বেগুনি পাহাড়গুলোর মধ্যে। আর আমি জানলার ধারে বসে দিনের শেষ আলোটুকুতে তোমায় চিঠি লিখছি।

ভীষণ অবাক হয়েছি তোমার পাঠানো পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে। আসলে ক্রিসমাসের উপহার তো জীবনে পাইনি কখনো। তুমি এমনিতেই আমাকে এত—এত দিয়েছো, আমি যা পেয়েছি সবই তো তোমার দেওয়া, তাই মনে হয় এর বেশি কিছু যেন আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি। অবশ্য আমি খুশি হয়েছি ভীষণ। শুনবে, কী কিনেছি আমি ওগুলো দিয়ে? বলি তবে।

১) একটা রুপোর ঘড়ি আর চামড়ার বাক্স। ওটা কবজিতে বেঁধে ঠিক সময়ে আবৃত্তি করতে যাব।

২) ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতার এই।

BanglaBook.org

৩) একটা গরম জল রাখার বোতল।

৪) একটা ভারি কম্বল (ঘরটা আমার বড়ো ঠান্ডা তো!)।

৫) পাঁচশো লেখার কাগজ (কারণ খুব শিগ্‌গিরই আমি লেখিকা হতে চলেছি)।

৬) একটা প্রতিশব্দের অভিধান (লেখিকার শব্দভাণ্ডার বাড়াতে হবে তো!)।

৭) (এটা অবশ্য বলতে সংকোচ হচ্ছে, তবু বলছি) পশমের মোজা একজোড়া।

ব্যাস, এবার আর ড্যাডি তুমি বলতে পারবে না, আমি তোমায় সবকিছু জানাইনি।

পশমের মোজা কেন কিনলাম বলতে নিজেরই খারাপ লাগছে, কারণটা কিছুই নয়। সন্ধেবেলা জুলিয়া পেনডলটন আমার ঘরে আসে জ্যামিতি করতে। এলেই পা দুটো আড়াআড়ি করে বসে, আর পায়ে থাকে পশমের মোজা। রোজ। দেখো না, ছুটির পর যখন ফিরে আসবে, আমি যাবো ওর ঘরে—'আড়াআড়ি বসবো, আর আমার পায়ে থাকবে ওই পশমি মোজা। কী জঘন্য মন আমার, তাই ভাবছো তো ড্যাডি! সে আমার আশ্রমের রেকর্ড থেকেই তো তুমি জানো, মেয়ে আমি মোটেই ভালো নই। কিন্তু তাও আমি সত্যি কথাটাই বললাম।

সবটা যদি গুছিয়ে নিই—মানে প্রত্যেকদিন ক্লাসে ইংরেজির মাস্টারমশাই এমনি করেই শুরু করেন, তাহলে দাঁড়াচ্ছে, সাতটা উপহারের জন্যেই আমি কৃতজ্ঞ। আমি ভাবখানা এমন করছি যেন এই উপহারের বাক্সটা ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার বাড়ি থেকে এসেছে। ঘড়িটা দিয়েছে বাবা, কম্বলটা মা, গরম জলের বোতলটা ঠাকমা—তার তো আবার সব সময়ই ভয় কখন না জানি দুম করে ঠান্ডা লেগে যায় আমার। লেখার কাগজ দিয়েছে আমার ছোট্ট ভাইটি হ্যারি। বোন ইসোবেল দিয়েছে আমায় পশমি মোজা, কাকিমা সুসান পাঠিয়েছে আর্নল্ডের কবিতার বই, কাকা পাঠিয়েছে অভিধানটা। কাকা এক বাক্স চকোলেটই পাঠাতে চেয়েছিল, আমিই বলেছি অভিধান পাঠাতে।

এইভাবে পরিবার-পরিবার খেলা করছি বলে তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো!

এবার আমি বলি কেমন করে ছুটি কাটাচ্ছি। নাকি তুমি আবার আমার পড়াশুনোর কথাই জানতে চাও খালি!

টেক্সাসের মেয়েটার নাম হল লিয়োনোরা ফেনটন। (প্রায় জেরুশা-র মতোই মজার নাম, তাই না?) ভালোই লাগে তাকে, তবে স্যালি-ম্যাকব্রাইডের মতো নয়। স্যালির মতো আর কেউ হয় না, অবশ্য তুমি বাদে। তোমার কথাই আলাদা—আমার গোটা পরিবারের সমস্ত লোকই তো আসলে তুমি। একাই একশো। লিয়োনোরা, আমি আর দুজন রোজই পাড়া বেড়াতে যেতাম, আবহাওয়া ঠিকঠাক থাকলে অবশ্য। ছোট স্কার্ট, হাতে বোনা শোয়েটার, মাথায় টুপি আর হাতে একটা লাঠি। একদিন মাইলচারেক হেঁটে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসেছিলাম। কলেজের

BanglaBook.org

মেয়েরা অনেকে রাতের খাবার খায় ওখানে। গলদা চিংড়ি সেদ্ধ পঁয়ত্রিশ সেন্ট, কেক আর সিরাপ পনেরো সেন্ট। উপকারিও, সস্তাও বেশ।

কী মজা না! বিশেষ করে আমার পক্ষে। আশ্রমের পরিবেশের থেকে কত আলাদা। যতবারই এইভাবে বেরিয়ে পড়ি আমার মনে হয় আমি যেন একটা পলাতক আসামী। মনে হচ্ছিল সবাইকে গলা ফাটিয়ে বলি, আমি কী ছিলাম আর কী হয়েছি! অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছি নিজেকে। এরকম আনন্দ মনে চেপে রাখা যে কী কষ্টের! যদিও মনের মধ্যে সব কিছু চেপে রাখাই আমার স্বভাব, কিন্তু তোমায় এসব কথা খুলে বলতে না পারলে আমি দম ফেটে মরে যেতাম।

সমস্ত হলের যেসব মেয়েরা থেকে গিয়েছিল এখানে, তাদের মেট্রন শুক্রবার সন্ধেবেলা আমাদের পায়েস রাঁধার নেমন্তন্ন করেছিলেন। এরকম মোট বাইশ জন আছি আমরা। রান্নাঘরটা পেল্লাই। পাথরের দেয়ালে সার দিয়ে ঝুলছে তামার পাত্র, কেটলি এইসব। সবচেয়ে ছোট ক্যাসারোলগুলোকেও দেখে মনে হচ্ছে এক-একটা বয়লার। হবে না কেন, এই ফার্গুসেন হাউসে থাকি তো আমরা প্রায় শ'চারেক মেয়ে। প্রধান পাচকের গায়ে সাদা অ্যাপ্রন আর মাথায় টুপি। আমাদের বাইশ জনের জন্যেও ঠিক সেরকম পোশাকের ব্যবস্থা করেছিল। কেমন করে করল কে জানে। তারপর আমরা সবাই হয়ে গেলাম রাঁধুনি।

কী মজা করে যে পায়েস রাঁধা হল কী বলবো! ভালো যে এমন কিছু হয়েছিল তা নয়, তবে শেষ যখন হল, রান্নাঘর, টেবিল-ফেবিল সব মাখামাখি একেবারে। আমাদের ওই পোশাকে, কারো হাতে বিরাট হাতা, পেল্লাই কাঁটা অথবা বিশাল কড়াই হাতে নিয়ে আমরা গেলাম অধ্যাপকদের বাসভবনের দিকে। সব-সুদ্ধ ছ'জন ছিলেন তাঁরা। বেচারিদের শান্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে আমরা একসঙ্গে গান ধরলাম, পায়েসও পরিবেশন করলাম। একটু ভয়ে ভয়েই নিলেন তাঁরা, কী জানি কেমন হবে!

ফিরে এসে ওই চটচটে পায়েস আমরা খেতে লাগলাম পরমানন্দে।

বুঝতেই পারছো ড্যাডি, পড়াশুনো কেমন এগুচ্ছে আমার!

কি আমার পাঠানো ছবি দেখে তোমার কি মনে হয় না, লেখিকা না হলে আমার শিল্পী হওয়া উচিত ছিল।

ছুটি শেষ হতে আর দু-দিন বাকি। সবাইকে আবার দেখতে পাবো ভেবে কী ভালোই যে লাগছে! আমার ঘরটা তো একটু ফাঁকা জায়গায়।

ইস্, এগারো পাতা লিখে ফেলেছি। বেচারি ড্যাডি, তোমার অবস্থা কাহিল। অথচ ভেবেছিলাম তোমায় শুধু ধন্যবাদ জানিয়েই চিঠি শেষ করবো। কিন্তু আরম্ভ করলে যে আর থামতে পারি না।

এবার সত্যিই থামছি ড্যাডি। আমার জন্যে এত ভাবো বলে তোমায় ধন্যবাদ।

BanglaBook.org

আমি ভীষণ ভীষণ ভালো আছি। শুধু একটা ব্যাপারেই মনটা ধুকপুক করছে, ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষা।

ভালোবাসা জেনো। তোমার—
জুডি

পুনশ্চ : তোমায় ভালোবাসা জানানোটা ঠিক হল তো? না হলে ক্ষমা করে দিয়ো। কিন্তু ভালোবাসা তো কাউকে না কাউকে জানাতেই হবে। সেরকম লোক বলতে আমার আছো শুধু তুমি আর মিসেস লিপেট। এই দুজনের মধ্যে কাউকে বাছতে গেলে, তোমাকে এই অত্যাচার সহ্য করতেই হবে। ওঃ প্রিয় ড্যাডি, ওকে আমি ভালোবাসতে পারবো না।

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস, ছুটির পর

কীভাবে যে কলেজের পড়া এগোয় কী বলবো! প্রায় ভুলেই যেতে বসেছি যে কলেজে একটা বিরাট ছুটি ছিল। গত চারদিনে সাতান্নটা নিপাতনে সিদ্ধ ক্রিয়া মাথায় গজাল মেরে ঢোকানো হয়েছে। পরীক্ষার পরেও কি আর ওগুলো মাথায় থাকবে ভাবছো!

কিছু কিছু মেয়ে পড়া শেষ হয়ে গেলেই ওদের পাঠ্য বইগুলো বিক্রি করে দেয়। আমি কিন্তু রেখে দেব। গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবার পর সব বইগুলো আমি সাজিয়ে রাখবো। কখনও যদি দরকার হয় সেসব বই দেখার, একটুও ইতস্তত করবো না তা দেখতে। মাথায় সব ধরে রাখার চেয়ে এটা অনেক সহজ।

জুলিয়া পেনডলটন আজ সন্ধেবেলা ভদ্রতা করে আমার ঘরে এসেছিল, পুরো একটি ঘণ্টা নষ্ট করে গেল। কেবল পরিবার সংক্রান্ত কথা, সেখানে থেকে ওকে আমি নড়াতেই পারলাম না। আমার মায়ের নাম জানার জন্যে একেবারে জেদাজেদি। এটা কী ধরনের অসভ্যতা বলো তো! অনাথ মেয়েকে মায়ের নাম! আমি জানি না, এটা বলতে কেমন ভরসা হল না, কাজেই যেটা প্রথম মাথায় এল সেটাই বলে দিলাম—মনটোগোমারি। তারপরেও জিগ্যেস করে, ম্যাসাচুসেটের মনটোগোমারি, না ভার্জিনিয়ার মনটোগোমারি।

ওর মা হচ্ছে রাদারফোর্ড বংশের। বংশ মর্যাদায় ভারী উঁচু—বিয়ে হয়েছে অষ্টম হেনরির কোনো এক বংশধরের সঙ্গে। বাবার ইতিহাস তো শুরু করল আদমেরও আগে থেকে। বুঝতে পারছি ওদের বংশের একেবারে আদি পুরুষ গাছের ডালে নেচে বেড়াত—সেই বাঁদরের ছিল গা-ভর্তি লোম আর বিরাট লম্বা একটা লেজ।

ভেবেছিলাম তোমায় একটা চমৎকার, ভালোলাগার মতো চিঠি দেব, কিন্তু

BanglaBook.org

বড্ডো ঘুম পাচ্ছে। ভয়ও করছে একটু। নতুনদের কপালটা আর খুব ভালো মনে হচ্ছে না।

পরীক্ষার দোরগোড়ায় দাঁড়ানো,
তোমার জুডি অ্যাবট

রবিবার

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

একটা অত্যন্ত খারাপ খবর আছে, ভীষণ খারাপ। সেটা প্রথমে বলব না, আগে তোমার মনটা একটু ভালো করে নিই।

জেবুশা অ্যাবট সত্যিই লেখিকা হয়ে গেল। 'মান্থলি' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় একেবারে প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়েছে আমার কবিতা, 'নিজস্ব মিনার থেকে'। নতুনদের পক্ষে এটা দারুণ ব্যাপার। আমার ইংরেজি শিক্ষক রাস্তাতেই ধরে আমায় বলেছেন কবিতাটা দারুণ হয়েছে, তবে ষষ্ঠ লাইনে একটু গণ্ডগোল আছে। পাঠাবো তোমায় একটা কপি, যদি পড়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

দেখি আর কোনো ভালো খবর তোমায় দেবার আছে দিনা। আরে, আছে বৈকি। আমি স্কেটিং শিখে গেছি, নিজে নিজেই এখন গ্লাইড করতে পারি। জিমনেশিয়ামের ঘরের ছাদ থেকে দড়ি বেয়ে নামতে পারি আমি, লাফিয়ে পেরুতে পারি সাড়ে তিন ফুট, ওটা কিছুদিনের মধ্যেই চার ফুট হয়ে যাবে।

অ্যালাবামার বিশপের কাছে একটা অত্যন্ত ভালো উপদেশ শুনলাম আজ সকালে—তোমার যাকে সমালোচনা করা উচিত নয়, তার সমালোচনা তুমি করো না। কথাটা হল, লোককে খারাপ কথা বলে নিরুৎসাহ করো না, পরের দোষ খুঁজে বেরিয়ো না। কথাটা তুমিও শুনেছো বোধ হয়।

এরকম আলো ঝকঝক বিকেল গোটা শীতকালটায় বোধহয় আসেনি। বাইরে প্রকৃতি ভীষণ উৎফুল্ল, একা আমিই বড়ো কষ্ট পাচ্ছি।

হ্যাঁ, কথাটা বলবো এবার। সাহস করে কথাটা তো আমাকে বলতেই হবে।

মন খারাপ করো না, আমি ল্যাটিন গদ্য আর অঙ্কে আটকে গেছি। এর জন্য আলাদা শিক্ষক রেখেছি আমি। পরের মাসেই আর একটা পরীক্ষা হবে। রাগ করোনি তো? আমি কিন্তু ভেঙে পড়িনি, কারণ সত্যিই আমি অনেক—অনেক কিছু শিখে গেছি। সতেরোটা উপন্যাস পড়ে ফেলেছি আমি এর মধ্যে।

কাজেই বুঝতে পারছো ড্যাডি, ল্যাটিনে আটকে গেলেও অন্য সব ব্যাপারে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। এবারকার মতো মন ভালো করো, কথা দিচ্ছি আর আমি আটকে যাবো না।

তোমার মনখারাপ করে দেওয়া
জুডি

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

মাসের মাঝামাঝি এই বাড়তি চিঠিটা তোমায় লিখছি, কারণ আমার ভীষণ একা লাগছে নিজেকে। ঝড় হচ্ছে বাইরে। বড়ো বড়ো বরফের টুকরো আছড়ে পড়ছে আমার ঘরের ছাদে। বাড়ির সমস্ত আলো নিবে গেছে। এক কাপ কালো কফি খেয়ে বসে আছি আমি, শুতে যেতে পারছি না।

রাতের খাবারটা আজ চারজনে মিলে একসঙ্গে খেয়েছি—আমি, স্যালি, জুলিয়া আর লিয়োনোরা ফেনটন। সার্ডিন মাছ, কেক, কফি এইসব। জুলিয়ার নাকি বেশ ভালো লেগেছে। স্যালি বাসনপত্র পরিষ্কার করার জন্যে খানিকক্ষণ থেকে গিয়েছিল।

ল্যাটিন পড়ার জন্যে আরো খানিকটা সময় দিতে পারলে ভালো হত। ল্যাটিনে আমি চটপট এগুতে পারি না, এটাও ঠিক।

আচ্ছা ধরো, তুমি যদি কিছুক্ষণের জন্যে আমার ঠাকুমা সাজো, কেমন হয়? কিছু মনে করলে? আসলে স্যালির একটা ঠাকুমা আছে, জুনিয়ার আছে, লিয়োনোরারও আছে। আজ রাত্তিরে ওরা কার ঠাকমা বেশি ভালো সেইসব বলাবলি করছিল। মনে হচ্ছিল আমারও যদি একটা ঠাকমা থাকতো তো বেশ হত। সম্পর্কটা বেশ

BanglaBook.org

মজার। তোমার কোনো আপত্তি আছে নাকি হতে? শহরে গিয়ে কাল ঠাকমাদের পরার মতো বেশ মজাদার টুপি দেখে এসেছি। ওটা আমি তোমার তিরাশিতম জন্মদিনে উপহার দেব।

ইস্ গির্জার ঘণ্টায় বারোটা বেজে গেল। বড্ডো ঘুম পেয়েছে।

বিদায় ঠাকমা। তোমায় আমি ভীষণ ভালোবাসি।

জুডি

১৫ মার্চ

প্রি ড.ল.ল,

ল্যাটিনে বাক্য কীভাবে তৈরি করতে হয় শিখছি। পড়ছি, পড়ছি, পড়েই চলেছি—সারা জীবনই পড়তে হবে মনে হচ্ছে! দ্বিতীয়বারের পরীক্ষা হবে আমার পরের মঙ্গলবার সপ্তম পিরিয়ডে। হয় পাশ করবো নইলে ওখানেই আমার ইতি। কাজেই পরের চিঠিতে আমায় তুমি হয় পুরোপুরি খুশি দেখবে, নয়তো পুরো পাগল।

পরীক্ষাটা শেষ হলেই একটা ভদ্রস্থ চিঠি লিখবো।

তোমার একেবারেই যার সময় নেই,

জ. অ

২৬ মার্চ

শ্রীযুক্ত ড.ল.ল. স্মিথ

মহাশয়, আমার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর আপনি দেননি, আমার কোনো কাজেই কোনো উৎসাহ দেখাননি। আশ্রমের জঘন্য ট্রাস্টিদের মধ্যেই একজন আপনি, বোধহয় জঘন্যতম। আমার জন্যে ভাবেন বলে যে আপনি আমাকে পড়াশুনো করাচ্ছেন, তা মোটেও নয়, নেহাৎ কর্তব্য করছেন মাত্র।

আপনার সম্বন্ধে আমি কিচ্ছু জানি না, এমন কী আপনার নামটাও না। এরকম একটা বস্তুর কাছে চিঠি পাঠানোর তিলমাত্র আনন্দ নেই। চিঠিগুলো না পড়েই যে আপনি বাজে কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দেন, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক আছে, এর পর থেকে শুধু কাজের কথাই লিখবো আমি।

গত সপ্তাহে আমার ল্যাটিন আর জ্যামিতির দ্বিতীয় পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, আমি পাশ করেছি। আর কোনো বিধি-নিষেধ আমার ওপর নেই।

আপনার বিশ্বস্ত

জেরুশা অ্যাবট

BanglaBook.org

২ এপ্রিল

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস ;

আমি একটা জানোয়ার!

গত সপ্তাহে যে বিশ্রী চিঠিটা লিখেছিলাম সেটার কথা ভুলে যেয়ো। ওই রাতটায় আসলে আমার ভীষণ একা লাগছিল, গলার যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। কী হয়েছে কিছুই জানতাম না, টনসিলে প্রচণ্ড জ্বালা করছিল। এখন আমি হাসপাতালে, গত ছ-দিন ধরেই এখানে আছি। ছ-দিনের মধ্যে এই প্রথম ওরা আমাকে উঠে বসতে দিয়েছে, একটা কাগজ-কলমও এনে দিয়েছে। হেড নার্সের দাপট খুব বেশি। আমার খালি মনে পড়ছে চিঠিটার কথা, তুমি ক্ষমা না করলে আমি ভালো হব না।

এখন আমাকে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে আর কান চাপা দিয়ে কেমন লাগছে একবার শুধু ভেবে দেখো।

এতেও মায়া হবে না তোমার! আমার যেটা হয়েছে সেটা হল সাবলিংগুয়াল গ্ল্যান্ড ফোলা। সারা বছর শারীরবিজ্ঞান পড়ছি, কিন্তু ওই গ্ল্যান্ডের নাম কখনো শুনিনি। এই হচ্ছে আমাদের পড়াশুনো।

আর লিখতে পারছি না। বেশিক্ষণ বসে থাকলেই কেমন করে শরীরটা। আমার অসভ্যতা, অবাধ্যতা আর অকৃতজ্ঞতা ক্ষমা করে দাও। কী করি বলো, ওইভাবে তো মানুষ হয়েছি আমি।

ভালোবাসাসহ,
তোমার জুডি অ্যাবট

হাসপাতাল
৪ এপ্রিল

অত্যন্ত প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

কলেজের একঘেয়ে দিন বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল, কাল সন্ধেবেলা অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে আসছে যখন, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে—নার্স এলেন, হাতে একটা বড়ো সাদা বাক্স, তার ওপর আমার নাম লেখা। খুলে দেখি অপূর্ব এক গুচ্ছ গোলাপের কুঁড়ি। তার চেয়েও ভালো ছিল ওর ভেতরে একটা কার্ড। ক্রমশ ওপর দিকে ওঠা অদ্ভুত এক হাতের লেখায় তাতে একটা সুন্দর শুভেচ্ছা ছিল। ধন্যবাদ, ড্যাডি। হাজারবার ধন্যবাদ। জীবনে এই প্রথম আমি সত্যিকারের কোনো উপহার পেলাম—তোমার পাঠানো ওই গোলাপের কলি। শুনবে আমি কী করেছি ওটা পেয়ে? বিছানায় শুয়ে আমি শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। এত আনন্দ আমি জীবনে পাইনি।

BanglaBook.org

আমার চিঠি তুমি পড়েছো, আমি বুঝতে পারছি। এরপর থেকে আরো মজার চিঠি পাঠাবো—এমন সব চিঠি যা একটা লাল রিবন জড়িয়ে ভালো করে রেখে দিতে ইচ্ছে করবে, তবে দোহাই, ওই জঘন্য চিঠিটা বার করে পুড়িয়ে ফেলো। ওটা তুমি পড়েছো, এটা মনে করতেই আমার খারাপ লাগছে।

একটা অসুস্থ, অসহায়, দুঃখী মেয়েকে এত আনন্দ দেবার জন্যে তোমায় আবার ধন্যবাদ। তোমার তো অনেকে আছে—পরিবারের লোকজন, বন্ধুবান্ধব, অনেকে। তুমি জানো না একা থাকা কাকে বলে। আমি সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝি।

জীবনে আর কখনো ওরকম জঘন্য কাজ করবো না, কথা দিচ্ছি। আমি জেনে গেছি তুমি কেমন মানুষ। তোমায় আর কখনো প্রশ্ন করে করেও বিরক্ত করবো না।

তুমি কি এখনো মেয়েদের ঘেন্না করো?

চিরদিনই তোমার জুডি

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস, সোমবার, অষ্টম পিরিয়ড

তুমি নিশ্চয়ই সেই ট্রাস্টি নও যার পাশে একটা ব্যাঙ এসে বসেছিল? বাপরে! তোমার কি জনগ্রিয়ার হোমে আমাদের ধোবিখানার পাশের মাঠে ছোট ছোট গর্তগুলোর কথা মনে আছে? প্রত্যেকবার বসন্তকালে আমরা ব্যাঙ জোগাড় করে রেখে দিতাম ওখানে। কখনো কখনো জামাকাপড় ধোবার জায়গাতেও এসে ওরা উৎপাত করতো। তখন আমাদের কড়া সাজা দেওয়া হত। তাতে অবশ্য আমাদের উৎসাহের কোনো ঘাটতি পড়েনি।

একদিন হল কী, সবচেয়ে গোদা ব্যাঙটা গিয়ে পড়ল ট্রাস্টিদের বসবার ঘরের সুন্দর চামড়ার চেয়ারে। সেদিন বিকেলে ট্রাস্টিদের মিটিং-এর সময়ে—না, আর বলবো না, তোমার নিশ্চয়ই ভালোই মনে আছে।

আজ এতোদিন পরে ব্যাপারটা মনে করে মনে হচ্ছে শাস্তিটা সত্যিই পাওনা ছিল সেদিন—যা শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেটাই।

জানি না, পুরনো ঘটনাগুলো কেন মনে পড়ছে। দু-চারটে ব্যাঙ দেখেই বোধহয়। একটা কারণেই আমি ব্যাঙ সংগ্রহে উৎসাহী হচ্ছি না, এখানে সেরকম করার কোনো বাধা নেই।

বৃহস্পতিবার, প্রার্থনার পর

আমার সবচেয়ে প্রিয় বই কী জানো? এই মুহূর্তে অবশ্য, কারণ তিনদিন অন্তর আমার মত পরিবর্তন হয়। বইটা হল 'উইদারিং হাইটস'। লেখিকা এমিল ব্রন্টি খুব ছোটবেলাতেই এই বই লিখেছিলেন। জীবনে কখনো হাওয়ার্থ গির্জা ছেড়ে কোথাও যাননি, বিশেষ কোনো পুরুষকেই তিনি চিনতেন না। তো হিথক্লিফের মতো একটা চরিত্রের কথা তিনি ভাবলেন কেমন করে!

BanglaBook.org

আমি তো পারতাম না। আমারও বয়স অল্প, জন গ্রিয়ার আশ্রম ছেড়ে আমিও কোথাও যাইনি, এখন অবশ্য আমার সামনে প্রচুর সুযোগ। মাঝে মাঝে আমার কীরকম ভয় করে, জানো তো, ওরকম প্রতিভা বোধহয় আমার নেই। সত্যি যদি অত বড়ো লেখিকা না হই, ড্যাডি, তুমি কি হতাশ হবে? বসন্ত এসে গেছে, চারিদিকের প্রকৃতি কী প্রাণোচ্ছল, আর আমি বসে বসে পড়া মুখস্থ করছি! ইচ্ছে করছে সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়ি। বসে বসে বই পড়ার চেয়ে বই লেখা অনেক ভালো।

ও————————!!!

ওই আর্তনাদটা আমার গলা থেকেই বেরিয়েছিল। আর সেটা শুনেই স্যালি, জুলিয়া, এমনকী দিদিরাও ছুটে এসেছিল ঘরে। এ সবের কারণ হল একটা তেঁতুলবিছে! যেই না চিঠির ওই লাইনটা শেষ করে পরের লাইনটা ভাবছি, উনি পড়লেন ছাদ থেকে। একেবারে আমার পাশটিতে। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দুটো চায়ের কাপ উল্টে ফেলেছি আমি। স্যালি তাড়িতাড়ি আমার চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ দিয়ে ওটাকে পিটিয়েছে। ইস্, ওটা আর আমি ব্যবহার করতে পারব না। বিছেটার সামনের দিকটা থেঁতলে গেছে, কিন্তু বাকি অর্ধেকটা তো পালিয়ে গেল।

আমাদের এ দিকটা অনেক পুরনো তো, তাই এসব উৎপাতও আছে। ইস্, কী বিচ্ছিরি দেখতে। ওর চেয়ে বিছানার তলা থেকে বাঘ বেরুলেও আমি খুশি।

শুক্রবার। রাত সাড়ে ৯টা

কী ঝামেলা জানো তো, সকালে উঠবার ঘণ্টা আজ আমি শুনতেই পাইনি। ফলে তাড়াহুড়োয় গেল জুতো ছিঁড়ে, জামার কলারের বোতাম খসে পড়ল। সকালের খাবার খেতে যেতেও দেরি, প্রথম পিরিয়ডে আবৃত্তির ক্লাসেও দেরি। এতেই কি শেষ! ব্লটিং পেপার নিয়ে যাইনি, ফলে খাতা কালিতে ধ্যাবড়া। অঙ্কের ক্লাসে অধ্যাপিকার সঙ্গে খিটিমিটি, শেষে বুঝলাম তিনিই ঠিক বলছেন। লাঞ্চে দেওয়া হয়েছিল বড়া আর মাংসের স্টু—দুটোই আমার ভীষণ অপছন্দ কারণ দুটোই খেতে লাগে ঠিক আশ্রমের খাবারের মতো। চিঠি বলতে তো আমার আসে শুধু টাকা (চিঠি আমার আসেইনি কোনোদিন, আমার পরিবারের লোক চিঠি-ফিটি লেখা পছন্দ করে না, এটাই জানে সবাই)! ইংরেজির ক্লাসে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। এই কবিতাটা দেওয়া হল আমাদের :

কিছুই তো আর চাইনি ওগো আমি,
বঞ্চিতও হইনি কিছু থেকে,
চেয়েছিলাম শুধুই হয়ে উঠতে—
বিশাল বণিক হাসল আমায় দেখে।

BanglaBook.org

ব্রেজিল? শুনে বোতাম মুচড়ে ফেলে
চাইলে না একবারও মুখের পানে।
ভদ্রে, বলুন আর কি কিছুই আছে
আজকে যাকে ভরবো হাসি-গানে?

কে যে লিখেছে এই কবিতা, এর মানেই বা কী, কিছুই জানি না। আমরা ক্লাসে এসেই দেখলাম ব্ল্যাকবোর্ডে ওটা লেখা আছে। আমাদের বলা হল, কবিতাটা সম্বন্ধে কিছু বল। প্রথমটা পড়েই মনে হল একটা আবছা মানে যেন আসছে মনের মধ্যে—বিশাল বণিক মানে যেন ঈশ্বর, আমাদের ভালো কাজের বিনিময়ে তিনি আমাদের করুণা দান করেন। কিন্তু পরের স্তবকে যখন দেখি তিনি বোতাম ছিঁড়ে ফেলছেন, আমার মাথামুণ্ডু কিছুই বোধগম্য হল না। সমস্ত ক্লাসেরই এই একই হাল। সাদা খাতা আর ফাঁকা মন নিয়ে গোটা পিরিয়ডটা বসে রইলাম। লেখাপড়াটা মাঝে মাঝে কি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

আরো আছে কিন্তু। ঝামেলার এখানেই শেষ নয়। এমন বৃষ্টি নামল যে গলফ খেলতে যাওয়া হল না, বদলে যেতে হল জিমে। সেখানে একজন এমন লাগিয়ে দিল কনুইয়ে! হস্টেলে ফিরে দেখি নীল রঙের জামাটা তৈরি হয়ে এসেছে, কিন্তু সেটা এমন আঁট হচ্ছে যে পরে বসতে পারি না নীচে। শুক্রবারটা হচ্ছে কাচাকাচির দিন, কিন্তু কাজের মহিলা সব উলঢুল করে বসে আছেন। গির্জায় কুড়ি মিনিট বেশি আটকানো হল আমাদের, মেয়েদের ধর্ম সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা শুনতে হল। সব সেরেসুরে সবে একটা ভালো উপন্যাস নিয়ে বসেছি, অ্যাকেরলি নামে একটা বোকার বেহদ্দ মেয়ে এল আমার কাছে পড়া জানতে। ল্যাটিন ক্লাসে মেয়েটা বসে আমার পাশে, যেহেতু তারও নামের আদ্যক্ষর অ্যা (মিসেস লিপেট যদি আমার নামটা য্যাব্রিস্কি রাখতেন, বড়ো ভালো হত)। পুরো একটি ঘণ্টা সে জ্বালিয়ে গেল আমাকে।

একের পর এক এরকম এরকম লাইন দিয়ে ঝঞ্ঝাট, ভাবতে পারো! জীবনে বড়ো বড়ো সমস্যার মুকাবিলা করার মধ্যে আনন্দ আছে জানি, কিন্তু সারাদিন ধরে এরকম বাগড়ার পর বাগড়া হাসিমুখে সহ্য করতে বাপু আমি পারি না।

অবশ্য মনে হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে যেন সেইভাবেই তৈরি হয়ে উঠছি। জীবনটা যেন একটা খেলাঘর—খেলাটা আমায় খেলতে হবে যতটা ভালো করে খেলা সম্ভব। হারলে হাসিমুখে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও দুঃখ, জিতলেও তাই।

হ্যাঁ, আমি সেরকমই হব গো ড্যাডি। জুলিয়া কেন পশমের মোজা পরে, ছাদ থেকে কেন বিছে ঝরে পড়ে—এসব নিয়ে জ্বালাতন করতে তুমি আমায় আর কোনোদিন দেখবে না।

একেবারেই তোমার, জুডি

উত্তর দিও তাড়াতাড়ি।

BanglaBook.org

২৭ মে

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

মিসেস লিপেটের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। প্রবাসে থেকে আমার পড়াশুনো ভালোই হচ্ছে বলে তাঁর ধারণা। আমার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই, তাই তিনি বলেছেন গ্রীষ্মের ছুটির সময়টা যেন আমি আশ্রমে ফিরে গিয়ে তাঁর কাজের সাহায্য করি।

কিন্তু ওই জন গ্রিয়ার হোমকে আমি এখন ঘেন্না করি। আমি মরে যাবো, তবু ওখানে আর ফিরে যাবো না।

তোমার একান্ত বিশ্বস্ত
জেরুশা অ্যাবট

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

তুমি আমায় বাঁচালে। তাহলে আমি একটা খামার-বাড়িতে যাচ্ছি!

খামার আমার খুবই ভালো লাগবে, কারণ আমি তো কখনো দেখিনি ওরকম জায়গা। বেঁচে গেছি জন গ্রিয়ারে যেতে হচ্ছে না বলে। ওখানে গিয়ে আবার কাপ-ডিশ ধুতে বসলে কটা যে আমি ভাঙতাম এখন কে জানে!

আজকে আর লিখতে পারছি না, ফরাসি শেখাবার অধ্যাপক এসে যাবেন। ওই বুঝি এসে পড়লেন তিনি।

বিদায়। তোমার জুডি

৩০ মে

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

আমাদের এই কলেজ ক্যাম্পাসটা কি তুমি দেখেছো? মে মাসে একেবারে স্বর্গ হয়ে ওঠে জায়গাটা। চারপাশের ঝোপঝাড়েও ফুল ফোটে, গাছগুলোকেও কেমন তরতাজা দেখায়—বুড়ো পাইন গাছগুলো পর্যন্ত নবীন নবীন হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে এতগুলো মেয়ে একেবারে ঝকঝকে তকতকে হয়ে নীল-সাদা-গোলাপি পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ছুটি এসে গেছে তো, পরীক্ষা-টরিক্ষার তোয়াক্কা করছে না কেউ।

ভীষণ একটা আমোদের মেজাজ সর্বত্র। আর আমি ড্যাডি সবচেয়ে খুশি। খুশি এই জন্যে যে ছুটিতে আমাকে আশ্রমে যেতে হবে না। আমি বসে বসে কারো খাবার বানাচ্ছি বা জামায় বোতাম লাগাচ্ছি—এসব কাজ নিয়ে আর ব্যস্ত থাকতে হবে না আমায়।

যত খারাপ কাজ এ পর্যন্ত আমি করেছি তার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।

BanglaBook.org

মিসেস লিপেটের কথা কখনো কখনো শুনিনি, সে জন্যে দুঃখ। ফ্রেডি পারকিন্সকে একটা চড় মেরেছিলাম, সে জন্যে দুঃখ। চিনির জার নুন দিয়ে ভরে দিয়েছিলাম একবার, সে জন্যে দুঃখ। একজন ট্রাস্টিকে পেছন থেকে মুখ ভেঙিয়েছিলাম, সে জন্যে দুঃখ।

আমি আজ থেকে ভালো হব, প্রত্যেককে ভালোবাসবো, কারণ—কারণ আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে খালি লিখি, লিখি আর লিখি। হরদম লিখে আমি একজন দারুণ লেখিকা হয়ে যাই। এটা বেশ ভালো ব্যাপার হবে না? আমি একটা চমৎকার চরিত্র তৈরি করছি—সে ঠান্ডা আর কুয়াশার দিনে কেমন কুঁকড়ে থাকে, কিন্তু রোদ ঝকঝক দিন এলেই কাজে তার উৎসাহ যায় বেড়ে।

মনে হয় সকলেরই বোধহয় তাই। কষ্ট, হতাশা আর প্রতিকূল পরিবেশই নাকি মানুষের মানসিক শক্তি বাড়িয়ে দেয়। না, আমি একটুও বিশ্বাস করি না সে কথা। করুণায় যারা টগবগ করে ফুটছে তারাই তো সুখী। মানুষকে যারা ভালোবাসে না, তাদের একটুও ভালো লাগে না আমার। তুমি তো আর সেরকম নও, বলো ড্যাডি!

আমাদের ক্যাম্পাসটার কথা বলছিলাম তোমায়। বেশ হয় যদি তুমি একবার আসো এখানে। আমি বেশ তোমায় নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখাই—'দেখো, এই আমাদের লাইব্রেরি। দেখো ড্যাডি, ওই হল গ্যাস-প্ল্যান্ট। তোমার বাঁ দিকে ওই জমকালো বাড়িটা হচ্ছে জিমনেসিয়াম। পাশেই হচ্ছে হাসপাতাল।

বাঃ, আমি তো বেশ ভালো গাইড হতে পারি! অবশ্যি আশ্রমে আমি তো বরাবর এই কাজই করে এসেছি। এখানেও তাই করছি, সত্যি বলছি।

একজন ভদ্রলোককে তো তাই করলাম!

ওঃ, সে এক অভিজ্ঞতা বটে! কোনো ভদ্রলোক-টদ্রলোকের সঙ্গে আমি কখনো কথা বলিনি, অবশ্য ট্রাস্টিদের কথা আলাদা—তাদের আমি ভদ্রলোক বলে মনেই করি না। কিছু মনে করলে না তো ড্যাডি? আমি কিন্তু তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে এ কথা বলিনি, কারণ আমি জানি তুমি মোটেই ওদের মতো নও। ওদের মধ্যে তুমি অত্যন্ত বেমানান, কেমন করে যেন আচমকা ঢুকে পড়েছ ওই দলে। ট্রাস্টি মানেই হচ্ছে মোটাসোটা নাদুসনুদুস একটা লোক, প্রচণ্ড অহঙ্কারী। মাথা চুলকোয় আর সোনার ঘড়ি পরে ঘোরে।

ওই হল ঠিক ট্রাস্টির চেহারা, অবশ্য তুমি আলাদা।

ও, কথাটাই তো বলা হল না তোমায়। আমি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক ঘুরেছি, গল্প করেছি, চাও খেয়েছি একসঙ্গে। দারুণ মানুষ এই ভদ্রলোক—মি. জার্ভিস পেনডলটন। জুলিয়াদের পরিবারের মানুষ, ওঁর কাকা। সংক্ষেপে বলতে গেলে এইটুকুই, আর বেশি করে বলতে গেলে তিনি তোমারই মতো লম্বা। কাজেকর্মে এই শহরে এসেছিলেন, তাই ভাইঝিকে একবার দেখতে এসেছিলেন। নিজের কাকা, অথচ জুলিয়া তাঁকে ভালো করে মনেই করতে পারে না। উনিও

BanglaBook.org

মনে হয় ওকে বিশেষ পছন্দ করেন না, তাই ছোটবেলার পর বিশেষ দেখাসাক্ষাত ও করেননি ওর সঙ্গে।

যাই হোক, উনি আমাদের বাইরের ঘরে বসেছিলেন। ঝকঝকে পোশাক, মাথায় টুপি, চমৎকার ছড়ি আর হাতে দস্তানা। জুলিয়া আর স্যালির সপ্তম পিরিয়ডে ছিল আবৃত্তির ক্লাস, ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। তাই জুলিয়া এসে আমায় বললে, কাকাকে একটু ক্যাম্পাসটা ঘুরিয়ে দেখা না—ক্লাস শেষ হলেই আমি চলে আসব। আমি নিমরাজি হয়েই শুনেছিলাম ওর কথা, ওসব পেনডলটনদের অহঙ্কারের কথা আমার জানা আছে।

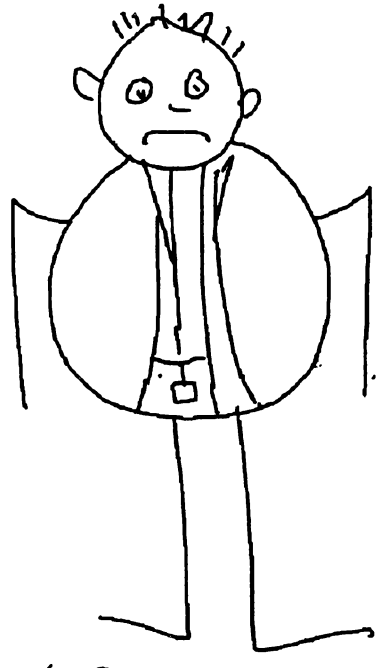

ট্রাস্টি যেমন হয়

ভদ্রলোক কিন্তু ভারি ভালো, ভীষণ ভালো। সত্যিকারের ভালো মানুষ একজন —পেনডলটনদের মতো মোটেই নয়। ভারি সুন্দর কেটেছে আমার সময়টা। ঠিক ওই রকম একটা কাকা যদি আমার থাকতো! আচ্ছা, তুমিই আমার কাকা হয়ে যেতে পার না? অবশ্যি ঠাকুমা একবার হয়েছো তুমি, কিন্তু ঠাকুমার চেয়ে কাকা ভালো।

পেনডলটনকে দেখে আমার তোমার কথা মনে পড়ে যায়, মানে তুমি কুড়ি বছর আগে যেমন ছিলে আর কী! ইস্, কত যেন আমি দেখেছি তোমায়! এঁর চেহারাটা বেশ লম্বা ছিপছিপে। ঝকঝকে মুখচোখ। সবচেয়ে ভালো লাগে মুখে একটা সুন্দর রহস্যময় হাসি, না জোরে হাসছেন না কখনো, কিন্তু ঠোঁটের কোণে যেন হাসিটা আটকে আছে। দেখলেই মনে হবে উনি যেন তোমার কতদিনের চেনা। ভারি মিশুকে মানুষ।

অনেক ঘুরে বেড়ালাম ওঁকে নিয়ে। শেষে বললেন, হাঁফিয়ে গেছেন, একটু চা খেয়ে নিলে হত। কলেজের রেস্তোরাঁতেই যাবার কথা বললেন। পাইনঘেরা রাস্তা দিয়ে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে দু-চার মিনিটের রাস্তা। জুলিয়া আর স্যালিকে সঙ্গে নেবার কথা আমি বলেছিলাম, উনি বলেছিলেন দরকার নেই। ফাঁকা টেবিলে বসে আমরা চা আর অনেক ভালো ভালো জিনিস খেলাম।

বড়ো আনন্দে কেটেছে সময়টা। অনেকখানি সময় কাটিয়ে যেই জুলিয়াকে

BanglaBook.org

দেখা গেল, ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ট্রেন ধরার জন্যে। চলে যাবার পর জুলিয়া খুব মুখ করল আমায়, আমি ওঁর সঙ্গে একা এতক্ষণ ছিলাম বলে। মনে হয় ওর কাকা বেশ নামজাদা লোক, আর বিশাল বড়োলোক। হলেই ভালো, যা খরচ করলেন আজ।

আজ সকালেই তিন বাক্স চকোলেট এসেছে ডাকে—জুলিয়া, স্যালি আর আমার নামে নামে। কী মজা না!

আজ প্রথম মনে হচ্ছে আমি অনাথ নই, সত্যিকারের একটা মেয়ে।

ইচ্ছে করছে তুমিও যদি একদিন ওইভাবে আসো একসঙ্গে চা খেতে, তখন দেখা যাবে তোমাকে আমার পছন্দ হয় কিনা। যদি না হয়? ধ্যেৎ, সে আবার হয় নাকি!

অনেক শ্রদ্ধাসহ, জুডি।

পুনশ্চ : আজ সকালে আয়নায় ভালো করে চেয়ে দেখি আমার গালে একটা টোল পড়েছে। একদম নতুন, আগে কিন্তু ছিল না। দারুণ না? কোথা থেকে ওটা এল বলো তো!

৯ জুন

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

আমার শেষ পরীক্ষা শারীর বিজ্ঞান হয়ে গেল আজ, কী মজা! এবার? আ—তিনমাস কাটবে আমার খামারে!

না, খামার কাকে বলে আমি অবশ্য জানি না। গাড়ির জানলা-টানলা দিয়ে ছাড়া ওসব দেখিও নি কোনো দিন। কিন্তু আমি জানি আমার খুব ভালো লাগবে। আসলে একেবারে মুক্ত জীবন তো!

কোনোদিন আমি জন গ্রিয়ার হোমের বাইরে এক পা বাড়াতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে আমি দৌড়ই, আরো জোরে দৌড়ই—এমন জোরে যেন মিসেস লিপেট আমাকে আর কখনো ছুঁতে না পারেন। এই গ্রীষ্মে আমার ওপর কারোরই খবরদারি থাকবে না, কী বলো। তোমার ব্যাপারটাকে আমি তেমন পাত্তাই দিই না। তুমি তো কত্তো দূরে আছ আমার চেয়ে। মিসেস লিপেটের কোনো অস্তিত্বই আমার মনে নেই। আর খামারের সেম্পলরা নিশ্চয়ই আমার ওপর নজরদারি করবেন না? আমি তো বড়ো হয়ে গেছি!

আর সময় নেই, একটা ট্রাঙ্ক আর তিনটে বাক্স গোছাতে হবে। বইপত্তরও কিছু নিতে হবে সঙ্গে।

তোমার জুডি

পুনশ্চ : বাব্বা! শারীরবিজ্ঞান পরীক্ষা শেষ! এই পরীক্ষায় তুমি জীবনে পাশ করতে পারতে?

BanglaBook.org

লক উইলো ফার্ম
শনিবার রাত্রি

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস

এইমাত্র এসে পৌঁছলাম আমি। বাক্স-প্যাঁটরাও খুলিনি এখনো। কিন্তু খামারটা যে কেমন তোমায় না বলে থাকতে পারছি না। স্বর্গ, একেবারে স্বর্গ গো এটা! বাড়িটা এই রকম চারচৌকো :

আর তেমনি প্রাচীন। একশো বছরের পুরনো তো হবেই। বাইরে বিরাট বারান্দা। সেখান থেকে যেমন দেখতে পাচ্ছি, এই ছবিটা দিচ্ছি—তবে যা আছে সেটা ছবি দিয়ে বোঝাবার নয়। দূরে যেটা মখমলের মতো লাগছে সেটা হচ্ছে মেপল গাছ, আর খোঁচা খোঁচাগুলো পাইনগাছের সারি, পাইন আর হেমলক। মাইলের পর মাইল ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড়—তার ওপরেই রয়েছে গাছগুলো। আমাদের লক উইলো ফার্মটাও ওই রকম একটা পাহাড়ের চুড়োর ওপর। সামনে কিছু গোলাবাড়ি।

এখানে লোক বলতে মিস্টার সেম্পল আর মিসেস সেম্পল। একজন কাজের মেয়ে আছে আর দুটি কাজের লোক। ওরা রান্নাঘরেই খাওয়া-দাওয়া করে, সেম্পল দম্পতি আর জুডি খায় ডাইনিং টেবিলে। ডিম, মাংস, বিস্কুট, মধু, জেলি, কেক, মাখন, পনির, চা—রাতের খাবারেই এতসব এলাহি ব্যবস্থা। এমন বিশাল ব্যবস্থা আমি কখনো দেখিনি। অবশ্যি তার সঙ্গে আছে অনেক—অনেক গল্পগুজব। আমি কথা বললেই ওঁরা হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। আসলে আমি তো কখনো এরকম জায়গায় আসিনি, কাজেই সব কথাই হয়ে যাচ্ছে বোকা-বোকা।

BanglaBook.org

আমি যে ঘরটায় আছি সেখানে নাকি একটা খুন হয়েছিল। বিরাট চৌকো ঘর। পুরনো আমলের কিছু আসবাব। এত উঁচু জানলা যে ছড়ি দিয়ে পর্দা সরাতে হয়। মাঝখানে মেহগনি কাঠের বিরাট টেবিল। গোটা গ্রীষ্মকালটা আমি ওখানে হাত ছড়িয়ে বসে একটা উপন্যাস লিখবো।

ওঃ ড্যাডি, কী ভালো যে লাগছে! সকাল হওয়া পর্যন্ত যেন সবুর সইছে না। সাড়ে আটটা বাজে, মোমবাতি নিবিয়ে এবার শুয়ে পড়বো। সকালে উঠতে হয় নাকি পাঁচটার সময়, কাণ্ড দেখেছো! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না, আমি সেই জুডি তো! সত্যি এসব আমি কল্পনাও করতে পারি না! ভগবান আমাকে যা দিয়েছেন—না না, ভগবান আর তুমি আমাকে যা দিয়েছো—আমি ভীষণ ভীষণ ভালো হয়ে গিয়ে এর শোধ দেব। ভালো আমি হবই, তুমি দেখে নিয়ো।

শুভরাত্রি, জুডি।

পু : ব্যঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাং আর শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শুনতে পাচ্ছো না? আর ওই এক ফালি চাঁদ—যেটা আমার ডান কাঁধের ওপর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি!

লক উইলো
১২ জুলাই

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

আরে, এই লক উইলোর কথা তোমার সেক্রেটারি কী করে জানল? একটা মজার কথা শোন। মিস্টার জার্ভিস পেনডলটনই নাকি ছিলেন এর মালিক। মিসেস সেম্পন ছোটবেলায় ওঁর দেখাশোনা করেছেন, তাই তাঁকেই তিনি এটা দিয়ে দিয়েছেন! এরকম একটা কাকতালীয় ঘটনা কেউ কখনো শুনেছে! উনি এখনও বলেন 'জার্ভি খোকন'। ছোটবেলায় তিনি কীরকম মিষ্টি ছেলে ছিলেন, সে গল্পও করেন। যেই জানতে পেরেছেন তাঁকে আমি চিনি, ব্যস, আমার কদরও বেড়ে গিয়েছে। পেনডলটন পরিবারের কাউকে চেনা মানেই এই লক উইলোতে তার অন্যরকম খাতির। আর বংশের রত্ন নাকি ওই জার্ভি খোকন। জুলিয়া তাহলে এই বংশের কলঙ্ক।

খামার বাড়িটা দিন দিন যে কী ভালো লাগছে আমার! কাল একটা খড়ের গাড়িতে চড়েছি। আমাদের তিনটে ধাড়ি শুয়োর আর নটা বাচ্চা বাচ্চা শুয়োর আছে। তাদের খাওয়া যদি তুমি দেখতে! মুরগি আর হাঁসের গুড়ি গুড়ি বাচ্চা একেবারে অগুনতি। আমার রোজকার কাজই হল ডিম সংগ্রহ করা। কালো মুরগির একটা বাসায় গুঁড়ি মেরে ঢুকতে গিয়ে অবশ্যি কাল আমি একটা গোলাবাড়ির মাচা থেকে নীচে পড়ে গিয়েছি। ব্যস, হাঁটু জখম। মিসেস সেম্পল ভালো করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন, আর কতবার যে আহা উহু বলছেন তার শেষ নেই।

BanglaBook.org

বলছেন, 'আরে জার্ডি খোকনও তো ওখান থেকেই পড়ে গিয়েছিল, আর ঠিক ওইখানটাই জখম হয়েছিল ওর—মনে হচ্ছে বাপু যেন এটা গতকালকেরই ঘটনা।'

চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব। একটা উপত্যকা, সুন্দর নদী আর অনেক পাহাড়। অনেক দূরে, চেয়ে থাকবার মতো একটা বড়ো নীল পাহাড়।

সপ্তাহে দু'বার আমরা মাখন তুলি। একটা পাথরের তৈরি ঘরে মাখন রাখা হয়, তার নীচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে একটা ছোট্ট নদী। ছটা বাছুর আছে আমাদের, আমি তাদের নাম রেখেছি এইরকম—

এক) সিলভিয়া, কারণ সে জন্মেছিল বনের মধ্যে।

দুই) লেসবিয়া, লেসবিয়ার গল্প পড়ার ফল আর কী!

তিন) স্যালি

চার) জুলিয়া—গায়ে ছোপ ছোপ দাগওয়ালা বাছুর।

পাঁচ) জুডি, মানে আমার নিজের নামে।

ছয়) ড্যাডি-লঙ-লেগস। কিছু মনে করলে না তো ড্যাডি? জার্সি গোরু, ভারি মিষ্টি দেখতে। তোমার মতোই দেখতে। কেন বলছি, ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে—

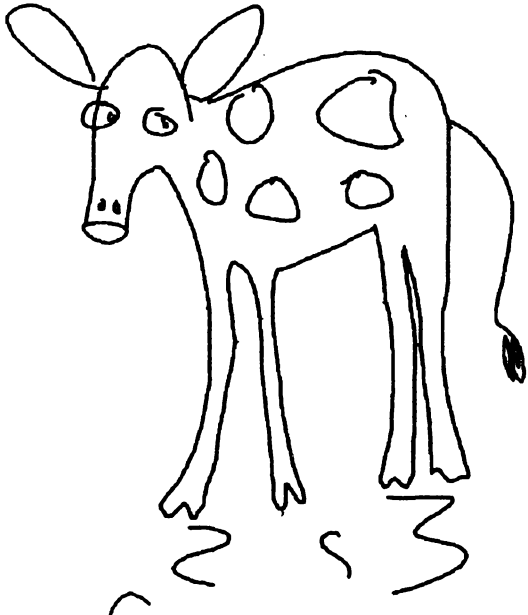

ড্যাডি-লঙ-লেগস (গোরু)

আমার সেই অমর উপন্যাসটা ধরাই হয়নি এখনও, খামার নিয়েই এমন ব্যস্ত!

একান্তভাবে তোমারই, জুডি।

পু : আমি ময়দার লেচি কাটতে শিখেছি!

পু : ডেয়ারির কাজকর্মে এখন খুব পাকা আমি। কাল মাখন তুলেছি—দেব নাকি এক তাল পাঠিয়ে!

পু : এই ছবিটা হচ্ছে মিস জেরুশা অ্যাবটের। ভবিষ্যতের বিরাট লেখিকা এখন গোরু চরিয়ে ফিরছেন (গোরু অবশ্য আমি আঁকতে পারি না ভালো)।

গোরু আঁকতেই পারিনা

রবিবার

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

ওঃ, কী কাণ্ড! কাল বিকেলে বসেছিলাম তোমায় চিঠি লিখতে। যেই শুরু করেছি 'ড্যাডি-লঙ-লেগস' বলে, মনে পড়ে গেল, এই রে—আজ রাতে খাবার জন্যে আমার যে কালোজাম পেড়ে আনবার কথা ছিল। তাই চিঠি ওই ভাবে রেখেই চলে গেলাম কালোজাম আনতে। ফিরে এসে চিঠির ওপর কী দেখি জানো? একেবারে সত্যিকারের ঢ্যাঙা পা-ওয়ালা ড্যাডি!

আমি করলাম কী, আস্তে করে একটা পা ধরে ওটাকে তুলে জানলা দিয়ে

BanglaBook.org

বার করে দিলাম। আমি ওদের অন্তত কোনো ক্ষতি করতে পারবো না, ওদের দেখলে আমার তোমার কথা মনে পড়ে।

আমাদের বড়ো গাড়ি করে আজ সকালে আমরা গির্জায় গিয়েছিলাম। খুব সুন্দর সাদা রঙের ছোটখাট গির্জা। ঘুমপাড়ানি সুরে একটা শপথ-বাক্য পড়া হচ্ছিল, আর সবাই তালপাতার পাখা হাতে হাওয়া খাচ্ছিল। বাইরে থেকে পাখির কলকাকলি ভেসে আসছিল। আমি প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই প্রার্থনা-সংগীত গেয়ে যাচ্ছিলাম, শপথ-বাক্যের দিকে তেমন মন ছিল না। আচ্ছা এরকম প্রার্থনা-সংগীত কেন লেখা হয় বলো তো? ওটা ছিল—

খেলাধুলা আর সব কিছু ছেড়ে এসো,
আনন্দ পেতে আমাকেই ভালোবেসো।
নইলে বিদায়,—এখনও আছো কী করতে?
চলে যাও তুমি নরকেই পচে মরতে!

কথাটা কী জানো, আমি দেখেছি সেম্পেলদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে কথা বলাটা একেবারেই ঠিক হবে না। কারণ ওঁদের ভগবান কেমন স্বার্থপর, প্রতিশোধ পরায়ণ আর ভয়ংকর গোঁড়া। ভাগ্যিস, আমাকে ছোটবেলা থেকে কেউ এরকম ভগবানকে ভক্তি করতে শেখায়নি। আমি যেমন চাই, আমার ভগবান তেমনি। তিনি দয়ালু, সহানুভূতিসম্পন্ন, ক্ষমাশীল আর দারুণ বুঝদার—তাঁর রসিকতা বুঝবার ক্ষমতাও আছে।

অবশ্য সেম্পলদের আমি ভীষণই ভালোবাসি। আমার মনে হয় যে-ভগবানের পুজো করেন ওঁরা, তার চেয়েও ওঁরা অনেক ভালো। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল একবার। শুনে আঁতকে উঠেছিলেন ওঁরা। ভেবেছিলেন আমি বোধহয় নাস্তিক। তাই ওসব ধর্মটর্ম নিয়ে কথা বলা আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

এটা হচ্ছে রবিবারের বিকেল। বেশ ভালো পোশাক-আশাক পরে আমাদের কাজের লোক আমাসাই আর কাজের মেয়ে কেরি খুব ব্যস্ত। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই চিঠি শেষ করে আমি যাবো 'পিছু পিছু আসে' বইটা পড়তে। কোথায় পেলাম জানো। চিলেকোঠায়। বইটার সামনের পাতায় একটা ছেলের কচি কচি হাতে লেখা আছে—

জার্ভিস পেনডলটন
এ বই যদি কোথাও পড়ে থাকে,
বাক্সে ভরে তুলে রেখে দাও তাকে।

মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি একবার গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বইটা একেবারে গোগ্রাসে পড়া হয়েছে, এখানে-ওখানে কত যে তাঁর হাতের ছাপ। চিলেকোঠায় আমি খেলনা বন্দুক, স্টিমার আর তীর-ধনুকও পেয়েছি। মিসেস সেম্পল রোজ এত কথা বলেন তাঁর সম্বন্ধে যে আমার তো মনে হয় তিনি যেন আমাদের সঙ্গেই আছেন—না, পশমী-টুপি পরা আর

ছড়ি হাতে সেই বড়োসড় মানুষটা না, সেই দুষ্টু-মিষ্টি বাচ্চাটা। র‍্যাকেট হাতে দৌড়চ্ছে, কী কোনো কিছুর জন্যে বায়না করছে—এ যেন আমি দেখতে পাই চোখের সামনে। দুঃখ একটাই, তিনি পেনডলটন। অন্য কিছু হলে আমি বেশি খুশি হতাম।

একটা খারাপ খবর দিই। গায়ে ছোপকা দাগ, এক শিংওয়ালা গোরু বাটারকাপ, মানে আমাদের লেসবিয়ার মা গো, বিচ্ছিরি এক কাণ্ড করেছে। শুক্রবার রাতে বিরাট আপেল বাগানে ঢুকে পড়েছিল। যত আপেল পেরেছে, খেয়েছে—একেবারে গলা পর্যন্ত বোঝাই করে দু'দিন ধরে স্রেফ বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। বিশ্বাস করো, এক্কেবারে সত্যি কথা। কী কাণ্ড বলো তো? চলি—

তোমার একান্ত স্নেহের জুডি অ্যাবট।

পুনশ্চ : ওঃ, একেবারে মারকাটারি বই। লাগছে কিন্তু দারুণ। জুডি আর জার্ভি এখন দুজনে মিলে কী মজায় আছে ভাবো তো!

১৫ সেপ্টেম্বর

প্রিয় ড্যাডি,

গতকাল আমার ওজন নিলাম। একেবারে ন পাউন্ড ওজন বেড়েছে আমার। লক উইলোকে তো দেখছি স্বাস্থ্যনিবাস বলতে হবে আমায়।

২৫ সেপ্টেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

একটু খাতির-টাতির কর আমায়, আমি এখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। গত শুক্রবারই এলাম। লক উইলো ছেড়ে আসতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। অবশ্য পুরনো ক্যাম্পাসে এসে ভালো লাগছে। কলেজে এসে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি, মানে ঠিক বাড়ির মতো। 'বাড়ির মতো' বলতে এ পৃথিবীতে ঠিক যে কী বোঝায় সেটাও যেন এই প্রথম বুঝতে পারছি। আমার এই কথাটা তুমি ঠিক বুঝবে না, আমি জানি। ট্রাস্টির মতো একজন দামি মানুষ একটা তুচ্ছ অনাথ মেয়ের এই অনুভূতি কেমন করে বুঝবে বলো।

যাক গে, শোনো, কাদের সঙ্গে আমি এখন আছি বলো দেখি! স্যালি ম্যাকব্রাইড আর জুলিয়া বুটলেজ পেনডলটনের সঙ্গে। এখানে একটা পড়ার ঘর আর তিনটে ছোট ছোট শোবার ঘর রয়েছে। ভাবো একবার, জন গ্রিয়ার হোমের জেরুশা অ্যাবট রয়েছে পেনডলটন বংশীয়ের সঙ্গে এক জায়গায়।

স্যালি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে ক্লাসের প্রেসিডেন্ট হবে বলে। কোনো অঘটন না ঘটলে ও সেটা হবেই। নির্বাচন হচ্ছে পরের শনিবার। যেই জিতুক, সন্ধেবেলা টর্চলাইট নিয়ে আমরা শোভাযাত্রা করবো।

আমি কী কী বিষয় নিয়েছি বলি। একেবারে নতুন বিষয় হচ্ছে রসায়ন। ব্যাপারটা কী সেটা পরের মাসে তোমায় জানাতে পারবো। এর সঙ্গে থাকবে তর্কশাস্ত্র, পৃথিবীর ইতিহাস, শেকসপিয়রের নাটক আর ফরাসি-ভাষা শিক্ষা। ফরাসির বদলে ধনবিজ্ঞানও নেওয়া যেত, ঠিক সাহস হল না। তাছাড়া ফরাসির অধ্যাপক আমাকে আগের পরীক্ষায় টেনেটুনে পাশ করিয়েছেন, আমাকে ভাষাটা শিখতে হবে তো!

ক্লাসে একটাই শুধু মেয়ে আছে যে ফরাসিটা ইংরেজির মতোই বলতে পারে। খুব ছোট্টবেলায় বাইরে গিয়েছিল বাবা-মার সঙ্গে, ফরাসি কনভেন্টে পড়েছিল তিন বছর। আমিও যদি সেরকম থাকতাম ছোটবেলায়—

না না, তাহলে তো আর তোমার সঙ্গে দেখা হত না। ফরাসি-জানার চেয়ে তোমায় জানা ঢের ভালো। বিদায়—

সদ্য রাজনীতি করা জে. অ্যাবট

১৭ অক্টোবর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

নির্বাচনের খবর বলি শোন। সেটা অবশ্য দু সপ্তাহের পুরনো ব্যাপার, আর এত গতিময় জীবনে এখন আছি যে সেটা প্রায় অতীত ইতিহাস। তবু বলি,

BanglaBook.org

স্যালি নির্বাচিত হয়েছে, টর্চ লাইট নিয়ে শোভাযাত্রাও আমরা করেছি। সঙ্গে ব্যান্ড ছিল—মুখে আমরা শ্লোগান দিয়েছি, 'ম্যাকব্রাইড জিন্দাবাদ।'

নিজেকে আমার এখন বেশ ভারিক্কি লাগছে, হাজার হোক প্রেসিডেন্সের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করা বলে কথা।

আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জেনো। —তোমার জুডি।

১২ নভেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

বাসকেট বলে নবীন ছাত্রীদের আমরা হারিয়েছি গতকাল। জুনিয়ারদের হারাতে পারলে আলো ভালো হত, কিন্তু তা হয়নি।

স্যালি আমায় বড়োদিনের ছুটি কাটাবার জন্যে ওর বাড়িতে যাবার নেমন্তন্ন করেছে। ও থাকে ম্যাসাচুসেটসের ওয়রসেসটারে। ভালো না বেশ মেয়েটা? আমারও যেতে দারুণ লাগবে। লক উইলো ছাড়া কোনো পরিবারে তো আমি কখনো যাইনি! সেম্পলরা তো বুড়ো মানুষ, বলো! আমার ঠিক সঙ্গী কি? ম্যাকব্রাইডদের বাড়িতে কিন্তু একরাশ ছেলেপিলে, মানে দু'-তিন জন তো অন্তত হবেই। তা ছাড়া স্যালির মা আছেন, বাবা আছেন, ঠাকমা আছেন, একটা সুন্দর

BanglaBook.org

বেড়াল আছে। একেবারে পুরোদস্তুর একটা সংসার। বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে রওনা হওয়াটা আরো মজার। আমার তো আর তর সইছে না।

—তোমার জে. এ।

পু : আচ্ছা, আমি এখন কীরকম দেখতে হলাম তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না? একটা ফোটো পাঠালাম, আমরা তিনজনই আছি। পাতলা চেহারার ওই হাসিখুসি মেয়েটা হচ্ছে স্যালি, নাক উঁচু লম্বা মেয়েটা হল জুলিয়া, আর মুখেচোখে চুল এসে পড়েছে যে ছোটখাট চেহারার মেয়েটার, সেই হল জুডি। জুডি অবশ্য দেখতে আরো ভালো, মুখে রোদ্দুর এসে পড়েছে তো, তাই ওরকম লাগছে।

'স্টোন গেট'
ওয়রসেসটার, মস
৩১ ডিসেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

অনেক আগেই তোমার লেখা উচিত ছিল আমার, কিন্তু কী করবো বল, ম্যাকব্রাইডদের বাড়িটা এমনই যে একটা মিনিট একা থাকার জো নেই।

তোমার বড়োদিনের কেকটার জন্যে ধন্যবাদ। একটা নতুন জামা কিনলাম, দরকার ছিল না অবশ্য কোনো—এমনিই কিনলাম আমার বড়োদিনের উপহার হিসেবে, আমার ড্যাডি-লঙ-লেগের তরফ থেকে। আহা আমার পরিবার আমায় ভালোবেসে পাঠিয়েছে!

স্যালির এখানে ছুটিটা যে কী আনন্দে কাটাচ্ছি কী বলবো! পুরনো ধাঁচের বিরাট একটা ইটের বাড়ি—রাস্তা থেকে সাদা রঙ করা পথ। জন গ্রিয়ার হাউসে যখন ছিলাম, ঠিক এইরকম বাড়ির দিকেই আমি হাঁ করে চেয়ে থাকতাম, ভাবতাম এর মধ্যে কারা থাকে গো! নিজের চোখে সেটা দেখবো কখনো ভাবিনি, কিন্তু তাই তো হল।

দারুণ বাড়ি এটা, আর বাচ্চাবাচ্চা মানুষ করার পক্ষে তো একেবারে আদর্শ। লুকোচুরি খেলার কত আড়াল-আবডাল আছে, বৃষ্টির দিনে চুপটি করে বসে থাকার জন্যে চিলেকোঠা আছে, লম্বা-চওড়া সিঁড়ি আছে, ঝকঝকে রোদ্দুরওয়ালা একটা বিরাট রান্নাঘর আছে, আর সেখানে আছে সেইরকমই ঝকঝকে এক রাঁধুনি—তেরো বছর ধরে বাচ্চাদের আদর করে খাইয়ে আসছে। দেখলেই তোমার মনে হবে নতুন করে আর একবার বাচ্চা হয়ে যাই।

আর পরিবার! স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এত ভালো পরিবার হতে পারে! বাবা-মা-ঠাকমা ছাড়াও আছে তিনবছরের দারুণ মিষ্টি একটা বোন, তার চেয়ে বড়ো

BanglaBook.org

একটা ভাই, যেটা পা মুছতে ভুলে যাবে সব সময়; আর বড়োসড়ো একটা ভাই জিমি, প্রিন্সটনে পড়ে।

খাবার টেবিলে যা মজা হয় না! প্রত্যেকে হাসছে, গল্প করছে, মজার কথা বলছে। খাওয়ার পর নিয়ম করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবার কোনো ব্যাপার নেই। সত্যি, প্রত্যহ খাওয়ার পর এই ধন্যবাদ জানানোটা একটা বিড়ম্বনা। আমায় নাস্তিক ভাবছো নিশ্চয়ই, কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে দিনের পর দিন এটা বলতে গেলে তোমারও এইরকমই মনে হত।

মিস্টার ম্যানব্রাইডের একটা কারখানা আছে। সেখানকার কর্মচারীদের জন্যে তিনি একটা ক্রিসমাস-ট্রি উপহার দিয়েছিলেন। সবুজ দিয়ে সাজানো বিরাট ঘর, জিমি ম্যাকব্রাইড সেজেছিল স্যান্টা ক্লজ, স্যালি আর আমি উপহারগুলো দিচ্ছিলাম। কী বলবো ড্যাডি, নিজেকে আমার ভীষণ ভালো একটা ট্রাস্টি বলে মনে হচ্ছিল, তোমার মতো।

বড়োদিনের দু'দিন পরে একটা নাচের আসর বসেছিল। কার জন্যে জানো? আমি গো, আমার জন্যে। এটাই ঠিকঠাক প্রথম আমার কোনো নাচের আসরে যোগ দেওয়া। কলেজে মেয়েদের সঙ্গে অবশ্য নেচেছি, তার কথা বাদ দাও। একটা ধপধপে সাদা গাউন (তোমার ক্রিসমাস উপহার, অজস্র ধন্যবাদ তোমায়), হাতে বড়ো সাদা দস্তানা আর স্যাটিনের সাদা চটি। একটাই দুঃখু রয়ে গেল, মিসেস লিপেট এটা দেখতে পেলেন না। দেখা হলে আমার স্যালিদের বাড়িতে এই রাজসুখে থাকার ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়ো তো।

তোমারই জুডি অ্যাবট।

পুনশ্চ : আমি যদি খুব বড়ো লেখিকা না হয়ে বেশ সাধারণ একটা মেয়েই হই ড্যাডি, তুমি খুব রাগ করবে?

সন্ধে সাড়ে ছটা, শনিবার

প্রিয় ড্যাডি,

দোহাই বাবা, বেরিয়েছিলাম আমরা রাস্তায় একটু ঘুরবো বলে, কিন্তু কী বৃষ্টির ঘটা! শীতকালটা বরফে ঢেকে থাক, এটা চাইতে পারি, কিন্তু এইরকম বৃষ্টি!

জুলিয়ার সেই ভালো কাকা আজ বিকেলে আবার এসেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন পাঁচ পাউন্ড চকোলেটের বিরাট বাক্স। জুলিয়ার মতো মেয়ের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকার মজাই আলাদা। আমাদের আষোলতাবোল কথাবার্তায় উনি মজাই পেয়েছেন মনে হল, কিন্তু পড়ার ঘরে চা খেতে গিয়েই হল বিপদ। মানে, অনুমতি নেবার একটা ব্যাপার আছে তো! দাদু, বাবাদের সঙ্গে দেখা করাই শক্ত, কাকা হলে আর একটু শক্ত, ভাইটাই হলে তো আর কথাই নেই। জুলিয়া

BanglaBook.org

তো দিব্যি-টিব্যি গেলে বলল, উনি ওর কাকা। তাও আমার মনে হয় কলেজের ডিন চলে এলে সেটাও নাকচ হয়ে যেত—যা সুন্দর আর অল্পবয়সি দেখতে ওঁকে!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গোটা চারেক স্যান্ডউইচ খাওয়ানো গেছে ওঁকে। গত গ্রীষ্মটা যে আমি লক উইলোতে কাটিয়ে এসেছি সে কথা বললাম ওঁকে। সেম্পলদের যে ভীষণ ভালো লেগেছে তাও বললাম। তিনি যেসব ঘোড়া দেখেছিলেন, সব মরে গেছে, বেঁচে আছে একমাত্র গ্রোভার। যখন শেষ দেখেছিলেম তখন ও বাচ্চা, এখন বেচারা এমনই অথর্ব হয়ে পড়েছে যে গোচারণের মাঠে বড়ো জোর খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারবে ও।

উনি জানতে চাইলেন নিমকিগুলো এখনও হলদে পাত্রে নীল ঢাকনা দিয়ে রাখা হয় কিনা। সত্যিই হয়! রাতে পশুদের থাকবার জায়গায় একটা কাঠঠোকরা পাখির গর্ত আছে কিনা জানতে চাইলেন। সত্যিই আছে। অ্যামাসাই এই গ্রীষ্মে বেশ বড়োসড়ো ধূসর রঙের একটা পাখি ধরেছে। জার্ভিসও বাচ্চা বেলায় একটা ধরেছিল!

মুখের ওপরই একবার 'জার্ভিস খোকা' বলে দিয়েছি। অবাক কাণ্ড, একটুও রাগ করেননি উনি। জুলিয়া তো অবাক, এরকম খোলামেলা আড্ডা নাকি তিনি কখনোই দেন না। জুলিয়া কায়দাটাই তো জানে না। খুব করে রগড়ে দাও,

খুশিতে ডগমগ হয়ে যাবে, ভয়ে ভয়ে থাকো—ফিরেও তাকাবে না।

একটা খুব ভালো বই পড়ছি। বৃষ্টিতে আর কিইবা করি। সত্যি, বৃষ্টি যা হচ্ছে—সকালে সাঁতার কেটে না যেতে হয় গির্জায়।

তোমার চিরদিনের, জুডি

২০ জানুয়ারি

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

বাচ্চার দোলনা থেকে হারিয়ে যাওয়া একটা ছোট্ট শিশুকে তুমি কি কখনো খুঁজে পেয়েছ? হতে পারে আমিই হয়তো সেই মেয়ে! এইভাবেই যদি আমার গল্পটা শেষ হত!

সত্যি, ব্যাপারটা কি রোম্যান্টিক বলো তো, আমি কোথা থেকে এসেছি আমি তাই জানি না। আদৌ হয়তো আমি আমেরিকান নই। কত লোকই তো তা নয়। প্রাচীন রোমান বংশের হয়তো কেউ আমি, হতেও তো পারি। ভাইকিং দস্যুসর্দারের মেয়ে? তাও হতে পারে। অথবা ধরা যাক জিপসি—হ্যাঁ, সেটা হবার সম্ভাবনাই বেশি, টো-টো করে ঘুরে বেড়াবার একটা ঝোঁক আমার মধ্যে আছে বটে, যদিও ঘোরার বিশেষ সুযোগ আমি পাইনি।

একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করেছিলাম একবার, জানো কি? রান্নাঘর থেকে চুরি করে খাবার অপরাধে ওরা আমায় যখন শাস্তি দিয়েছিল, সেবার আমি পালিয়েছিলাম। আশ্রমের বইয়ে লেখা আছে এটা, যে-কোনো ট্রাস্টিই পড়তে পারেন ইচ্ছে করলে। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভাবো ড্যাডি, একটা ন'বছরের ক্ষুধার্ত বাচ্চাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছো রুটিতে মাখন মাখাবার জন্য। ঘরে কেউ নেই, এই অবস্থায় সে আর কীই বা করতে পারে! হ্যাঁ, তোমরা দেখে ফেলেছিলে ব্যাপারটা। তার শাস্তি হল কী? এমন করে হাতের নড়া ধরে নিয়ে এলে যা তা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। কান মুলে লাল করে দিলে তার। দাঁড় করিয়ে রাখলে অভুক্ত অবস্থায় একদল ছেলেমেয়ের সামনে। কী, না দেখো, ও চুরি করে খেয়েছে—কাজেই এই রকমই থাকবে সারা দিন। বলো তো, এর পরও সে পালাবে না?

পালিয়ে আর যাবো কোথায়! চার মাইলের মধ্যেই ওরা আমায় ধরে ফেলল। তারপর এক সপ্তাহ ধরে প্রত্যেকদিন টিফিনের সময় আমাকে বেঁধে রাখা হত কুকুরের মতো, বাকি সবাই মুক্ত।

আরে, গির্জার ঘণ্টা বাজছে। খুবই দুঃখিত ড্যাডি, ভেবেছিলাম তোমায় একটা খুব মজার চিঠি লিখবো, তার বদলে কিনা—

তোমার জুডি

পু. একটা ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত, আমি চিনেম্যান নই।

BanglaBook.org

৪ ফেব্রুয়ারি

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

জিমি ম্যাকব্রাইড আমাকে ওদের একটা প্রিন্সটনের ব্যানার পাঠিয়েছে, বিশাল এক ঘরজোড়া ব্যানার। আমায় যে ও মনে রেখেছে সেটা ভেবে খুবই ভালো লেগেছে, কিন্তু কথা হচ্ছে স্যালি আর জুলিয়া কি ওটা আমার ঘরে টাঙাতে দেবে? বিশেষ করে ঘরটা সবে রঙ হয়েছে—লাল রঙ, সেখানে কালো আর কমলা রঙে আঁকা ওই ব্যানার কি ভালো লাগবে? অথচ ওটা নষ্ট করাও তো যায় না।

আমার পড়াশুনোর কথাই আজকাল আমি তোমায় বলতে ভুলে যাই। তবে এটা জেনো, পড়াশুনো জোর কদমে চলছে। পাঁচ-পাঁচটা বিষয় এক সঙ্গে শেখা, চারটিখানি কথা!

কেমিস্ট্রির অধ্যাপক বলছেন, 'একেবারে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো লক্ষ করবে, সেটাকেই বলে ঠিক পড়াশুনো।' আবার ইতিহাসের অধ্যাপক বলছেন, 'ছোটখাট খুঁটিনাটি ভুলে যায়, গোটা ব্যাপারটা সামগ্রিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করো।' আমার অবস্থা, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।

কেমিস্ট্রির ক্লাসে যেতে হবে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ফেলে অ্যাপ্রনে এক বিরাট গর্ত বানিয়ে ফেলেছি, অ্যালকালি ঢাললে সেটা জোড়া লাগবে? কে জানে!

পরীক্ষা আসছে পরের সপ্তাহে, আসতে দাও। কুছ পরোয়া নেই!

তোমার চিরদিনের জুডি

৫ মার্চ

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

মার্চ মাস তো, শীতের হাওয়া বইছে শোঁ-শোঁ করে। আকাশ কালো হয়ে উঠেছে ঘন মেঘে। কাকের দল গাছের ডালে মহা হই চই লাগিয়েছে। এখন কি আর চোখ বইয়ের পাতায় থাকে, দূরে পাহাড় যখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে!

গত শনিবার বিকেলে একটা মজার খেলা খেললাম সবাই মিলে। খানিকটা চোর-পুলিশ খেলার মতো বলতে পারো। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে ফিরলাম সন্ধেবেলা। লাভের মধ্যে গির্জায় যেতে হল না, এই আর কি।

পরীক্ষা কেমন হল তোমকে বলিনি বোধহয়। খুব সহজেই উতরে গেছি আমি, প্রত্যেকটি বিষয়ে। আর আমি কখনো ফেল করবো না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। গ্র্যাজুয়েট আমি হবোই, তবে অনার্সটা বোধহয় পাবো না। ল্যাটিন আর জ্যামিতিই আমায় ডুবিয়েছে।

আচ্ছা ড্যাডি, তুমি 'হ্যামলেট' পড়েছো? যদি না পড়ে থাকো তো এক্ষুনি

BanglaBook.org

পড়ে নাও—ওঃ তুমি ভুলতে পারবে না। শেকসপিয়রের নামই শুনে আসছি শুধু, কিন্তু কী ভালো যে লেখেন কোনো ধারণাই ছিল না আমার। আমি ভাবতাম ভদ্রলোক বুঝি ফাঁকতালে নাম করে গেছেন।

ছোটবেলায় যখন সবে পড়তে শিখেছি, মনে মনে একটা মজার খেলা খেলতাম আমি। যে বই পড়েছি, তার সবচেয়ে ভালোলাগা মানুষটাকে মনে করতাম আমি নিজে। সেই খেলাটা এখনও খেলছি আমি। এখন আমি ওফেলিয়া। সেই কোমল ওফেলিয়া। আমি সব সময় হ্যামলেটকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখি, তাকে আদর করি, যদিও মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা লাগলে তাকে গরমে জড়িয়ে রাখি। রাজা আর রানি তো সমুদ্রে মারা গেছেন, তাই হ্যামলেট আর আমিই ডেনমার্ক শাসন করি। মানে শাসনের দিকটা হ্যামলেট দেখে, আমি দেখি ভালো ভালো কাজের দিকগুলো। তাই আমি একটা দুর্দান্ত অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি। তুমি বা অন্য যে-কোনো ট্রাস্টি যদি আসো, আমি ঘুরে ঘুরে দেখাবো সব। তাতে তোমরাও বুঝে যাবে আশ্রমে কী কী থাকা উচিত।

তোমার, কেবল তোমারই বিশ্বস্ত,
ওফেলিয়া, ডেনমার্কের রানি

২৪ মার্চ
(২৫-ও হতে পারে)

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

আঃ, আমি স্বর্গে-টর্গে যেতে চাই না গো, এখানেই এত কিছু পেয়ে যাচ্ছি যে এদের ছেড়ে কোথাও যাওয়াটা ঠিক হবে না। শোন তবে কাণ্ডটা একবার।

'মাস্থলি' পত্রিকা পঁচিশ ডলার পুরস্কারের যে ছোটগল্প প্রতিযোগিতা করে প্রত্যেক বছর, এবার সে পুরস্কারটা পাচ্ছে—হ্যাঁ, জেরুশা অ্যাবট। সবে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সে! কত প্রাচীন মানুষ যোগ দিয়েছিল প্রতিযোগিতায়। নামটা যখন ছাপা দেখলাম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। লেখিকা তাহলে হয়েও যেতে পারি আমি, কী বলো! একটাই দুঃখ, মিসেস লিপেট নামটা আমার বড়ো বাজে দিয়েছিলেন, বড্ড 'লেখিকা লেখিকা' লাগে শুনতে, তাই না?

কলেজে 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকটা হচ্ছে, তাতে অভিনয়ে আমাকে নেওয়া হয়েছে, সেলিয়ার চরিত্রে, মানে রোজালিন্ডের বোন।

এবার শেষ চমক। কিছু কেনাকাটা করতে আমি জুলিয়া আর স্যালির সঙ্গে যাচ্ছি নিউইয়র্কে, সামনের শুক্রবার। সারা রাত থাকব আমরা ওখানে, আর পরের দিন যাবো থিয়েটার দেখতে। কার সঙ্গে বলো তো? 'জার্ভি খোকন'! আরে তিনিই তো নেমন্তন্ন করেছেন। জুলিয়া ওর বাড়িতেই থাকবে, আমি আর স্যালি থাকবো মার্থা ওয়াশিংটন হোটেলে। কী হবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো! জীবনে

BanglaBook.org

কখনো আমি কোনো হোটেলে থাকিনি, থিয়েটারও দেখিনি। কী নাটক দেখতে যাচ্ছি সেটা শুনবে এবার? হ্যামলেট! আঃ! চার সপ্তাহ ক্লাসে আমরা হ্যামলেট পড়েছি, আমার বুকের ভেতর গেঁথে গেছে গল্পটা।

কী বলতো, এসব ভেবে রাতে ঘুম হচ্ছে না আমার!

বিদায়, ড্যাডি! ওঃ পৃথিবীটা ভারি সুন্দর জায়গা গো!

তোমার জুডি

পুনশ্চ : ক্যালেন্ডারে দেখলাম, আজ ২৮ তারিখ।

আবার পুনশ্চ : বাসের একটা কন্ডাক্টারকে দেখলাম, এক চোখ নীল আর এক চোখ লালচে। ওকে নিয়ে দারুণ একটা গোয়েন্দা গল্প লেখা যায় না?

৭ এপ্রিল

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

বাপরে, নিউ ইয়র্ক কী শহর গো! ওরসেসটার তো তার তুলনায় শিশু। যা দেখলাম সেটার আবেগ সামলে উঠতে যে কতদিন লাগবে জানি না। ওই দুটো দিন আমার জীবনে—তুমি তো থাকোই ওখানে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তুমি।

কী সব রাস্তা, আর কেমন সুন্দর মানুষ! দোকানগুলো! ওঃ, মনে হয় সারা জীবন ওই দোকানেই কেনাকেটা করি।

শনিবার সকালে স্যালি আর জুলিয়ার সঙ্গে কিছু কেনাকাটা করেছি আমি। জুলিয়া এমন সব চমৎকার দোকানে ঢুকছে, আমার তো চোখ ছানাবড়া। ঝকমকে দোকান, ঝলমলে আলো, আর তেমনি দোকানের সব মেয়েরা। এমন সুন্দরী এক মহিলা মিষ্টি হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, ভাবলাম বুঝি কোনো সামাজিক উৎসবে এসেছি আমরা। কিন্তু এসেছি কেন? না, মাথার টুপি কিনবো। জুলিয়া আয়নার সামনে বসে ডজনখানেক টুপি দেখে দুটো নিল।

ওঃ, আয়নার সামনে বসে যে টুপি পছন্দ হচ্ছে সেটাই মাথায় পরে দেখা, আমি ভাবতেও পারি না। দাম জিগ্যেস না করে কোনো জিনিসে হাত দেবো! একটা বিপদ হয়েছে ড্যাডি, জন গ্রিয়ার হোম তিলে তিলে আমার যে অভ্যেসগুলো গড়ে তুলেছিল, নিউ ইয়র্ক কিন্তু তা শেষ করে দেবে একেবারে।

দোকানের পাট মিটিয়ে আমরা শেরি-তে গেলাম মাস্টার জার্ভির সঙ্গে দেখা করতে। কখনো গেছো শেরি-তে? একবার মিলিয়ে দেখো, জন গ্রিয়ার হোমের খাবার ঘরটার সঙ্গে—অয়েল ক্লথ ঢাকা টেবিল, ছিরিছাঁদ নেই এরকম পাথরের মতো নিরেট বাসনপত্র, কাঠের হান্ডেলওয়ালা ছুরি আর কাঁটা! তার বদলে শেরি! কী অবস্থা ভাবো আমার!

BanglaBook.org

মাছটায় আমি ভুল কাঁটা বসিয়ে দিয়েছিলাম। ওয়েটার লোকটা এত ভালো, তাড়াতাড়ি সেটা বদলে দিয়ে গেল—কেউ দেখতে পায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গেলাম থিয়েটার দেখতে।

আঃ! অপূর্ব! অসাধারণ! জীবনে ভুলবো না আমি! শেকসপিয়ার দারুণ—দারুণ।

ক্লাসেও অনেক পড়েছি, কিন্তু স্টেজে যা দেখলাম—ওঃ, দোহাই ড্যাডি সেটা আমাকে বলতে বলো না। তুমি যদি রাগ না করো, একটা কথা বলি? লেখিকা না হয়ে বরং আমি অভিনেত্রী হয়ে যাই। আমায় কলেজের পর একটা নাটক শেখার ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়ো না হয়। আমি প্রত্যেকটা নাটকে তোমার জন্যে বক্সের টিকিট পাঠাবো, মঞ্চে এসে তোমার দিকে চেয়ে হাসবো। তুমি শুধু কোটের বাটন হোলে একটা লাল গোলাপ লাগিয়ে এসো, বাজে লোকের দিকে তাকিয়ে আমি হাসিটা নষ্ট করতে চাই না।

শনিবার রাতেই আমরা ফিরেছি, রাতের খাবারটা খেয়েছি ট্রেনেই। ট্রেনে যে খেতে দেওয়া হয় আমি কস্মিনকালেও শুনিনি। সেটা বলে ফেলেছি ওদের সামনে। জুলিয়া অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলেছে, 'কোত্থেকে এলোরে এই গেঁয়োটা?'

'গাঁ থেকেই তো!' আমি বলেছিলাম।

'কখনো ট্রেনে চেপে কোথাও বেড়াতেও যাওনি?'

'না। কলেজেই প্রথম এলাম, কিন্তু তখন তো খাবার দরকার হয়নি।'

জুলিয়াই একা অবাক হয়নি, আমার উল্টোপাল্টা কথা শুনে অনেকেই আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকায়। কী করবো বলো ড্যাডি, জীবনের আঠারোটা বছর কাটিয়েছি জন গ্রিয়ার হোমে, তারপরেই এই বিরাট পৃথিবীতে এসে পড়েছি!

তবে ক্রমশ আমি মানিয়ে নিতে পারছি। আগেকার মতো এখন আর যখন তখন বেমক্কা কথা লোকের সামনে বলি না।

ওঃহো, আমার উপহারের কথাটা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। মাস্টার জার্ভি আমাদের প্রত্যেককে বিশাল তিনটে ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছেন। কী ভালো না তিনি? ছেলেদের সম্বন্ধে মোটেই ভালো ধারণা ছিল না আমার—ট্রাস্টিদের দেখেই হয়তো, এখন আমার আর তা মনে হয় না।

বাপরে! চিঠি যে এগারো পাতা হয়ে গেল! এবার থামতেই হবে।

তোমার চিরদিনের জুডি

১০ এপ্রিল

প্রিয় বড়োলোক মানুষ

তোমার পঞ্চাশ ডলারের চেকটা ফেরত পাঠালাম। পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ,

BanglaBook.org

তবে ওটার কোনো দরকার নেই আমার। যা তুমি দাও, আমার টুপি কিনবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। দোকানে লোভনীয় টুপির ব্যাপারে বড্ডো উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলাম—খুব ভুল হয়ে গেছে। ওরকম বিরাট ব্যাপার-ট্যাপার কখনো দেখিনি বলেই লিখেছি, ভিক্ষে করার জন্যে নয়। আমার যেটুকু দরকার সেটুকু সাহায্যই নেবো, তার বেশি নয়।

তোমার বিশ্বস্ত জুডি

১১ এপ্রিল

আমার ভীষণ প্রিয় ড্যাডি

কালকের ওই বিচ্ছিরি চিঠিটার জন্যে আমায় ক্ষমা করে দেবে! ভীষণ ভীষণ খারাপ লাগছে, কিন্তু এখন তো ওটা ফেরাবার কোনো উপায় নেই।

এখন মাঝরাত। বসে বসে ভাবছি, সত্যি আমি একটা নরকের কীট। একটা কেন্নো। এছাড়া আর কী বলি বলো তো নিজেকে! জুলিয়ার ঘুম না ভেঙে যায় এই ভাবে বিছানায় উঠে বসে বেডল্যাম্প জ্বেলে তোমায় চিঠি লিখছি।

শুধু এইটুকু বিশ্বাস করো, চিঠি লিখে আমি মরমে মরে যাচ্ছি। তুমি যে ভালোবেসেই ওটা পাঠিয়েছিলে আমি জানি, আমি ভেবেছিলাম এত অত্যাচার করছি তোমার ওপর, এর ওপর আবার ওইসব বায়না সামলাবে তুমি! কিন্তু ওভাবে ওটা ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি।

তবে ফেরত বোধহয় আমাকে দিতেই হত। আমি তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো নই, বলো? তাদের বাবা আছে, মা আছে, কাকা আছে, কাকি আছে—এভাবে যথেচ্ছ বায়না তারা করতেই পারে, আমার কে আছে বলো! আমি মনে করি তুমিই আমার সব, তাই মনে মনে আর সব প্রিয়জনই তোমার সাজিয়ে নিই, কিন্তু সত্যি তো আর তা নও। আসলে তো আমি একা, দেয়ালে পিঠ দিয়ে আমি লড়াই করে যাচ্ছি—আর সে কথা মনে হলেই চোখের সামনে সব যেন ঝাপসা হয়ে আসে। মন থেকে এসব চিন্তা তাড়াতে চেষ্টা করি, কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো ড্যাডি, এ ঋণ তো আমাকে একদিন না একদিন শোধ করতেই হবে। যত বড়ো লেখিকাই হই, এই বিশাল ঋণ শোধ করতে হবে তো! টুপির মতো দারুণ জিনিস আমি খুবই ভালোবাসি, কিন্তু তার জন্যে তো আর আমি মরে যাচ্ছি না।

এত বাজে করে কথাটা লেখার জন্যে আমায় ক্ষমা করবে তো ড্যাডি? কিছু দেখলেই আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, আর মনের সেই উচ্ছ্বাসটা তোমাকে ছাড়া আর কাকে জানাবো বলো! এত অবুঝ হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। মনে মনে আমি তোমাকে যে কী বলবো ভেবে পাই না—আমার সমস্ত স্বাধীনতা, গণ্ডি কেটে

BanglaBook.org

বেরিয়ে পড়া, সবই তো তোমার জন্যে। আমার ছোটবেলাটা বিস্বাদ একটা একঘেয়ে জীবন, ক্ষোভে আর বিদ্রোহে ফুঁসে ওঠা কেবল। আর আজ আমি কী সুখী বলো তো? স্বপ্নের রানির মতো! মাঝে মাঝে বিশ্বাসই হয় না আমার।

রাত দুটো বাজে। কাল সকালেই চিঠিটা ডাকে দেব, যাতে তুমি খুব বেশিক্ষণ আমার মতো বাজে মেয়ের জন্যে কষ্ট না পাও।

শুভরাত্রি ড্যাডি। তোমার একান্ত ভালোবাসার জুডি।

৪ মে

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

গত শনিবার আমাদের স্পোর্টস হয়ে গেল। দারুণ মজা হয়েছিল। পুরো কলেজের একটা শোভাযাত্রা ছিল—প্রত্যেক ক্লাসের আলাদা আলাদা সাজ। কেউ কেউ আবার মজার সাজগোজও করেছিল। জুলিয়া সেজেছিল গেঁয়ো মানুষ। ঢোলা পোশাক আর বিরাট ছাতা হাতে তাকে যা লাগছিল না! প্যাটসি মোরিয়ার্টি বলে পাতলা একটা লম্বা মেয়ে সেজেছিল তার বউ। ওদের দেখে সকলের কি হাসি! অভিনয়টা জুলিয়া দুর্দান্ত করেছিল, স্বীকার করতেই হবে।

আমি আর স্যালি ওই শোভাযাত্রায় ছিলাম না, আমরা যে বিভিন্ন ইভেন্টে নাম দিয়েছিলাম। বলি, ভাবছোটা কী আমাদের! আমরা দুজনেই জিতেছি, মানে কয়েকটায় আর কী! লং জাম্পে নাম দিয়েছিলাম দুজনে, দুজনেই হেরেছি। তবে পোল ভল্টে স্যালি জিতেছে। সাত ফুট তিন ইঞ্চি, ভাবা যায়! আমি জিতেছি পঞ্চাশ গজের দৌড়ে, সময় লেগেছে আট সেকেন্ড।

শেষের দিকে অবশ্য আমার দম বেরিয়ে যাবার জোগাড়। গোটা ক্লাস তখন পড়েছে আমায় নিয়ে—জুডি অ্যাবট ঠিক আছে তো! একদম ঠিক! ভাবো একবার, কী রকম জনপ্রিয় আমি! আর খাতিরটা যদি দেখতে! হাত-পা টিপে দিচ্ছে, হাওয়া করছে, লেবু খাওয়াচ্ছে। আসলে ক্লাসের হয়ে একটা ইভেন্ট জেতা তো দারুণ ব্যাপার না? যে ক্লাস সব চেয়ে বেশি ইভেন্টে যেতে তাদেরই বছরের সেরা হিসেবে কাপ দেওয়া হয়। এবারে অবশ্য

জুডির পঞ্চাশ মিটার দৌড়

BanglaBook.org

সাতটা ইভেন্টে জিতে সেটা আমাদের দিদিরাই পেয়েছে। জিমনেশিয়ামে সব বিজয়ীকে জোর খাওয়ানো হল। সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড।

মাঝরাত অবদি আজ একটা উপন্যাস পড়েছি। এখন চুপচাপ বসে একটা দিনের কথা আমার খালি মনে পড়ে যাচ্ছে। আমার জীবনে তো আর এত বেশি চমক নেই যে এমন দিনটা মনে পড়বে না! মিসেস লিপেট আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন মি. জন স্মিথ নামে এক ভদ্রলোক আমায় কলেজে পাঠাতে চান। তারপর কী হয়েছে, সবই তো তুমি জানো।

আমার মনে হয় কী জানো ড্যাডি, প্রত্যেকেরই জীবনে একটা স্বপ্ন থাকা উচিত। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মনে স্বপ্নের বীজ বুনে দেওয়া দরকার। জন গ্রিয়ার হোমে ঠিক উল্টোটা করা হত, সেখানে কর্তব্যই সব—স্বপ্নটপ্নের গলা টিপে মেরে ফেলা হত। আমার মনে হয় স্বপ্ন দেখা মানে কী, তাদের শেখানো উচিত—প্রত্যেকটা কাজ যেন ভালোবেসে করতে শেখে, এটাও দরকার।

দাঁড়াও, আমি তো একটা অনাথ আশ্রম তৈরি করবোই, তখন দেখো তুমি। প্রত্যেকদিন ঘুমোতে যাবার আগে এই স্বপ্নটাই মনে নাড়াচাড়া করি আমি। আমি চাই অনাথ হোক আর যাই হোক, প্রত্যেকেরই একটা সুন্দর ছেলেবেলা থাক। তাহলে হবে কী, বড়ো হয়ে সে পেছনে ফিরে এই ছেলেবেলাটা অন্তত দেখতে পাবে।

এই রে, গির্জার ঘণ্টা পড়ে গেল। পরে চিঠিটা শেষ করবো।

বৃহস্পতিবার

বিকেলে ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে কী দেখি জানো! চায়ের টেবিলে বসে আছেন কাঠবেড়ালি বাবাজি। জানলা খোলা থাকলে গরমের দিনে এইরকম সব অতিথি-অভ্যাগতই আসে এখন আমার কাছে।

শনিবার সকাল

ভাবছো গতকাল শুক্রবার ছিল বলে আমি দিব্যি অনেকক্ষণ গল্পের বইটই পড়ে শান্তিতে রাত কাটিয়েছি। তাহলে জীবনে কখনো তুমি মেয়েদের কলেজে আসোনি। সন্ধেবেলা ছটা মেয়ে ঢুকে পড়ল আমার ঘরে। ভ্যাজর ভ্যাজর আড্ডা মারল, খাবারের রস ফেলল কম্বলের ওপর, সে দাগ আর জন্মে যাবে না।

যাক গে ছাড়ো ওসব। শুনছি শ-দুয়েক মেয়ে থাকবার মতো বিরাট ডর্মিটরি নাকি একটা তৈরি হচ্ছে। চিঠিটা আজ অনেকক্ষণ ধরে লিখছি। এবার ডাকে দেওয়া দরকার।

এখন বিদায়। জুডি

BanglaBook.org

২ জুন

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

ভাবতে পারবে না কী হয়েছে, ম্যাকব্রাইড দম্পতি এই গ্রীষ্মটা আমায় ওঁদের সঙ্গে কাটাতে বলেছেন—মানে অ্যাডিরোন্ডাক্সে ওঁরা যে ক্যাম্প করবেন, সেখানে। বনজঙ্গল ঘেরা একটা হ্রদের পাশে বেশ অনেক পরিবার মিলে থাকা। বনের মধ্যে আলাদা আলাদা কাঠের বাড়ি, হ্রদে ঘুরে বেড়াবার জন্যে নৌকো। সপ্তাহে একদিন নাকি নাচগানেরও ব্যবস্থা থাকবে। জিমি ম্যাকব্রাইড আসবে তার এক কলেজের বন্ধুকে নিয়ে। গোটা ব্যাপারটা একেবারে দারুণ দাঁড়াবে।

মিসেস ম্যাকব্রাইড সত্যি কি ভালো না? বড়োদিনে যখন আমি ছিলাম ওখানে, আমাকে বেশ পছন্দ হয়েছে, বুঝতে পারছি। এটা অবশ্য ঠিক চিঠি হল না—আনন্দে টগবগ করে ফুটছে বলে চিঠিটা বড়োই ছোট হয়ে গেল। মোট কথা, এই গরমে এখানে থাকছি না।

তোমার জুডি

৫ জুন

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস

এই মাত্র তোমার সেক্রেটারির নির্দেশ পেলাম—মিস্টার স্মিথ চাইছেন না তুমি ম্যাকব্রাইডদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো। তার বদলে গতবারের মতো এবারও তুমি লক উইলোতে চলে যাও।

কিন্তু কেন, কেন—কেন ড্যাডি?

তুমি বুঝতে পারছো না কেন মিসেস ম্যাকব্রাইড চাইছেন আমি তাঁর কাছে যাই, সত্যিই তাই চাইছেন। ওখানে আমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। বরং আমি গেলে অনেক সাহায্য হবে। হাতে হাতে অনেক কাজ করে দিই আমি। মেয়েদের তো এসব শেখাও উচিত।

ওখানে আমার বয়সি কোনো মেয়ে নেই, স্যালির একটা বন্ধু তো চাই। ভাবছি ওখানে দুজনে অনেক পড়াশুনো করবো। ইংরেজি আর সমাজবিজ্ঞানের বইগুলো এই গ্রীষ্মে পড়ে শেষ করে ফেলতে হবে, অধ্যাপক বলেছেন দুজনে পড়লে ওটা পড়া অনেক সহজ হবে।

সত্যি কথা বলতে কী, স্যালির মায়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাকলেও অনেক উপকার হয়। এরকম পড়াশুনো জানা মিশুকে মহিলা কমই দেখা যায়—জানেনও যেন একেবারে সমস্ত কিছু। তুলনায় মিসেস লিপেটের সঙ্গে আমি কতগুলো গ্রীষ্ম বাজে খরচ করেছি, একবার ভেবে দেখো দেখি। তাছাড়া জিমি ম্যাকব্রাইড বলেছে

BanglaBook.org

ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দেবে, নৌকো চালানোও শেখাবে। সেই সঙ্গে বন্দুক ছোড়া—ওঃ, একসঙ্গে কত কী বলো তো! এরকম মজা কি আর কোথাও পাবো আমি! ড্যাডি প্লিজ—প্লিজ ড্যাডি, তুমি রাজি হও। ভীষণ চাইছি আমি ওখানে যেতে। ভবিষ্যতের বিখ্যাত লেখিকা জেরুশা অ্যাবট নয়, তোমার সেই চেনা মেয়ে জুডি হিসেবেই তোমায় লিখছি আমি।

৯ জুন

মিস্টার জন স্মিথ

মাননীয় মহাশয়, আপনার ৭ তারিখের চিঠি পেলাম। আপনার সেক্রেটারি মারফৎ যে নির্দেশ পেয়েছি সেই মতো আগামী শুক্রবার আমি গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে লক উইলো ফার্ম রওনা হয়ে যাচ্ছি।

আপনার অতি বিশ্বস্ত,
মিস জেরুশা অ্যাবট

লক উইলো ফার্ম
৩ আগস্ট

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস

আর দু'মাস পরে লিখছি। ব্যাপারটা মোটেই উচিত হয়নি। কী করি বল, এবারের গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোটা যে আমার মোটেই পছন্দ হয়নি।

ম্যাকব্রাইডের ক্যাম্পে যেতে না পেয়ে আমার মনের অবস্থা ঠিক কীরকম, তোমায় বোঝাতে পারবো না। অবশ্য এটাও ঠিক যে তুমি আমার অভিভাবক, তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে মেনে চলতেই হবে আমায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেন! এটা তো পরিষ্কার যে ওখানে ছুটি কাটানোটাই সবচেয়ে ভালো ছিল। আমি যদি হতাম ড্যাডি, আর তুমি হতে জুডি, তাহলে আমি বলতুম, 'যাও সোনা, ওখানেই যাও—খুব ভালো সময় কাটিয়ো। নতুন নতুন মানুষ দেখো, নতুন নতুন জিনিস শেখো। পরের বছর যাতে জোর খাটতে পারো তার রসদ সংগ্রহ করে এসো।'

সেসব তো নয়ই, বদলে কিনা সেক্রেটারির একটা কাঠখোট্টা নির্দেশ : চলে যাও লক উইলো।

এই কাঠ-কাঠ ব্যাপারটাই আমার খারাপ লাগে। আমি তোমার কথা যত ভাবি, তার এক তিলও যদি তুমি আমার কথা ভাবতে তাহলে ওই সেক্রেটারির যান্ত্রিক টাইপ করা চিঠির বদলে নিজের হাতে মাঝে মাঝে দু'কলম লিখতে। আমার কথা একটুও ভাবো, এটা জানলে আমি তোমার জন্যে সব কিছু করতে পারি।

BanglaBook.org

আমি জানি ড্যাডি, সেটাই শর্ত ছিল। আমি তোমায় বড়ো বড়ো চিঠিতে বিস্তারিত সব জানাবো, উত্তর-টুত্তর কখনো আশা করবো না—এর বদলে তুমি আমায় পণ্ডিত করে তুলবে। কিন্তু ড্যাডি এই শর্তটা যে ভীষণ কঠিন। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি। কী ভীষণ একা ভাবো তো আমি। একটি মাত্র মানুষকেই আমি জানি, সেও কত আবছা। আমি তো কল্পনায় তোমাকে গড়ে তুলেছি, আসল লোকটা হয়তো সম্পূর্ণ আলাদা। জীবনে একবার তুমি আমায় নিজে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলে, যখন আমি হাসপাতালে ছিলাম। যখন মনে হয় তুমি পুরোপুরি ভুলে গেছো আমাকে, সেই চিঠিটাই বার বার পড়ি।

সত্যিই বড়ো কষ্ট পাই, এইরকম একটা মানুষ—অলীক, উদ্ধত, অদৃশ্য, যুক্তির ধার না ধারা ঈশ্বরের মতো আচরণ! অথচ সেই মানুষটি যখন আমার প্রতি করুণায় এত কিছু করছেন, তাঁর তো অলীক, উদ্ধত, অদৃশ্য, যুক্তিকে উড়িয়ে দেবার অধিকার আছেই। তাই আমি মন থেকে সব কষ্ট উড়িয়ে দিয়ে আবার সহজ হয়ে গেলাম, যাও। তবে স্যালি ওখানে কত ভালোভাবে সময় কাটাচ্ছে জানিয়ে যখন চিঠি লেখে, তখনই হয় মুশকিল।

এই গ্রীষ্মে আমি লিখছি খুব। চারটে ছোটগল্প লিখেছি, পাঠিয়েও দিয়েছি বিভিন্ন পত্রিকায়। দেখতে পাচ্ছো তো, লেখিকা হবার কীরকম চেষ্টা করছি। চিলে-কোঠায় যে ঘরটায় বর্ষার দিনে মাস্টার জার্ভি খেলা করত, সেটাকেই আমার লেখার ঘর বানিয়েছি। বড়ো সুন্দর পরিবেশ।

পরের চিঠিটা ভালো হবে, ফার্মের অনেক খবরও থাকবে। তবে একটু বৃষ্টি হলে ভালো।

তোমার চিরদিনের জুডি

১০ আগস্ট

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস

তোমায় চিঠি লিখছি একটা উইলো গাছের ডালে বসে। দূরে একটা পুকুরে ব্যাঙ ডাকছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে। জায়গটায় সুন্দর বসা যায়। ঘণ্টাখানেক তো এখানেই বসে আছি একটা কলম আর ছোট কাঠের তক্তা নিয়ে। ভেবেছিলাম একটা গল্পই লিখবো, কিন্তু গল্পে নায়িকাকে যেমনটি চাই সেরকম কাজকর্ম করাতে পারছি না, তাই তোমার চিঠিটাই শুরু করে দিলাম।

যদি এখনো নিউ ইয়র্কেই থাকো তো একবার এসে রোদ-ঝলমল সুন্দর এই ফার্মটা দেখে যেতে পারো। এক সপ্তাহ বৃষ্টির পরে এটা একেবারে স্বর্গ হয়ে গিয়েছে।

স্বর্গের কথাই যখন উঠল তো বলি, মিস্টার কেলগের কথা তোমায় বলেছিলাম

BanglaBook.org

আমি? গতবার এসে সেই যে ছোট্ট সাদা গির্জার পাদরি সাহেবের কথা বলেছিলাম গো! আরে সেই দাদু বেচারি মারা গিয়েছেন গত শীতে। নিমুনিয়া হয়েছিল। গতবার অন্তত বারছয়েক তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। বদলে এসেছেন এক যুবক পাদরি।

বৃষ্টিতে বেরোতে পারিনি তো, তাই গত সপ্তাহে এখানকার চিলেকোঠায় বসে আমি অনেক গল্পের বই পড়ে ফেলেছি। যখন যা পড়ি তখন তাই হতে ইচ্ছে করে আমার, শেষ পর্যন্ত যে কী হব কে জানে। তবে আমার খুব বেড়াতে ইচ্ছে করে। কোনো ম্যাপ দেখলেই মনে হয় মাথায় টুপি চড়িয়ে একটা ছাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

বৃহস্পতিবারের গোধূলি, দোরগোড়ায় বসে

জুডি ক্রমশ দার্শনিক হয়ে পড়ছে গো। খুঁটিনাটি খবর দেবার বদলে মনের ধ্যানধারণার কথাই বেশি বলতে ইচ্ছা করছে তার। তবু যদি খবর চাও তো বলি : আমাদের ফার্মের ন'টা শুকরের ছানা গত মঙ্গলবার পালিয়েছে, আটটা মাত্র ফিরে এসেছে। না, কাউকে দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু বিধবা বুড়ি ডাওডকে একটা বাপু সন্দেহ হয়।

ফার্ম রঙ করা হয়েছে। মুরগির ছানাপোনা সংখ্যায় বেশ কিছু বেড়েছে।

এবার মানুষের কথা বলি। 'বনিরিগ ফোর কর্নারস' ডাকঘরের নতুন বাবুটি নেশা করতে খুব ওস্তাদ। ইরা হ্যাচের বয়স হয়েছে, বাতও আছে—কাজকর্ম আর করতে পারে না। বয়সকালে টাকাপয়সা জমায়নি, কাজেই এখন একটু দুর্দশা তো হবেই।

কাছাকাছি যে স্কুল, সেখানে পরশু সন্ধেবেলা হবে আইসক্রিম উৎসব। সাদর আমন্ত্রণ রইল। আর একটা খবর, নতুন টুপি কিনেছি।

অন্ধকার হয়ে এলো, আর লেখা যাবে না। খবর সব শেষ।

শুভরাত্রি। জুডি

শুক্রবার

দারুণ খবর দিচ্ছি। লক উইলোতে কে আসছে বলো দেখি? অসম্ভব, তুমি বলতেই পারবে না। মিসেস সেম্পল-এর কাছে একটা চিঠি এসেছে মি. পেনডলটনের।

BanglaBook.org

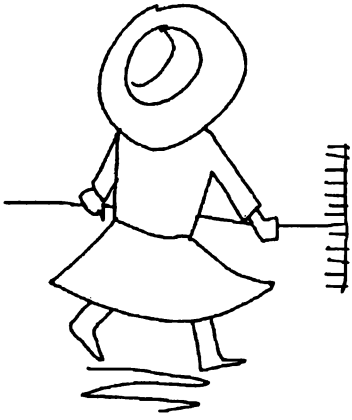

গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বার্কশায়ার, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই ক'দিন কাটিয়ে যেতে চান শান্ত নির্জন এই খামার বাড়িতে। হঠাৎ যদি এসে হাজির হন একটা ঘর-টর পাওয়া যাবে তো! ক'দিন থাকবেন আমি জানি না—এক সপ্তাহ, দু' সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ—যতদিনই থাকুন, এলেই বুঝে যাবেন এখানে কী শান্তি!

বাড়ি পরিষ্কারের ঘটা

সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। গোটা খামার বাড়ি পরিষ্কার করা হচ্ছে, পর্দা কাচা হচ্ছে। আমি দোকানে গিয়ে কিছু ওয়েল-ক্লথ আর বড়ো দু'টিন লাল রঙ কিনে এনেছি। হলঘর আর সিঁড়ি রঙ করা হবে। জানলা পরিষ্কারের কাজে লাগবেন কাল থেকে বুড়ি ডাওড। কাজকর্মের ঘটা থেকে তোমার মনে হতে পারে বাড়িটা বুঝি খুব নোংরা। তা কিন্তু মোটেই নয়। মিসেস সেম্পল বেশ গুছিয়েগাছিয়েই রেখেছেন বাড়িটা।

মানুষটা খুব মজার না ড্যাডি? কবে আসছেন সেটা কিচ্ছু জানতে দেননি—কালও হতে পারে, দু' সপ্তাহ পরেও হতে পারে। আমরা তো রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি তাঁর জন্যে। বেশি দেরি করলে বাড়ি দু-চারবার রঙ হয়ে যেতে পারে।

ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমেসাই, বুড়ো গ্রোভারের কথা বলছি। আমি একাই ওর পিঠে চড়ি। না না ভয় পেয়ো না, ওকে দেখলে তুমি বুঝবে, ভয় পাবার কিছুই নেই।

বুকে হাত রেখে বিদায় নিচ্ছি—জুডি

পু: কথাটা স্টিভেনসনের। দারুণ না?

শনিবার

চিঠিটা খামে পোরা হয়নি এখনও, তাই আর একটু লিখছি। এখানকার পোস্টম্যান আসে বারোটা নাগাদ। শুধু চিঠি বিলি করা নয়, মাত্র পাঁচ সেন্টের বদলে অনেকের কাজও সে করে দেয়—এই টুকিটাকি জিনিস আনাটানা বা অন্য কোনো কাজ। কালকেই তো আমার জুতোর ফিতে, একটা ক্রিম আর এক শিশি কালি নিয়ে এসেছে। রাস্তায় আসতে আসতে যত রকমের মজার ঘটনা দেখেছে, সেসবও বলে। কারো কারো কাছে সে খবরের কাগজ পড়ে দেয়। যারা কাগজ কিনতে পারে না, তাদের ওই পড়া খবরগুলো শুনিয়ে দেয়। কাজেই তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমেরিকা আর জাপানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল কিনা, কোনো দেশের প্রেসিডেন্টকে গুলি করে মারা হল কিনা, রকফেলার আমাদের জন গ্রিয়ার হোমের জন্যে দশলক্ষ ডলার দান করলেন কিনা—সব খবর আমি পেয়ে যাবো, জানাবার দরকার নেই।

এদিকে মাস্টার জার্ভির কোনো পাত্তা নেই। গোটা বাড়ি ঝকঝক তকতক করছে—আমরা প্রায় পা ফেলতেই ভয় পাই, এই অবস্থা। ভদ্রলোক এসে গেলে আমি বাঁচি। সত্যি কথা বলছি তোমায় ড্যাডি, মিসেস সেম্পল মানুষ খুব ভালো, কিন্তু বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না ওঁর সঙ্গে। ওঁদের জগৎটা এত ছোট যে, এই খামার বাড়ি, ওই গির্জা গ্রাম্য রাস্তাঘাট ছাড়া আর কোনো কথা নেই ওঁদের। নেহাৎ সারা দিন প্রচুর কাজ করি তাই বুঝতে পারি না।

এই অবস্থা আমার ছিল জন গ্রিয়ার হোমেও। ওই ছোট্ট গণ্ডিটুকুর বাইরে কেউ ভাবতেই পারত না। তাতে আমার অবশ্য কিছু যায় আসতো না, কারণ একটু ছোটও ছিলাম তখন, কাজেও চারিদিক অন্ধকার দেখতাম। সকালে উঠেই বাচ্চাদের বিছানা ঠিকঠাক করা, তাদের ফিটফাট করিয়ে স্কুলে পাঠানো, আবার ফিরে এলেই হাজারটা কাজ—জামাকাপড় কাচাকাচি, ফ্রেডি পারকিন্সের প্যান্ট সেলাই করা (প্রত্যেকদিন প্যান্ট ছিঁড়ে আসবে ও)—এইসব করে যখন শুতে যেতাম, একেবারে মড়া তখন আমি। সেটা তো তখনকার কথা! দু'বছর কলেজে পড়ার পর এই পরিবেশ আর ভালো লাগে না।

চলি ড্যাডি। তোমার জুডি

২৫ আগস্ট

ওঃ ড্যাডি, শেষ পর্যন্ত মাস্টার জার্ভি এসে পৌঁছেছেন। কী মজায় যে কাটছে দিনগুলো কী বলবো! আমার মনে হয় তাঁরও বেশ ভালো লাগছে। দশদিন হয়ে গেল এসেছেন, এখনও তো নড়বার কোনো লক্ষণ দেখছি না। দেখবো কী করে, মিসেস সেম্পলের তাঁকে যা লাই দেবার ঘটা! ছোটবেলাতেও কি এইরকম করতেন? বোধহয় না, তাহলে আর তাঁকে এত বড়ো হতে হত না।

মজার মানুষ। ছোট্ট একটা খাবার টেবিল আছে, আমাদের দুজনের জন্যে। সেটা কখনো এক জায়গায় থাকে না—ঘর, বাইরে, বন, জঙ্গল—যেখানে যখন ইচ্ছে সবসুদ্ধ দিয়ে পেছন পেছন ছুটছে কারি। অবশ্যি তাতে যে সেও খুব বিরক্ত এরকম নয়, কারণ একবার টেবিল ঘাড়ে করলেই চিনির কোটোর তলায় একটা এক ডলারের নোট সে পাবেই পাবে।

ভীষণ মিশুকে মানুষ, কিন্তু প্রথমটা দেখলেই তোমার মনে হবে বুঝি রাশভারি একটা পাক্কা পেনডনটন। অথচ মানুষটা কী মিষ্টি কী সরল আর কী মজার বলে বোঝাতে পারবো না। খামারে যারা কাজ করে তাদেরও তিনি ভীষণ ভালোবাসেন, প্রত্যেকের সঙ্গে মেশেন। খুব মজার মজার জামাকাপড় পরেন তিনি। যতবারই নতুন ধরনের কিছু পরেন, ডাঁটে একেবারে ফেটে পড়েন মিসেস সেম্পল। সব সময় সতর্ক যাতে জামা-টামায় নোংরা লেগে না যায়। তাঁর এটা করবে না ওটা করবে না-র জ্বালায় জার্ভি বলেই ফেলেন তাঁকে রোজ—'যাও যাও, নিজের কাজে যাও—এরকম টিকটিক করো না তো সব সময়! আমি কি এখন কচি খোকা নাকি।'

সত্যিই তিনি একদিন কচি খোকা ছিলেন, আর ওই জবুথবু মিসেস সেম্পল তাঁকে কোলে বসিয়ে মুখটুক ধুইয়ে দিতেন, এ কথা ভাবলেই আমার হাসি পায়।

কী রোমাঞ্চে যে দিন কাটছে কী বলবো! মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়াই দুজন মিলে। আমি মাছ ধরতে শিখেছি, রাইফেল আর রিভলবার চালাতেও শিখে গেছি—আর তার চেয়েও মজার কথা, ঘোড়ায় চড়া শিখেছি। বুড়ো গ্রোভের কী তেজ, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। সমানে দৌড়ে চলে সে আমাদের সঙ্গে।

বুধবার

কাছেই একটা ছোটখাট পাহাড় আছে স্কাই হিল বলে, না বরফ-টরফ পড়ে না, তেমন উঁচুও না, কিন্তু ওর চূড়ায় উঠলে তুমি পাগল হয়ে যাবে। আমরা

উঠেছিলাম গত সোমবার। নীচে বড়ো বড়ো গাছের জঙ্গল আছে, কিন্তু ওপরটায় খাঁজে খাঁজে পাথর। সূর্য ডোবা পর্যন্ত ছিলাম আমরা, ওখানেই রাতের খাবার রেঁধে খেলাম। ধুর, আমি কি রাঁধতে জানি নাকি, মাস্টার জার্ভিই রাঁধলেন, তাঁর এসব অভ্যেস আছে। তারপর চাঁদের আলোয় ওই বনের মধ্যে দিয়ে ফেরা। আর, কী যে মজা, কী বলবো তোমায়! সারাটা রাস্তায় তিনি নানারকম রঙ্গরসিকতা করতে করতে এলেন। কত জিনিস যে তিনি জানেন, ভাবলে অবাক হয়ে যাবে তুমি। আর বই? আমি যেসব বই পড়ছি, সমস্ত ওঁর পড়া।

আজকে একটা কাণ্ড হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে ঝড়ে পড়ে গেলাম। ভিজে আমরা চুপসে গিয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের উৎসাহ চুপসে যায়নি। ফেরার পর মিসেস সেম্পেলের সে কী আদিখ্যেতা—এঃহে জার্ভিখোকন, এক্কেবারে ভিজে কাদা। জুডিরও তো সেই অবস্থা। হাঃ কপাল, কী করি আমি! তোমার এত সাধের কোটটা একেবারে গেল।' ঠিক যেন আমরা আট-দশ বছরের বাচ্চা, আর উনি উদ্বিগ্ন মা। জামা-কাপড় ছাড়াবার যা ঘটা, খাবার-দাবার কিছু কপালে জুটবে বলেই মনে হচ্ছিল না।

শনিবার

ড্যাডি, লিখবার সময়ই পাচ্ছি না এক মুহূর্ত। স্টিভেনসনের এই লাইনগুলো কী সুন্দর, তাই না?

'পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে এতই মজা,
ভাবতে পারি সুখী আমরা, সবাই রাজা।'

কথাটা সত্যি, জানো তো! অনেক মজার জিনিস আছে পৃথিবীতে, আছে ঘোরার মতো অনেক জায়গা। তোমায় শুধু ভালোলাগার মতো একটা মন রাখতে হবে, একটা নমনীয় মন। তুমি যেসব জায়গায় যাচ্ছো, যেসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছো—তুমি যদি মনে করো, এগুলো আমার, তাহলেই সব তোমার।

রবিবার। সবে এগারোটা এখন। ঘুমিয়ে পড়ার কথা আমার, কিন্তু ঘুম আসছে না।

সকালে একটা মজার ব্যাপার হল। মিসেস সেম্পেল এসে পেনডনটনকে বললেন, 'সোয়া দশটার মধ্যে বেরোতে হবে কিন্তু, নইলে এগারোটায় গির্জায় পৌঁছতে পারবো না।'

'খুব ভালো কথা। তোমরা সব তৈরি-টৈরি হয়ে নিয়ো, আমার না হলে অপেক্ষা করো না।'

'করবো না মানে!'

'সে তোমার ইচ্ছে। ঘোড়াগুলোকে বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখো না।'

BanglaBook.org

তারপর মিসেস সেম্পেল যখন তৈরি হচ্ছেন, উনি কারিকে বললেন দুপুরের খাবারটা দিয়ে দিতে, আমায় বললেন বেড়াতে যাবার পোশাক পরতে, তারপরই খিড়কি দরজা দিয়ে ফুড়ুৎ। চললাম আমরা মাছ ধরতে।

কী সর্বনাশের ব্যাপার বোঝো। মিসেস সেম্পেলের তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। রোববারে যেখানে বেলা দুটোর আগে খাবার কথা ভাবাই যায় না, সেখানে কিনা সাতটার মধ্যেই খাবার-দাবার নিয়ে তাঁর জার্ভি উধাও। এ তো নির্ঘাৎ নরকে যাবার পাকা বন্দোবস্ত। কপাল চাপড়াতে লাগলেন এই বলে যে ছোটবেলায় তিনি কিচ্ছু শিক্ষা দিতে পারেননি, বাচ্চা অবস্থাতেই তাঁর সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে 'সবাইকে' তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁর আদরের খোকনকে।

সে যাই হোক, মৎস্য শিকার অভিযান আমাদের ভালোই হয়েছে। ছোট ছোট চারটে ধরেছিলেন উনি। সেগুলো পুড়িয়ে খেলাম আমরা লাঞ্চে। আগুনের ওপর ধরতে গিয়ে প্রায়ই নীচে পড়ে যাচ্ছিল মাছগুলো, ফলে মাছের সঙ্গে ছাইও কিছু পেটে গেছে। চারটেয় বাড়ি ফেরা, পাঁচটায় গাড়ি নিয়ে বেরুনো, সাতটায় রাতের খাওয়া, দশটায় আমায় ঠেলে শুতে পাঠিয়ে দেওয়া। সেখান থেকেই লিখছি আমি, যদিও বেশ ঘুম পাচ্ছে এখন।

শুভরাত্রি

আমি নিজে যে মাছটা ধরেছিলাম সেটা এইরকম :

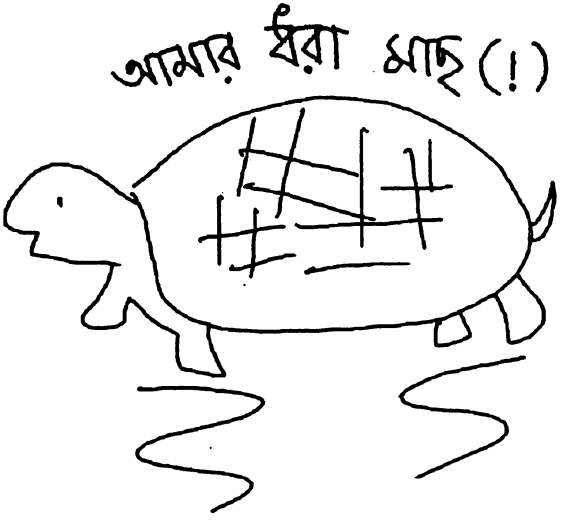

ইয়া হো! ক্যাপটেন লঙ-লেগস!

সম্বোধন দেখে বুঝতে পারছো আমি কী পড়ছি এখন? স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আয়ল্যান্ড'। মিস্টার পেনডলটনের লক উইলো লাইব্রেরিতেই ছিল।

এই চিঠিটা তোমায় লিখছি প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে। এটা হয়েও গেল খুব বড়ো। খুঁটিনাটি বর্ণনার কমতি আছে, একথা এবার আর বলতে পারবে না। এই সময়টা ড্যাডি, যদি তুমিও এখানে থাকতে, দারুণ হতো। দুজনে এক সঙ্গে থাকলে ভীষণ ভালো লাগতো আমার। ভেবেছিলাম মি. পেনডলটনকে জিগ্যেস করবো তিনি তোমায় চেনেন কিনা। নিশ্চয়ই চিনতে পারতেন, কেননা নিউ ইয়র্কে তোমরা দুজনেই তো নিশ্চয়ই জমকালো সব অনুষ্ঠানে যাও। জিগ্যেস অবশ্য করিনি, কারণ আমি তো তোমার আসল নামটাই জানি না।

এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে বলো, আমি তোমার নামই জানি না! মিসেস লিপেট আমায় বারণ করে দিয়েছিলেন, এসব নিয়ে তোমায় যেন বিরক্ত না করি।

তোমার স্নেহের জুডি

১০ সেপ্টেম্বর

প্রিয় ড্যাডি

উনি চলে গেলেন! কী খারাপ যে লাগছে না। কোনো মনের মতো মানুষের সঙ্গে থাকতে, তার মতো করে দিন কাটাতে যখন অভ্যস্ত হয়ে যাও, তখন সে চলে গেলে বড্ডো বাজে লাগে। মিসেস সেম্পেলের কথাবার্তা আর একটুও ভালো লাগছে না।

ভাগ্যিস কলেজ খুলে যাচ্ছে দু'সপ্তাহ পরে, ওখানে গিয়ে যেন বাঁচবো আমি। এই গ্রীষ্মে কিন্তু অনেক লিখেছি আমি। মোটমাট ছ'টা গল্প আর সাতটা কবিতা। সব পাঠিয়ে দিয়েছি বিভিন্ন পত্রিকায়, পত্রপাঠ সব ফিরেও এসেছে। তাতে অবশ্য আমার বয়েই গেল, আমার লেখার অভ্যেসটা তো হল! মাস্টার জার্ভি সব পড়েছেন। লুকোবার উপায় ছিল না, ডাক তো তিনিই এনেছেন। পড়ে বললেন, ভয়ংকর লেখা—আমি যে কী লিখছি সেটা নাকি আমি নিজেই কিছু বুঝি না। একটা ছোট লেখা অবশ্য ছিল কলেজ নিয়ে, সেটা তাঁর মন্দ লাগেনি। নিজেই টাইপ করে একটা পত্রিকায় পাঠিয়েছেন। দু'সপ্তাহতেও যখন ফেরৎ এলো না তখন মনে একটু-একটু আশা হচ্ছে।

আকাশের অবস্থা দেখেছো! লাল হয়ে উঠেছে গোটা আকাশ। ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।

* * * *

একেবারে চড়বড়িয়ে বৃষ্টি এসে গেল। জানলার কাচের ওপর কী আওয়াজ

BanglaBook.org

তার! দৌড়লাম জানলা-টানলা বন্ধ করতে। কারি ছুটলো নানান পাত্র নিয়ে চিলেকোঠায়—ফুটোফাটা যেখানে আছে, সেখানেই পেতে দেবে। আমি এসে যেই আবার তোমায় লিখতে যাচ্ছি, মনে পড়ে গেল আমার টুপি, কম্বল, মাদুর আর একটা কবিতার বই—সব ফেলে এসেছি গাছতলায়। দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এলাম। সমস্ত ভিজে গিয়েছে। এ সব জায়গায় ঝড় খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার। কত জিনিসই তো বাইরে থাকে, নষ্ট হয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার

ড্যাডি! ড্যাডি! আঃ কী ভাবো বলো তো আমাকে! পিওন এইমাত্র এসে আমায় দু'খানা চিঠি দিয়ে গেল।

এক নম্বর ।। আমার গল্প ওরা নিয়েছে। পঞ্চাশ ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে। আঃ, আমি এখন লেখিকা!

দু' নম্বর ।। কলেজের সেক্রেটারির চিঠি। কলেজ থেকে দু'বছরের জন্যে একটা স্কলারশিপ পেয়েছি আমি। এতে আমার থাকা-খাওয়া, মাইনে-টাইনে সব হয়ে যাবে। ইংরেজি আর সাধারণ ভাবে বিশেষ দক্ষতার জন্য এটার ব্যবস্থা করেছিলেন একজন প্রাক্তন ছাত্রী। আগেই দরখাস্ত করেছিলাম, এখন দেখছি আমিই পেয়েছি সেটা। আমি ভীষণ খুশি ড্যাডি, এখন থেকে আমি আর তোমার বোঝা হয়ে থাকবো না। মাসে মাসে যেটা পাঠাও শুধু সেটুকু হলেই চলবে এখন। সেটাও হয়তো আমি লিখে কিংবা ছাত্রী পড়িয়ে, নইলে অন্য কিছু করে ব্যবস্থা করে নেব।

ওখানে ফিরে গিয়ে কাজকর্ম শুরু করার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছি আমি।

তোমার চিরদিনের
জেরুশা অ্যাবট,
'ক্লাসে ওঠা ছাত্রী যখন খেলায় জেতে'-র লেখিকা। এই পত্রিকা বিভিন্ন স্টলে দশ সেন্ট মূল্যে পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

২৬ সেপ্টেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

আবার কলেজ, কিন্তু নতুন ক্লাস, নতুন ঘর। আমাদের ঘরটা এবার আরো ভালো। দক্ষিণ খোলা, দুটো বিশাল জানলা—আর কীরকম সাজানো! জুলিয়া যে জুলিয়া সেও দু'দিন আগে থেকে এসে ঘর সাজাতে লেগেছে।

ঘরের রঙিন কাগজে মোড়া দেওয়াল আর চমৎকার সব কম্বল তো আছেই, আসবাবগুলো সব মেহগনি কাঠের—আসল মেহগনি কাঠ! ভেবে দেখো একবার।

ভালো তো খুবই, কিন্তু কীরকম যেন মনে হয় আমি এর যোগ্য নই। তাই একটু বাধো-বাধো লাগছে।

ফিরে এসেই তোমার চিঠি রাখা আছে দেখলাম। না, তোমার না, তোমার সেক্রেটারির।

ড্যাডি, কী ব্যাপার বলো তো! স্কলারশিপটা আমি কেন নেবো না একটু ঠিক করে বলবে? তোমার এতে আপত্তির কী আছে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। অবশ্য আপত্তি থাকলেও কিছু করার নেই আর, ওটা আমি নিয়ে ফেলেছি—এখন আর অন্যরকম কিছু করা সম্ভব নয়। আমায় অবাধ্য গোঁয়ার যা খুশি ভাবতে পারো, কিন্তু ওটাই আমার কথা। তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝি। আমায় শিক্ষিত করতে পাঠিয়েছো, যদ্দিন না ডিপ্লোমা পাচ্ছি, সবটা তুমিই টানতে চাও। কিন্তু একটু আমার দিক থেকেও ভাবো কথাটা। তুমি যে আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছো সেজন্য আমি তো তোমার কাছে ঋণী, আর এই ঋণ তো আমি শোধ করতে চাই। এ ঋণ শোধ হবার নয় সেটা আমি জানি, কিন্তু টাকাপয়সা যদি শোধ করতে পারি, তাও তো খানিকটা ভালো লাগবে। তুমি একটা পয়সাও চাও না, সে আমি জানি, কিন্তু আমারও তো একটা ইচ্ছে বলে ব্যাপার থাকতে পারে, যদি অবশ্য সেটা কখনও সম্ভব হয়! স্কলারশিপ সেটাই একটু সহজ করে দিয়েছে।

আমার কথাটা একটু বুঝে দেখো, রাগ করো না। মাসে মাসে যে হাত খরচা দাও সেটা তুমি স্বচ্ছন্দে পাঠাতে পারো—জুলিয়ার সঙ্গে থাকতে গেলে ওটা না হলে আমার চলবেও না। কিন্তু যেটুকু শোধ করতে পারি সেটা করবো না কেন!

এটা অবশ্য ঠিকঠাক চিঠি হল না, আরো অনেক কিছু আমার লেখার ছিল। এখন গোছগাছ নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে লেখার সময়ই নেই। ভাবতে পারো, তোমার জুডি এখন জেরুশা অ্যাবট—তার দুটো বড়ো বড়ো ট্রাঙ্ক ভর্তি জামা, চারটে বিশাল বাক্সয় বই ঠাসা!

কলেজ খোলার দিন হবে বিরাট উৎসব।

শুভরাত্রি। রাগ করো না ড্যাডি, সেই ছোট্ট মুরগির ছানা এখন নখ আঁচড়িয়ে নিজেই খাবার খুঁজতে চাইছে। আস্তে আস্তে নধর মুরগি হয়ে উঠছে সে—গায়ে গজিয়েছে সুন্দর সব পালক, গলায় ফুটেছে গর্বিত স্বর—সবটাই অবশ্য তোমার জন্যে।

তোমার স্নেহের জুডি

প্রিয় ড্যাডি, ৩০ সেপ্টেম্বর

স্কলারশিপ নিয়ে সেই একই বুকনি চালিয়ে যাচ্ছো! অসহ্য। এরকম জেদি, গোঁয়ার নেই-আঁকড়া আর ঘ্যানঘেনে মানুষ তো কখনো দেখিনি আমি। খালি

BanglaBook.org

নিজেরটাই বোঝো তুমি, যুক্তিতর্কের কোনো ধার ধারো না! অন্য কারো কথা কিছুই বুঝতে চাও না?

অচেনা মানুষের কাছে অনুগ্রহ নেবো কেন, এই তোমার যুক্তি। বলি তুমি নিজে কী, সেটা আমাকে বলো দেখি। তুমি কি আমার চেনা? রাস্তায় দেখা হলে তোমায় চিনতে পারবো আমি? যদি তুমি একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হতে, তোমার জুডিকে বাবার মতো সুন্দর-সুন্দর চিঠি লিখতে, মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে, কী লক্ষ্মী মেয়ে রে তুই জুডি—একমাত্র তাহলেই আমার বুড়ো বাবাকে আমি এড়াতে পারতাম না, তার যে-কোনো ইচ্ছে আমাকে মানতেই হত।

কিন্তু তুমি! অচেনা ছাড়া আর কী! স্মিথ সাহেব, তুমি তো নিজেকে আটকে রেখেছো একটা কাচের ঘরে।

তা ছাড়া দেখো, স্কলারশিপটা কি কারো অনুগ্রহ? এটা একটা পুরস্কার। আমি নিজের যোগ্যতায় এটা পেয়েছি। ইংরেজিতে খুব ভালো না হলে ওরা এটা দিত না। সব বছর এটা দেয়ও না ওরা। অবশ্য কাকেই বা আমি বোঝাবার চেষ্টা করছি—যুক্তি-টুক্তির ধারে-কাছে তো তুমি ঘেঁষো না স্মিথ সাহেব! কোনো মানুষকে বোঝাবার দুটো উপায় আছে, মিষ্টি কথায় তোয়াজ করে ব্যাপারটা বলা অথবা ঝগড়া করা। আমার মনের গভীর ইচ্ছের কথা লোককে বোঝাবার জন্যে তাকে তোয়াজ করাটাকে আমি ঘেন্না করি। কাজেই ঝগড়া ছাড়া কোনো রাস্তা নেই।

স্কলারশিপটা আমি ছাড়তে পারবো না, ব্যস। এই আমার শেষ কথা। এ নিয়ে যদি আর বেশি ঝামেলা কর, তোমার দেওয়া হাত-খরচের টাকাও আমি নেব না—গাদা গুচ্ছের নতুন ছাত্রীকে পড়িয়ে নিজেকে শেষ করে দেব আমি। তোমার জন্যে অবশ্য আমার একটা পরামর্শ আছে। তোমার তো মনে হচ্ছে, আমি স্কলারশিপটা নেওয়া মানেই অন্য কোনো মেয়েকে বঞ্চিত করা? তুমি বরং এক কাজ করো, আমার পেছনে যে টাকাটা খরচা করছো সেই টাকায় জন গ্রিয়ার হোমের অন্য একটা মেয়েকে মানুষ করো। পরামর্শটা কেমন? একটাই শুধু অনুরোধ ড্যাডি, তাকে তুমি আমার মতো ভালোবেসো না।

চিঠির নিষেধটাকে পাত্তা দিলাম না বলে তোমার সেক্রেটারি কিছু মনে করবে? করলেও কিছু করার নেই আমার। তার খেয়ালখুশিকে অনেক মেনে চলেছি আমি, এবার আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে নড়ছি না।

তোমার জেরুশা অ্যাবট

যার একটা নিজস্ব মন আছে, এবং যে অন্তহীন জগতে একটা পরিপূর্ণ মেয়ে হবার স্বপ্ন দেখে।

BanglaBook.org

৯ নভেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

শহরে গিয়েছিলাম কিছু দরকারি জিনিস কিনতে, মনে হচ্ছিল ওগুলো ছাড়া একটি মুহূর্ত চলবে না। গিয়ে গাড়িভাড়া দিতে গিয়ে দেখি, ওমা! টাকার ব্যাগটা যে ফেলে এসেছি অন্য কোটের পকেটে। ফিরতি গাড়ি ধরে আবার কলেজ। ওঃ এরকম ভুল করা আর কারো দুটো কোট থাকা, দুটো ব্যাপারই মারাত্মক।

এবারের ক্রিসমাসে জুলিয়া পেনডলটন আমায় নেমন্তন্ন করছে। প্রস্তাবটা কেমন লাগছে? ভাবতে পারো, জন গ্রিয়ার হোমের জেরুশা অ্যাবট আর ধনীর দুলালী এক সঙ্গে বসে আছে ওদের বাড়িতে। জুলিয়া ঠিক আমাকে ডাকছে কিনা আমি জানি না, তবে দেখছি ইদানীং যেন একটু সদয় আমার ওপর। সত্যি কথা বলতে কী, ওর বাড়ির চেয়ে স্যালির বাড়িটা আমার ঢের বেশি পছন্দ, কিন্তু জুলিয়াই তো প্রথম বলেছে, তাই গেলে ওরসেসটার না গিয়ে নিউ ইয়র্কেই যেতে হবে। একটাই আনন্দ যদি মি. পেনডলটন দৈবাৎ এসে পড়েন ওখানে। তবে জুলিয়াদের বাড়ি যেতে গেলে নতুন জামাকাপড়ও করতে হবে একপ্রস্থ। তাই যদি তুমি কোথাও যেতে কারণ করে কলেজেই থেকে যেতে বল এবারের ছুটিটা তাতেও আমি মোটেই দুঃখিত হব না।

অনেক নতুন নতুন বই পড়ছি। এবার আমার পাঠ্যবিষয় হিসেবে নিলাম ইকনমিকস। দারুণ বিষয়টা। এটা শেষ করে আমি পড়ব চ্যারিটি (দয়া) আর রিফর্ম (উন্নতি)। আমার নিজের অনাথ আশ্রম তৈরি করার সময় খুব কাজে লাগবে না ওগুলো? গত সপ্তাহে আমার একুশ বছর পূর্ণ হল। ভোট দেবার সুযোগ পাবো এবার। সেটাও দারুণ। আমার মতো একটা সৎ, বিদূষী আর বুদ্ধিমতী মেয়ে ভোট দেবে না তাই কি হয়?

সব সময়ই তোমার, জুডি

৭ ডিসেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

জুলিয়ার কাছে যেতে যে তোমার আপত্তি নেই, এতেই আমি খুশি।

আমাদের কলেজের বিরাট অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল গত সপ্তাহে। তবে সবাই মিলে নাচের অনুষ্ঠানে শুধু আমরা সিনিয়ররা ছিলাম, নতুন মেয়েরা এখানে আসার সুযোগ পায়নি। তুমি তো জানো, আমরা নাচের জন্যে আমাদের পরিচিত সঙ্গীদের ডেকে নিতে পারি। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কলেজ-কর্তৃপক্ষ করেন। আমি ডেকেছিলাম জিমি ম্যাকব্রাইডকে, স্যালি ডেকেছিল জিমির সঙ্গে পড়ে যে

BanglaBook.org

ছেলেটা, মানে ওদের গ্রীষ্মের ক্যাম্পে এসে যে ছিল ওদের সঙ্গে, তাকে। লাল চুল, হাসি-খুশি, ভালোই ছেলেটা। জুলিয়া ডেকেছিল নিউ ইয়র্কেরই একটি বন্ধুকে।

দু'দিন ধরে মহা হুল্লোড় হল। আনন্দ-উৎসব যে কী পরিমাণ হয়েছে সে তো বুঝতেই পারছো, তবে সব চেয়ে আনন্দের ব্যাপার কী বলো তো? আরম্ভে যে গানটা কলেজের মেয়েরা সমবেতভাবে গাইলে সেটা এর জন্যেই বিশেষভাবে লিখেছে—হ্যাঁ গো, তোমারই এই দুষ্ট-মিষ্টি মেয়েটা। কলেজে এই মেয়েটা কিন্তু রীতিমত কেউকেটা হয়ে পড়ছে। যাক গে, অনুষ্ঠানের শেষে চলে যাবার সময় জিমিরাও কিন্তু ওদের অনুষ্ঠানে আমাকে আর স্যালিকে নেমন্তন্ন করেছে। আমরা হ্যাঁ বলে দিয়েছি। তুমি আবার আপত্তি করবে না তো ড্যাডি?

একটা গোপন রহস্য আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি। বলবো? তুমি আবার আমাকে অহংকারী ভাববে না তো? তাহলে বলি শোন—

আমি কিন্তু সুন্দরী।

হ্যাঁ গো, সত্যি বলছি। ঘরে আমাদের তিন তিনটে আয়না আছে, তা সত্ত্বেও সেটা না বুঝবার মতো বুদ্ধু আমি নই।

তোমার বন্ধু

পুনশ্চ : এরকম দুষ্টুমি করে লেখা উড়োচিঠি তুমি আগে পেয়েছো কোনোদিন?

২০ ডিসেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

একটুখানি হাঁফ ফেলবার সময় পেয়েছি, তখনই লিখছি। এখনও দুটো ক্লাস করতে হবে, একটা ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেস গোছাতে হবে, তারপর চারটের ট্রেন ধরা—কিন্তু তোমার বড়োদিনের উপহার আমার কত পছন্দ হয়েছে সেটা না জানিয়ে কি যেতে পারি!

উপহারের বাক্স পেয়ে আমার যে কী অবস্থা—ফারের পোশাক, নেকলেস, দস্তানা, রুমাল, মানিব্যাগ, এত বই—সব কিছু আমার ভীষণ পছন্দ, আর সবচেয়ে পছন্দ তোমাকে। কিন্তু ড্যাডি তুমি যে আমার পড়াশুনো ডকে তুলে দেবে দেখছি। এত রকম সব উপহার দিলে এইসব কঠিন পড়ায় আমার মন থাকবে কেমন করে!

এতদিন পরে আজ যেন আমি একটু একটু বুঝতে পারছি জন গ্রিয়ার হোমের ট্রাস্টিদের মধ্যে কে ক্রিসমাস ট্রি উপহার দিত, কে রবিবার আইসক্রিমের বরাদ্দ করেছিল। তার নাম কেউ জানে না, কিন্তু এই কাজগুলোকে তো আমি চিনছি এখন। এসব কাজের জন্যে তোমায়—

তোমার খুব ভালো হোক ড্যাডি। ক্রিসমাস বেশ আনন্দে কাটুক।

তোমার চিরদিনের জুডি

BanglaBook.org

পু : আমিও একটা ছোট্ট উপহার পাঠাচ্ছি। তোমারও কি মনে হয় আমাকে আর একটু জানলে আমাকে তোমার আরো পছন্দ হত?

১১ জানুয়ারি

ভেবেছিলাম ড্যাডি তোমায় ওখান থেকেই লিখবো, কিন্তু নিউ ইয়র্ক আমাকে গ্রাস করে রেখেছিল।

জমকালো ভাবেই কাটিয়েছি, তবু বলছি ওইরকম একটা পরিবারে যে আমি জন্মাইনি সে আমার সৌভাগ্য। জন গ্রিয়ার হোমের শৈশবও এর চেয়ে ভালো। সেখানে যত অভাবই থাক, এখানকার মতো ভণিতা ছিল না। এ বাড়ির প্রাচুর্যের আবহাওয়াটা মানুষকে যেন শেষ করে দেয়। ফিরে আসবার ট্রেনে চড়বার আগে পর্যন্ত আমি বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারিনি। বাড়ির প্রত্যেকটা আসবাব চোখ-ধাঁধানো, সুন্দর পোশাক সজ্জিত সব মানুষ, কথা বলে সব ফিস-ফিস করে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী ড্যাডি একটা কথাও হৃদয় থেকে উঠে আসছে বলে মনে হয় না—হৃদয়কে বাইরে রেখে যেন এসব ঘরে ঢুকতে হয়।

জরি আর জড়োয়া ছাড়া মিসেস পেনডলটন আর কিছুই বোঝেন না, আর সামাজিক পার্টি। মিসেস ম্যাকব্রাইড কিন্তু একদম আলাদা রকমের মা। আমি যদি কখনো ঘরসংসার করি মিসেস ম্যাকব্রাইডের মতো মা হতে চাইব, পেনডলটনের মতো নয়। সবে যেখান থেকে ঘুরে এসেছি তাদের সমালোচনাটা ঠিক নয়, আমি জানি। আমায় ক্ষমা করে দিয়ো ড্যাডি, এ সব কথা শুধু আমাদের দুজনের মধ্যেই থাক।

চায়ের টেবিলে একদিন মাত্র মাস্টার জার্ভি এসেছিলেন। ওঁর সঙ্গে একা কথা বলার কোনো সুযোগ পাইনি। গত গ্রীষ্মের কথা মনে করে আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমার মনে হয় নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বনে না, ওঁরাও তাঁকে কিচ্ছু বুঝতে পারেন না। জুলিয়ার মা তো বললেনই, তিনি খ্যাপাটে। উনি নাকি বুঝতেই পারেন না এত সব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা মাস্টার জার্ভির মাথায় কী করে গজায়। তিনি নাকি অভিজাত শখ-শৌখিনতায় টাকা খরচ না করে সমাজের উন্নতি-টুন্নতির মতো বাজে কাজে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। জুলিয়া আর আমাকে একটা করে ক্রিসমাস বাক্স দিয়ে গেছেন তিনি।

কলেজে আবার ফিরতে পেরে আমি বেঁচে গেছি ড্যাডি। অজস্র থিয়েটার, হোটেলের পর হোটেল, চোখ-ধাঁধানো বাড়ি—আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল এসব দেখে। এই পড়াশুনোর পরিবেশটা আমার নিউ ইয়র্কের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে। পড়াশুনা নিয়ে থাকলে মনটা বেশ তাজা থাকে। আর মন যখন ক্লান্ত জিমনেশিয়ামে যাও, কি কোনো খেলাধুলো করো। সেই সঙ্গে আছে এক ঝাঁক

BanglaBook.org

বন্ধু তারাও তোমার মতোই ভাবে, পড়াশুনো করে। একটা সন্ধে তো স্রেফ কথা বলে কাটিয়ে দিলাম আমরা—কথা, কথা, কেবল কথা। তাতেই শুতে যাবার সময় মনে হল জীবনের সব ভার যেন হালকা হয়ে গিয়েছে। একথার মধ্যে বোকা বোকা রসিকতাও তো কত থাকে, কিন্তু কোনোটাই খারাপ লাগে না।

জীবনে সুখী হবার আসল কথাটা আমি শিখে গেছি ড্যাডি। সুখী হবার জন্যে বিরাট কিছু পাবার দরকার নেই। কত ছোটখাট জিনিস ছড়িয়ে আছে যা থেকে বিস্তর মজা পাওয়া যায়। আমাদের বাঁচা উচিত বর্তমানকে নিয়ে। যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ করেও লাভ নেই, আবার যা হবে তার কথা ভেবেও লাভ নেই, যা হচ্ছে তাকে নিয়েই বাঁচা উচিত। অনেকটা চাষবাসের মতো আর কী! অনেকখানি জায়গা জুড়ে চাষ করা যায়, আবার ছোট জমিই খুব যত্ন নিয়ে চষা যায়। আমি পরেরটার মতো বাঁচতে চাই। এখনকার প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করতে চাই এবং আমি বুঝতে চাই যে আমি উপভোগ করছি। বেশির ভাগ মানুষ বাঁচে না, শুধু দৌড়য়। বহুদূরের একটা লক্ষ্যের দিকে তারা দৌড়য়, দৌড়তে দৌড়তে বেদম হয়ে পড়ে—রাস্তার দু'পাশে কত ভালো ভালো দৃশ্য, কিছুই তাদের চোখে পড়ে না। হঠাৎই একসময় বোঝে তারা বুড়ো হয়ে গিয়েছে, অক্ষম হয়ে গিয়েছে। তখন আর লক্ষ্যে পৌঁছল কি না পৌঁছল কী এসে যায়! আমি ছোট ছোট সুখগুলোকেই উপভোগ করবো ড্যাডি, তাতে যদি বড়ো লেখিকা না হতে পারি বয়েই গেল! খুব পাগলামি মনে হচ্ছে কি?

চিরদিনই তোমার, জুডি

১১ ফেব্রুয়ারি

প্রিয় ডি. এল. এল.

চিঠি খুব ছোট্ট হবে, রাগ করো না। এটা চিঠি নয়, পরীক্ষা শেষ হলে একটা চিঠি দেব, সেটুকু শুধু জানানো। পরীক্ষাটায় শুধু পাশ করলে হবে না, ফলও খুব ভালো করতে হবে, কারণ আমি তো স্কলারশিপ নিয়ে পড়ছি।

পড়াশুনায় মনোযোগী, জে. এ.

৫ মার্চ

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

এখনকার ছেলেমেয়েরা কত ভঙ্গিসর্বস্ব আর কৃত্রিম হয়ে যাচ্ছে, এই নিয়ে প্রেসিডেন্ট একটা বক্তৃতা দিলেন আজকে। তিনি বললেন, আমাদের পুরনো

মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে, গভীর পড়াশুনো আর দেখা যাচ্ছে না, বড়োদের প্রতি ঠিকমতো শ্রদ্ধাও আমরা দেখতে পারছি না।

গির্জা থেকে ফিরে মনটা শান্ত লাগছে। ড্যাডি, আমি কি তোমার সঙ্গে যা খুশি তাই বকে যাই? তোমাকে আর একটু সমীহ করা উচিত কি আমার? ঠিক আছে, এবার থেকে তাই করবো।

* * * *

প্রিয় মি. স্মিথ.

শুনে সুখী হবে যে ষান্মাসিক পরীক্ষায় আমি পাশ করেছি, এখন নতুন সেমিস্টারের জন্যে তৈরি হচ্ছি। কেমিস্ট্রি পড়া শেষ, এবার ধরবো বায়োলজি। শুনেছি এতে এন্তার ব্যাঙ কাটতে হয়।

গির্জায় দারুণ একটা বক্তৃতা শুনলাম। বেশ কিছু ভালো বইও আমি পড়ে ফেলেছি এর মধ্যে। তুমি কি টেনিসনের 'লক্স্লি হল' পড়েছো? দারুণ বই।

জিমনেশিয়ামে এখন ঘন ঘন যাচ্ছি। এর ওপর এখন একটু জোর দিতে হচ্ছে। জিমনেশিয়ামে সিমেন্ট আর মার্বেল পাথরে তৈরি খুব সুন্দর একটা সাঁতার শেখার পুষ্করিণী আছে। মিস ম্যাকব্রাইডের সাঁতারের পোশাকটা ছোট হয়ে গিয়েছিল, ওটাও আমায় দিয়ে দিয়েছে। আমি তাই নিয়ে সাঁতার শেখা শুরু করবো।

আবহাওয়াটা এখন ভারি ভালো হয়েছে। ঝকঝকে রোদ, আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে তুষারঝড়। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে ক্লাস করতে যাওয়া আর আসাটা বেশ ভালো লাগে।

তোমার চিরবিশ্বস্ত, জেরুশা অ্যাবট।

২৪ এপ্রিল

প্রিয় ড্যাডি,

বসন্ত এসে গেল আবার। আমাদের ক্যাম্পাসটা এখন কী ভালো যে লাগছে দেখতে, তোমার নিজে এসে একবার দেখে যাওয়া উচিত। গত শুক্রবার হঠাৎ এসে পড়েছিলেন মাস্টার জার্ভি। আমরা তিনজন, মানে স্যালি, জুলিয়া আর আমি তখন দৌড়চ্ছি ট্রেন ধরবো বলে। ইস, অস্বস্তির একশেষ! কলেজে ছুটি নিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম প্রিন্সটন, ওই নাচের আসরে যোগ দিতে। মিসেস ম্যাকব্রাইড আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সময়টা দারুণ কেটেছে, কিন্তু বর্ণনা দিতে গেলে রাত পুইয়ে যাবে।

BanglaBook.org

শনিবার

প্রায় রাত থাকতে উঠেছি। রাতের পাহারাদার দেখে ফেলেছে আমাদের ছ'জনকে। একটু কফি খেয়ে নিয়েই একেবারে বাইরে। দু'মাইল হেঁটে কাছের পাহাড়ে উঠে সূর্যোদয় দেখা। শেষটুকু প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হল। সূর্য প্রায় আমাদের হারিয়ে দেয় এই অবস্থা। প্রাতরাশের সময় সে কী ক্ষিধে!

আমরা ছ-জন সূর্যোদয় দেখছি

প্রিয় ড্যাডি, দোহাই তোমার, আজ যা খুশি তাই বকতে ইচ্ছে করছে। গাছে গাছে মুকুল আসছে, সে কথা তোমায় অনেকবার জানিয়েছি বোধ হয়। খেলার মাঠে যাবার কাঁকর-ঢালা পথ, সেও বড়ো সুন্দর। বীভৎস বায়োলজি ক্লাস হল আজকে। ক্যাথরিন প্রেনটিসের নিউমোনিয়া হয়েছে। ফার্গুসেন হলের ভেতর তিনটে বেড়াল বাচ্চার মিউ মিউ শোনা যাচ্ছে। আমার তিনটে নতুন জামা হয়েছে, একটা সাদা, একটা গোলাপি আর একটা ছিট ছিট ফুটকি দেওয়া নীল। এর সঙ্গে একটা টুপিও—

বড্ড ঘুম পাচ্ছে ড্যাডি। মেয়েদের কলেজে আবোলতাবোল কত যে কাজ থাকে। দিনের শেষে বড়ো ক্লান্ত লাগে। অবশ্য ঘুম থেকে উঠবার সময়ও তাই।

তোমার স্নেহের জুডি

BanglaBook.org

১৫ মে

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

এটাকে তুমি কী ধরনের ভদ্রতা বলবে, গাড়িতে যাচ্ছি একসঙ্গে—অথচ কারো দিকে না চেয়ে মাথা একেবারে সামনের দিকে সিধে উঁচিয়ে রেখে মুখে তালা দিয়ে যাওয়া!

এক ঝকঝকে মহিলা আরো ঝকঝকে পোশাক পরে গাড়িতে আমাদের সঙ্গে গেলেন, কিন্তু ওই নাক উঁচু ভঙ্গিতে, কারো সঙ্গে কোনো কথা নেই। আমি ছাড়া বাকি যারা আছে সবাই অতি তুচ্ছ এবং নগণ্য জীব, এই ভঙ্গিটাই ভারি বিশ্রী। যাক গে তিনি যখন নিজের ডাঁটে ডগমগ করছিলেন আমি তখন গাড়িতে বিচিত্র ধরনের সব মানুষ দেখছিলাম।

তোমায় যে ছবিটা পাঠাচ্ছি সেটা দেখে মনে হবে যেন দড়ি দিয়ে একটা মাকড়সাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু তা নয়, এটা হল জিমনেশিয়ামের হ্রদে আমার সাঁতার শেখার দৃশ্য।

আমার পেছনের একটা হুকে দড়ি বেঁধে যিনি সাঁতার শেখান তিনি ওইভাবে আমাকে ঝুলিয়ে দেন একটা কপিকলে করে। মাস্টারের প্রতি বিশ্বাস থাকলে ব্যাপারটা খুবই ভালো বটে, কিন্তু আমার তো আর তা নেই, কাজেই কখন দড়ি ছিঁড়ে যাবে এই আতঙ্কে একটা চোখ রাখতে হয় আমাকে দড়ির দিকে, আর এক চোখ সাঁতারের দিকে। ফলে সাঁতার কেমন শেখা হচ্ছে বুঝতেই পারছো!

আবহাওয়া এখন ভেলকি দেখাচ্ছে। এই হয়তো বৃষ্টি, তারপরই ঝকঝকে রোদ। স্যালি আর আমি যাচ্ছি টেনিস খেলতে। জিমে না যাবার ফন্দি আর কী!

এক সপ্তাহ পর

অনেক আগেই এ চিঠিটা শেষ হয়ে যেতো। তুমি রাগ করো না ড্যাডি, মনে করছো হয়তো চিঠি লেখায় আমার মন নেই, কিন্তু তোমায় চিঠি লিখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে, মনে হয় আমি যেন একটা পরিবারেই বাস করছি। একটা কথা বলবো তোমায়? এখন কিন্তু তুমি ছাড়াও, চিঠি লিখবার আরো দুজন লোক হয়েছে আমার। এই শীতে আমি মাস্টার জার্ভির কয়েকটা ভারি সুন্দর বেশ বড়োসড় চিঠি পেয়েছি। টাইপ করা চিঠি, কাজেই জুলিয়া কিছু বুঝতে পারেনি। আর একটা ব্যাপার অবশ্য ভারি সমস্যা হয়ে উঠেছে প্রত্যেক সপ্তাহে বিশাল এক লেফাফা আসতে শুরু করেছে প্রিন্সটন থেকে। আমি অবশ্য খুবই দায়সারা ভাবে উত্তর দিই তার। সেটা যাই হোক, আমিও অন্য মেয়েদের চেয়ে পিছিয়ে নেই, বুঝতে পারছো তো? চিঠি আমিও নিয়মিত পাই।

এর মধ্যে আমি আমাদের নাট্যদলের সভ্য হয়েছি। হওয়া বেশ শক্ত অবশ্য, আমাদের এক হাজার ছাত্রীর মধ্যে মাত্র পঁচাত্তর জন এ সুযোগ পেয়েছে।

BanglaBook.org

অনাথ আশ্রমের চিন্তাটা মাথা থেকে যায়নি কিন্তু আমার। একটা প্রবন্ধ লিখছি এ নিয়ে।

তোমার স্নেহের জে

৪ জুন

প্রিয় ড্যাডি,

খুব ব্যস্ত। কাল থেকে পরীক্ষা, দশ দিন চলবে। বিস্তর পড়া। বিস্তর গোছগাছ। বাইরে প্রকৃতি কী সুন্দর, ভেতরে তুমি বন্দি।

অবশ্য ছুটি তো আসছেই। জুলিয়া বিদেশ যাচ্ছে, এই নিয়ে বারচারেক হল। স্যালি ওদের সেই ক্যাম্পেই যাবে। আমি কী করবো বল তো? তোমার পক্ষে তিনটে জায়গার কথাই ভাবা সম্ভব। লক উইলো? হল না। স্যালির ক্যাম্প? তাও না। গতবার তুমি যেতে দাওনি, আর আমি যাই ওখানে! তাহলে কোথায়, বলো? দূর, তুমি কিচ্ছু কল্পনা করে নিতে পারো না। বলছি তোমায় কথাটা, কিন্তু তুমি যেন আপত্তি করে বসো না। তোমার সেক্রেটারিকেও বলে দিয়ো আমি এটা ঠিক করেই ফেলেছি।

এই গ্রীষ্মটা আমি সমুদ্রের ধারে কাটাবো মিসেস চার্লস প্যাটারসনের সঙ্গে। ওঁর মেয়ে কলেজে ঢোকার পরীক্ষা দেবে এই শীতে, তাকে আমি পড়াবো। ভদ্রমহিলাকে আমার বেশ ভালো লেগেছে, ম্যাকব্রাইডরা ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ওঁর ছোট মেয়েকে ইংরেজি আর ল্যাটিন শেখাবো। তাতে আমার নিজের সময় অবশ্য খুবই কমে যাবে, কিন্তু কত পাবো যে এই জন্যে? মাসে পঞ্চাশ ডলার। ভাবতে পারো? আমি হলে তো পঁচিশ চাইতেই লজ্জায় মরে যেতাম, কিন্তু তিনি ওটাই আমায় দেবেন বললেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবো আমি ম্যাগনোলিয়ায়, মানে ভদ্রমহিলা যেখানে থাকেন আর কী। তার পরের তিন সপ্তাহ বোধ হয় লক উইলোতে গিয়ে থাকবো। সেম্পলদের দেখতে খুব ইচ্ছে করছে, খামার বাড়ি জন্তু-জানোয়ারদেরও।

প্রোগ্রামটা কেমন লাগছে? দেখছো তো কেমন স্বাধীন হয়ে গিয়েছি আমি? তুমি আমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছো, এখন আমি একাই পথ চলতে পারি।

বিদায় ড্যাডি। খুব ভালো করে গ্রীষ্মটা কাটাও, তারপর একবছর কঠিন পরিশ্রমের জন্যে তৈরি হও (তুমি হলে এই কথাটাই বলতে তো আমাদের)। দূর, তোমার কিছুই যে আমি জানি না। তুমি গলফ খেলো? শিকার করো? ঘোড়ায় চড়ো? নাকি রোদ্দুরে বসে স্রেফ তপস্যা করো!

যাই হোক, ভালো থেকো। আর জুডিকে খবরদার ভুলো না।

BanglaBook.org

১০ জুন

প্রিয় ড্যাডি,

এরকম কড়া চিঠি বোধহয় আমি তোমায় কখনও লিখিনি, কিন্তু লিখতে হচ্ছে এই জন্যে যে, যা করার আমি ঠিক করে ফেলেছি—সেটা আর পালটানো যাবে না। এই গ্রীষ্মে আমাকে ইউরোপ বেড়াতে যেতে বলেছো, তাতে তোমার ভালোবাসা আর মহত্ত্ব দুইই প্রকাশ পেয়েছে, কথাটা শুনে আমি প্রথমটা সত্যি লাফিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে আমি আর হ্যাঁ বলতে পারছি না। দেখো, আমার পড়াশুনোর জন্যে তুমি যে টাকা দাও সেটা তো আমায় নিতেই হবে, কিন্তু সেই টাকায় আমি ফূর্তি করে বেড়াবো, এটা ঠিক নয়। এসব বিলাস তুমি আমায় শিখিয়ো না। যা খুশি তাই আমি পেতে পারি, এটা তুমি আমায় ভাবাবে কেন! একেই তো দেখো, জুলিয়া আর স্যালির সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর। ওরা ছোটবেলা থেকেই স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। যা খুশি ওরা চাইতে পারে, পেতেও পারে। আমার পক্ষে কি সে রকম ভাবা উচিত, তুমিই বলো? অনেক ভেবেচিন্তে এটাই সাব্যস্ত করলাম এই গ্রীষ্মটা দিদিমণি হওয়াই ঠিক আমার পক্ষে। কিছু পয়সাও পাবো সে জন্যে।

* * * *

কী কাণ্ড! এই পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময় মাস্টার জার্ভির চিঠি নিয়ে এক মহিলা এসে হাজির। তিনিও ইউরোপ যাচ্ছেন এই গ্রীষ্মে, না জুলিয়া বা তার পরিবারের সঙ্গে নয়, তিনি একাই। আমি বললাম, তুমি আমায় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে যেতে বলেছো—তিনি একদল মেয়েকে নিয়ে ভ্রমণে চলেছেন। মাস্টার জার্ভিস তোমার ব্যাপারটা জানেন। মানে এইটুকুই জানেন আর কী যে আমার বাবা-মা মারা গেছেন ছোটবেলায়, তুমিই আমায় কলেজে পাঠিয়েছ—আমি যে অনাথ আশ্রমের মেয়ে। অতটা বলতে আমার সাহস হয়নি। যাই হোক তিনি জানেন তুমিই আমার অভিভাবক এবং আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

যাই হোক, আমাকে ইউরোপ নিয়ে যাবার জন্যে তিনি ঝুলোঝুলি শুরু করলেন। বোঝালেন যে ভালো শিক্ষার জন্যেই বাইরে ঘোরা দরকার, কাজেই আমি যেন আপত্তি না করি।

সত্যি কথা বলবো ড্যাডি, কথাটা আমারও ভালো লেগেছিল। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমি রাজিই হয়ে যেতাম যদি তিনি ওরকম জোর জবরদস্তি না করতেন। আস্তে আস্তে বুঝিয়ে আমাকে রাজি করা যায়, জোর খাটিয়ে নয়। তিনি বিচ্ছিরি করে আমায় বলতে লাগলেন, বুদ্ধু, কাণ্ডজ্ঞানহীন, আড়বুঝো, গবেট, জেদি—আরো অনেক কিছু, সব আমার মনে নেই। ধরতে গেলে প্রায় ঝগড়াই হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।

ফলে হল কী, দুমদাম ট্রাঙ্ক গুছিয়ে আমি সোজা একেবারে এখানে। ভাবলাম

BanglaBook.org

তোমায় চিঠি লিখে সময় নষ্ট না করে একেবারে চলে এসে তোমাকে জানাবো। মিসেস পেটারসনের কটেজের নাম ক্লিফ টপ, সেখান থেকেই লিখছি আমি। ছাত্রী ফ্লোরেন্সকে নিয়ে এর মধ্যেই বসে পড়েছি আমি। মেয়েটা একেবারে বখে যাওয়া মেয়ে, মনে হচ্ছে আমাকে রীতিমতো লড়াই করতে হবে—কী করে পড়াশুনো করতে হয় তাই ও জানে না। একটি কাজই ও করতে পারে, সেটা হল আইসক্রিম খাওয়া।

আমার চোখের সামনেই নীল সমুদ্র। জাহাজ চলে যাচ্ছে দূর দিয়ে, আমার মনও চলে যাচ্ছে সেই দূর বিদেশে। কিন্তু এমনই কপাল আমার, ল্যাটিন ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছু চিন্তা করার উপায় নেই।

কাজেই বুঝতে পারছো ড্যাডি, আমার অবস্থাটা। আমার ওপর রাগ করো না, তুমি আমাকে কতোটা ভালোবাসা, কেন বাইরে পাঠাতে চেয়েছো সেসব না বোঝার মতো ভোঁতা মন আমার নয়। তোমার এই ভালোবাসার জবাব আমি দেবো নিজে খুব ভালো মানুষ হয়ে—ঠিক তুমি যেরকম ভালো, সেইরকম। অবশ্যি জানি না শেষ পর্যন্ত আমার কপালে কী আছে।

তোমার চিরদিনের, জুডি

১৯ আগস্ট

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

আমার সামনে সমুদ্র। দূরের পাহাড়কে স্নান করিয়ে দিচ্ছে সাগর।

আমার গ্রীষ্ম কেমন কাটছে তুমি জানো। ল্যাটিন, ইংরেজি, বীজগণিত আর দু-দুটো গবেট ছাত্রী। মারিয়ন যে কেমন করে কলেজে ভর্তি হবে আমি জানি না, হলেও সে টিকতে পারবে না সেখানে। আর ফ্লোরেন্সের কথা তো বলেই কাজ নেই। কিন্তু ওদের দেখতে অসাধারণ। শুধু রূপ নিয়ে কি কিছু হয়? বিয়ে হবে ওই মুখ্যু মেয়েদের! হতেও পারে, মুখ্যু ছেলেরও তো আর অভাব নেই।

সমুদ্রে ঢেউ বেশি না থাকলে আমরা স্নান করি, বিকেলে পাহাড়ে হেঁটে বেড়াই। সমুদ্রের জলে আমি ভালোই সাঁতার কাটতে পারি। শিক্ষাটা একেবারে বৃথা যায়নি।

প্যারিস থেকে মি. জার্ভিস পেনডলটন একটা ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছেন। ওঁর কথা না শোনার রাগটা এখনও ভুলতে পারেননি। যদি তাড়াতাড়ি ফেরেন তো লক উইলোতে আমাদের দেখা হবে, শেষ কিছুদিন তো ওখানেই থাকবো। এবার দেখা হলে খুব লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকতে হবে।

স্যালির কাছ থেকেও একটা চিঠি এসেছে, বলছে সেপ্টেম্বরের দু'সপ্তাহ ওদের ক্যাম্পে গিয়ে থাকতে। তোমার অনুমতি তো আমায় নিতেই হবে। কিন্তু নিতেই

BanglaBook.org

বা হবে কেন! আমি কি নিজের মতে কাজ করবার মতো বড়ো এখনও হইনি? এখন তো আমি সিনিয়র! সারা গ্রীষ্ম এরকম গাধার মতো খেটে একটু ফুর্তি করতে তো আমি চাইতেই পারি। আমি ক্যাম্পে যেতে চাই, দেখা করতে চাই স্যালির সঙ্গে। স্যালির দাদার সঙ্গেও দেখা করবো আমি, ও আমাকে নৌকা বাইতে শেখাবে। এবার আসল কথাটা বলি, বেশ হবে যদি মাস্টার জার্ভি আসে লক উইলোতে। এসে দেখবে আমি নেই। আমি ওঁকে বোঝাতে চাই ওঁর নির্দেশে আমি চলি না, কারো নির্দেশেই আমি চলি না। আমি চলি শুধু তোমার নির্দেশে। তাও বলছি ড্যাডি, আমি কিন্তু এখন বড়ো হয়ে গেছি।

জুডি

ম্যাকব্রাইড ক্যাম্প
৬ সেপ্টেম্বর

প্রিয় ড্যাডি,

তোমার চিঠি সময়মতো আসেনি। তাতে অবশ্য আমি খুশিই। যদি আমায় কিছু বলার থাকে, সেক্রেটারিকে বলো দু'সপ্তাহের আগেই সেটা জানাতে, কারণ এখানে আসা আমার পাঁচদিন হয়ে গেল।

এখানকার গাছপালা দারুণ, ক্যাম্প দারুণ, আবহাওয়া দারুণ, ম্যাকব্রাইডরাও দারুণ। পৃথিবীর স্বাদই এখন পালটে গিয়েছে। ভীষণ ভালো লাগছে। জিমি এসে গেছে আমায় নৌকা-বাওয়া শেখাতে।

খুব খারাপ লাগছে ড্যাডি, তোমার কথা শুনিনি বলে, কিন্তু তোমারই বা এত জেদ কেন! গোটা গ্রীষ্মকালটা নাকে দড়ি দিয়ে খাটালে আমায়, এবার একটু মজা করবো না? এত খাটনির পর মাত্র দুটো সপ্তাহ বিশ্রাম করতে দেবে না? খাবেও না, খেতেও দেবে না—এ আবার কেমন বায়না তোমার!

তা হোক, তোমায় কিন্তু খুব ভালোবাসি ড্যাডি, তোমার এই সব বেয়াড়াপনা সত্ত্বেও।

জুডি

৩ অক্টোবর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

আমার কলেজ-জীবন, এখন কিন্তু সিনিয়র, তার ওপর আবার 'মাস্থলি'-র সম্পাদক। প্রায় অসম্ভব মনে হয়, তাই না? চার বছর আগের জন গ্রিয়ার হোমের সেই গেঁইয়া মেয়ে এখন ভদ্রসভ্য একটা মেয়ে।

কী হয়েছে জানো? মাস্টার জার্ভিসের একটা চিঠি লক উইলো থেকে ঘুরে

BanglaBook.org

এখানে এসেছে। উনি লিখেছেন এবারে আর ওখানে যেতে পারছেন না, বন্ধুবান্ধব নিয়ে নৌকায় বাইচ খেলার উৎসবে যাবেন। আমি যেন ভালোভাবে গ্রীষ্মটা কাটাই, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বোঝো একবার কাণ্ডটা! উনি খুব ভালো করেই জানেন আমি ওই সময়টা ম্যাকব্রাইডদের সঙ্গে ছিলাম—জুলিয়া নিশ্চয়ই বলেছে ওঁকে। সত্যি বাপু, রঙ্গ বোঝা ভার।

জুলিয়া এবার ট্রাঙ্ক ভর্তি করে দুর্দান্ত সব জামা-টামা এনেছে, আর আমি এনেছি অদ্ভুত সব অল্প দামের জামা। মিসেস পেটারসনের ওয়ার্ডরোবে দেখে ওখানকার খুব সাধারণ এক দর্জিকে দিয়ে বানিয়ে। ভাগ্যি তুমি মেয়ে নও ড্যাডি, তাই মেয়েদের এই হাস্যকর জামা বানাবার প্রতিযোগিতা থেকে তুমি বেঁচে গেলে। আজ এই পর্যন্ত,

তোমার একান্ত, জুডি

১৭ নভেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

আমার সমস্ত আশা বোধ হয় জলাঞ্জলি দিতে হল। তোমাকে কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা জানি না, কিন্তু কাউকে না বলতে পেয়ে বুক ফেটে যাচ্ছে আমার। একটু সহানুভূতি জানাও ড্যাডি মনে মনে। তবে পরের চিঠিতে এর উল্লেখ করো না যেন, কষ্টটা আমার আবার মনে পড়ে যাবে।

গত শীতের সমস্তটা, আর এবারের গ্রীষ্মে ওই দুটো গবেট মেয়েকে পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে আমি একটা বই লিখছিলাম ড্যাডি। কলেজ খোলার আগেই শেষ করে এক প্রকাশককে পাঠিয়েছিলাম। দু'মাস কেটে গিয়েছিল বলে বেশ ভরসাও পাচ্ছিলাম ওটা বোধহয় ছাপা হবে। কিন্তু গত কালই ওটা ফেরত এসেছে। সঙ্গে প্রকাশকের চিঠি আছে একটা। খুবই ভদ্র এবং স্নেহের চিঠি। প্রায় বাবার মতো স্নেহে লিখেছেন, ঠিকানা থেকে বুঝলাম তুমি এখনও কলেজে পড়ছো। যদি আমার পরামর্শ শোন তো বলি, মন দিয়ে পড়াশুনো করে আগে গ্র্যাজুয়েটটা হয়ে নাও, তারপর লেখা শুরু করো।

সঙ্গে লেখা সম্বন্ধে মন্তব্য এইরকম ঃ 'প্লট একেবারে অবিশ্বাস্য। চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত। কথোপকথন অস্বাভাবিক। রসিকতাবোধ আছে, কিন্তু ঠিক ঠিক জায়গায় নেই। চেষ্টা করে গেলে একদিন ভালো কিছু লিখতে পারবেন।'

কী বল ড্যাডি, এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে? ভেবেছিলাম গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই একটা উপন্যাস লিখে তোমায় চমকে দেব। জুলিয়ার কাছে ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে গিয়েই মতলবটা এসেছিল। ফলটা ভালোই হল। ঠিকই লিখেছেন প্রকাশক, দু' সপ্তাহ থেকে একটা এত বড়ো শহরের জীবনযাত্রা কিছুই বোঝা যায় না।

BanglaBook.org

সারাদিন লেখাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সন্ধেবেলা নিজের হাতে লেখাটা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। ঠিক মনে হচ্ছে আমার সন্তানকে যেন আমি গলা টিপে মেরেছি। রাতে শুতে গিয়েছিলাম কীরকম মন নিয়ে, বোঝাতে পারবো না। মনে হচ্ছিল জীবনে কিছুই আর হওয়া সম্ভব নয়, আমার পক্ষে। মিছিমিছিই আমার পেছনে তুমি এত পয়সা খরচ করলে। কিন্তু কী বলবো ড্যাডি, সকালে ঘুম ভাঙল একটা নতুন প্লট মাথায় নিয়ে। সারাদিন ধরে ব্যাপারটা ভেবেছি, চরিত্রগুলো কেমন হতে পারে চিন্তা করেছি। এখনও কি আমায় নৈরাশ্যবাদী বলতে পারবে? না বোধহয়, তাই না?

তোমার স্নেহের জুডি

১৪ ডিসেম্বর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

অদ্ভুত মজার একটা স্বপ্ন দেখলাম কাল। আমি গিয়েছি একটা বইয়ের দোকানে, সেখানে গিয়ে দেখি একটা বই 'জুডি অ্যাবটের জীবন ও পত্রাবলী'। স্পষ্ট মনে আছে আমার বইটার চেহারা—লাল কাপড়ের বাঁধাই, ওপরে জন গ্রিয়ার হোমের ছবি, সেখানেই ছোট করে আমার ফোটোগ্রাফ, নীচে লেখা 'একান্তভাবেই তোমার, জুডি অ্যাবট'। শেষে আমার কবরের স্মৃতিফলকে কী লেখা আছে দেখার জন্যে যেই পাতা উলটেছি, ঘুমটা ভেঙে গেল।

কী মজার ব্যাপার না? তোমার নিজের জীবনী বেঁচে থেকেই তুমি পড়ে ফেলছ! এ তো একেবারে সময়ের আগে আগে হাঁটা। পরে তুমি কী কী করবে সব দেখতে পাচ্ছো ওখানে, এমন কী তুমি কবে মরবে, সেটা পর্যন্ত। কটা লোকের ওটা পড়তে সাহস হবে বলো তো?

জীবনটা একটু একঘেয়ে, কোনো সন্দেহ নেই—সেই খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমোনো। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেই তো জীবনটাকে এত সুন্দর করে তোলে। ড্যাডি, আমি সব ভুলে গেছি। হ্যাঁ, একটা কালিতে ফোঁটা পড়েছে, কিন্তু তাতে কী হয়েছে? আর একটা নতুন পাতায় আমি শুরু করি না কেন!

পড়ার কথায় আসি। বায়োলজি এখনও চলছে। তার সঙ্গে এসেছে দর্শন। জিনিসটা ভালো, কিন্তু বড়ো গোলমেলে। আচ্ছা ড্যাডি, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু আছে, তুমি মানো কি? আমি কিন্তু ভীষণ মানি। আমি মনে করি তেমন ইচ্ছে থাকলে পাহাড়কেও টলানো যায়। তুমি দেখো, বড়ো লেখক আমি হবোই। নতুন বইয়ের চারটে পর্ব আমি লিখে ফেলেছি, আরো পাঁচটার ছক হয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

বড়ো এলোমেলো বকলাম সারা চিঠিতে, তাই না? জিমনেশিয়ামে ফ্যান্সি নাচের আসর বসে মাসে মাসে, তারই ছবি পাঠালাম। ডানদিকের শেষে যেটা সবচেয়ে বেশি ভূতের মতো, সেটাই আমি।

তোমার স্নেহের, জুডি

ফ্যান্সি নাচ - একদম শেষে আমি

২৬ ডিসেম্বর

আমার ভীষণ ভীষণ ভালো ড্যাডি,

তোমার কি মাথা খারাপ? একটা মেয়ের জন্যে সতেরোটা বড়োদিনের উপহার? এবার আমায় ঝগড়া করতে গেলে কী করতে হবে বলো তো, ওগুলো ফেরৎ পাঠাতে গেলে তো একটা ভ্যান ভাড়া করতে হবে!

খুবই দুঃখিত ড্যাডি যে আমার পাঠানো নেকটাই তোমার ঢিলে হচ্ছে। হচ্ছে হোক, কিন্তু আমার নিজে হাতে বোনা জিনিস, পরতে তোমায় হবেই। ঠান্ডার দিন ওটা পরবে এবং কোটের সব কটা বোতাম লাগিয়ে রাখবে।

তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আমার মনে হয় আমার জীবনে তুমিই সবচেয়ে মিষ্টি মানুষ, সবচেয়ে হাঁদারামও সেই সঙ্গে।

জুডি

BanglaBook.org

৯ জানুয়ারি

একটা কাজ করবে ড্যাডি, তোমার অক্ষয় স্বর্গবাস হবে! একটা পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল, ভাবতে পারবে না কী অবস্থা। বাবা মা আর চার ছেলে। বড়ো দু'টি ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। বাবা কাজ করে একটা কাচ-কাটা কারখানায়, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তার ফলে সে

এখন হাসপাতালে। তার মানে তাদের আয়ের পথও বন্ধ। বড়ো মেয়েটির বয়স চব্বিশ বছর। দর্জির দোকানে কাজ করে সে পায় দিনে দেড় ডলার, তাও কাজ থাকলে। আরো দুটো পয়সা পাবার জন্যে রাতে বসে বসে এমব্রয়ডারির কাজ করে। মা খুব ধর্মভীরু, কেবল জোড় হাত করে ঠাকুরকে ডাকে, আর মেয়ে কাজ করে করে মুখে রক্ত তুলে ফেলে। এই কড়া শীতে ওরা কেমন করে বাঁচবে সেও জানে না, আমিও জানি না। একশো ডলারের মতো পেলে পরিবারটা এবারের মতো অন্তত বেঁচে যেতে পারে।

তোমার তো অনেক টাকা ড্যাডি, তুমি দিতে পারো না এটা? আমি টুকটাক কিছু দিই, কিন্তু মেয়েটার দরকার অনেক বেশি। ওর দরকার না হলেও আমি চাইতাম না। রাস্তাঘাটে কত লোক, সবাই ওদের চেনে। কিন্তু কেউ ফিরেও তাকায় না। 'ঈশ্বর যা করেন তা ভালোর জন্যেই'—এ কথা যখন ওরা বলে রাগে গা জ্বালা করে আমার।

দর্শনের ক্লাসে এখন শোপেনহাওয়ারকে নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে। দর্শন ছাড়াও যে আমাদের অন্য অনেক কিছু পড়তে হয়, দর্শনের অধ্যাপক তা মনেই রাখেন না। পড়াটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে মাঝে মাঝে। ক্লাসটাকে একটু হালকা করে দেবার জন্যে রসিকতা করেন কখনো কখনো, কিন্তু সেই সব রসিকতাও ঠিক রসিকতা থাকে না। ক্লাসে সারাক্ষণটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন আজ জড়বস্তু কি সত্যিই আছে, না আমরা মনে করি সেটা আছে!

জানি না, কিন্তু যে মেয়েটার কথা বললাম সে ভীষণভাবে আছে।

নতুন উপন্যাসটার কী গতি হবে জানো? বাজে কাগজের ঝুড়িতে জমা হবে ওটা। পড়ে মোটেই ভালো লাগছে না ওটা। আমার নিজেরই যখন এইরকম মনে হচ্ছে তখন যারা পড়বে তাদের কী মনে হবে বলো তো!

পরবর্তী সংযোজন

টনসিলটা পেকেছে ড্যাডি, দু'দিন ধরে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। গরম দুধ ছাড়া আর কিচ্ছু খেতে পারছি না। ডাক্তারবাবু রেগেমেগে বলেছেন, 'বাচ্চা বেলাতেই তো টনসিল অপারেশন করে নেওয়া উচিত ছিল। বাবা-মা কি ঘুমোচ্ছিল?'

তোমার জে. এ.

পরের সকাল

খামের মুখ বন্ধ করার আগে চিঠিটা আর একবার পড়লাম। তোমার যদি মনে হয় আমি খুব কষ্টে আছি, তাহলে ভুল করবে। আমি দিব্যি হাসিখুশি একটা অল্প বয়সের মেয়ে। আমার ধারণা তুমিও তাই। যদি তোমার চুল সাদা হয়ে গিয়ে থাকে, তবুও তুমি মনের দিক থেকে বাচ্চাই থাকবে।

স্নেহের জুডি

BanglaBook.org

১২ জানুয়ারি

প্রিয় ড্যাডি,

গতকালই তোমার চেকটা পেলাম। জিমনেশিয়ামে না গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে এলাম ওকে ওটা। ওঃ, মেয়েটার মুখ যদি তুমি দেখতে! বেচারি এত অবাক হয়েছে আর এত আনন্দ পেয়েছে যে বয়স যেন ওর কমে গেছে অনেক।

অনেকগুলো ভালো ব্যাপারই একসঙ্গে ঘটেছে ওর জীবনে। একটা বিরাট বিয়েবাড়ির জন্যে দু'মাস ধরে নিয়মিত কাজ পাচ্ছে, তার ওপর এই ব্যাপার। চেকটা যে একশো ডলারের এটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার মা আনন্দে বলে উঠেছে, 'আঃ ঈশ্বরের কী দয়া!'

'এটা আপনার দয়ালু ঈশ্বর দেননি'—আমি বলেছিলাম, 'দিয়েছেন ড্যাডি-লঙ-লেগস।'

'ঈশ্বরই তাঁর এই মতি দিয়েছেন'—মায়ের কথা।

'একদম না! আমিই তাঁকে মতি দিয়েছি'—বলেছি আমি।

সে যাই হোক ড্যাডি, আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তোমার ভালো করবেন। এর বদলে তুমি দশ হাজার পাবে।

তোমার একান্ত অনুরাগী, জুডি অ্যাবট

১৫ ফেব্রুয়ারি

প্রিয় ড্যাডি,

ইংরেজি ভাষায় ইতিহাস পড়া চলছে বলে এখন আমরা তিনজনই (স্যালি, জুলিয়া আর আমি) ১৬৬০ সালের ভাষায় কথা বলছি। স্যামুয়েল পেপিস এখন আমাদের প্রিয় লেখক।

আগে তাড়াতাড়ি শুয়েটুয়ে পড়ার অনেক নিয়ম ছিল, তখন কায়দা করে বই-টই পড়তাম রাত পর্যন্ত। এখন আমরা সিনিয়র, ওরকম কোনো নিয়ম-টিয়ম নেই—এখন নটার সময়ই ঘুমে চোখ ঢুলে আসে, সাড়ে নটায় হাত থেকে খসে পড়ে পেন। সাড়ে নটাই বেজেছে এখন। শুভরাত্রি।

রবিবার

গির্জায় আজ জর্জিয়া থেকে একজন ধর্মযাজক এসেছিলেন। কিন্তু কথা সেই একই। আমেরিকা, কানাডা—যেখান থেকেই ওঁরা আসুন, শুকনো খটখটে উপদেশ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না।

BanglaBook.org

দিনগুলো এখন বড়ো সন্দুর। চারদিকে বরফ, কিন্তু পরিষ্কার আকাশ। রাতের ডিনার শেষ হলেই স্যালি, জুলিয়া, মার্টিকিন আর এলিনর প্র্যাট (শেষের দুই বন্ধুকে তুমি চেনো না) বেরুব সান্ধ্যভ্রমণে, একেবারে ক্রিস্টাল স্প্রিং ফার্মে। সেখানে মুরগির মাংস ভাজা দিয়ে সাপার সারবো। তারপর মি. ক্রিস্টাল স্প্রিং ফার্মের গাড়িতে আমাদের কলেজ পৌঁছে দেবেন। সাতটার মধ্যেই ফেরার কথা, কিন্তু একটা অছিলা বানিয়ে আমরা আজ আটটায় ফিরবো।

জে. অ্যাবট

৫ মার্চ

প্রিয় মি. ট্রাস্টি,

কাল মাসের প্রথম বুধবার—জন গ্রিয়ার হোমের একটা দুঃস্বপ্নের দিন। বিকেল পাঁচটায় মাথায় হাত-টাত বুলিয়ে তোমরা সব বেরিয়ে গেলে তবেই স্বস্তি। তুমি কি কখনো আমার মাথায় হাত বুলিয়েছ ড্যাডি? মনে তো পড়ে না, মানে আমার শুধু গোলগাল ট্রাস্টিদেরই মনে আছে।

হোমের ছেলেমেয়েদের আমার ভালোবাসা দিয়ো, আমার আন্তরিক ভালোবাসা। এই চার বছরের কুয়াশা সরিয়ে পেছন ফিরে দেখতে আমার কেমন মায়াই হচ্ছে যেন। প্রথম যখন কলেজে এলাম হোমের ওপর আমার রাগই ছিল, কারণ সাধারণ মেয়েরা যে সুন্দর ছোটবেলাটা পায়, হোম সেটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন একটুও তা মনে হয় না। এখন মনে হয় আমি এখানে আসার ফলে জীবনকে নতুন ভাবে দেখবার একটা সুযোগ পেয়েছি। এভাবে দেখবার সুযোগ তো অনেকেই পায় না।

এমন অনেক মেয়ে আছে, জুলিয়ার কথাই ধরো, যারা জানে না তারা সুখী। সুখে তারা ছোটবেলা থেকেই এমন অভ্যস্ত যে মনে তাদের ঘুড়া পড়ে গেছে। কিন্তু আমি দেখো, প্রত্যেকটা মুহূর্তে বুঝতে পারি আমি কত সুখী। জীবনের কষ্টের মুহূর্তগুলোও তাই আমার সত্য হয়ে যায়, সেগুলোকেও জীবনের এক-একটা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়।

আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে মিসেস লিপেটকে, ভালোবাসা অবশ্য আমি কখনো জানাতে পারবো না তাঁকে। ওঁকে বলতে ভুলো না আমি এখন ঠিক কেমনটি হয়ে উঠেছি।

স্নেহের জুডি

BanglaBook.org

লক উইলো
৪ এপ্রিল

প্রিয় ড্যাডি,

কোন ডাকঘরের ছাপ দেখেছো? ইস্টারের ছুটিতে স্যালি আর আমি চলে এসেছি লক উইলো। এই কটা দিন শান্তিতে চুপচাপ এখানে কাটিয়ে দেব, এটাই ইচ্ছে। ফারগুসেন হাউসে ছুটিতে একবারও খাবার খাবো না, প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম। কেন? উঃ, চারশো মেয়ে একসঙ্গে বসে দিনের বা রাতের খাবার খাচ্ছে—একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ব্যাপারটাতে। এত হৈ-চৈ আর দাপাদাপি যে তোমার মনে হবে যাত্রা-টাত্রা হচ্ছে বুঝি। বাপরে বাপ!

আমরা এখানে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, পড়ছি বা লিখছি—সুন্দর শুয়ে বসে সময় কাটছে। আজ সকালে দুজনে উঠেছিলাম গিয়ে 'স্কাই হিল'-এর ওপরটা। মাস্টার জার্ভি আর আমি ওখানে এসেছিলাম দু'বছর আগে, রান্না করে খেয়েছিলাম। আগুনের তাপে পাহাড়ের যে জায়গাটা কালো হয়ে গিয়েছিল সেটা এবারও চোখে পড়ল। এক-একটা জায়গা কেমন এক-একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তাই না? তাকে ছাড়া জায়গাটা ভাবাই যায় না। দু'মিনিট চুপচাপ শুধু দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি সেখানে।

আমি এখানে এসে কী শুরু করেছি বলো তো? আমাকে আর তুমি শোধরাতে পারলে না ড্যাডি, একটা বই লিখছি আমি, আবার! এটা শুরু করেছি সপ্তাহ তিনেক আগে, কিন্তু এগুচ্ছে একেবারে তরতর করে। রহস্যটা এবার আমি ধরতে পেরেছি—প্রকাশক আর মাস্টার জার্ভি একদম ঠিক কথা বলেছিলেন। তুমি যা খুব ভালো করে চেনো তাই নিয়ে লিখলেই লেখাটা বেশ ভালো হয়। এবারে তাই যেটা আমি হাড়ে হাড়ে চিনি তাই নিয়েই লিখছি—জন গ্রিয়ার হোম। এবার লেখাটা সত্যিই ভালো হচ্ছে ড্যাডি, খুঁটিনাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্ত ঘটনাই থাকছে ওতে। যে সব রোম্যান্টিক ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলাম ওসব পরে ভাবা যাবে—আগে লিখে একটু নামটাম করি, তারপর।

আমি বলছি ড্যাডি, এই বই খুব তাড়াতাড়ি লেখা হবে, ছাপাও হবে। দেখো, হয় কিনা! কোনও জিনিস যদি মানপ্রাণ দিয়ে চাও, একদিন না একদিন তা পাবেই। দীর্ঘ চার বছর ধরে আমি মনপ্রাণ দিয়ে চেয়ে আসছি তুমি নিজে আমায় একটা চিঠি লেখো, জেনে রেখো আশা এখনও ছাড়িনি আমি।

বিদায় প্রিয় ড্যাডি।

(তোমায় ড্যাডি ডিয়ার বললে কেমন হয়? বেশ ভালো শোনায়, তাই না?)

তোমার স্নেহের জুডি

পুনশ্চ : তোমায় এখানকার খবরই তো কিছু দেওয়া হল না। দিতে অবশ্য

BanglaBook.org

আমার ভালোও লাগছে না। বেচারা বুড়ো গ্রোভ মারা গেছে। অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল বলে ওরাই গুলি করে মেরে ফেলেছে। নটা মুরগির ছানাও মারা গিয়েছে। কিছু একটা কামড়ে দিয়েছে, ওরা বলছে। একটা গোরু এত অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে দূর থেকে ভেটেরিনারি সার্জন এনে দেখাতে হয়েছে। আমেসাই সারা রাত তার সেবা করেছে। মিষ্টি বেড়াল টমি দুদিন থেকে উধাও। সবগুলোই বাজে খবর দিলাম, কী করি বলো!

১৭ মে

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

চিঠিটা খুব ছোট্ট হবে, কারণ পেন দেখলেই এখন আমার কাঁধ ব্যথা করছে। সারাদিন নোট টোকা তো আছেই, তারপর আমার ওই উপন্যাস—পাতার পর পাতা লিখেই চলেছি। তিন সপ্তাহ পরে আমাদের ডিগ্রি দেওয়া হবে। আমার পরিচিত মানুষ হিসেবে তুমিই সেখানে উপস্থিত থাকবে বলে আমি আশা করি। না যদি থাকো তো ভীষণ খারাপ হয়ে যাবে। জুলিয়া আসতে বলেছে মাস্টার জার্ভিকে, তিনি তাঁর পরিবারের লোক। স্যালি বলেছে জিমিকে, সেও তার পরিবারের মানুষ, ভাই। কিন্তু আমি কাকে ডাকবো বলো তো? আমার চেনা বলতে তো দুজন—শুধু তুমি আর মিসেস লিপেট। মিসেস লিপেটকে আমি কক্ষনো বলবো না। লক্ষ্মীটি, এসো।

অনেক ভালোবাসা নিয়ো। জুডি

লক উইলো
১৯ জুন

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

এখন আমি শিক্ষিত মেয়ে, গ্র্যাজুয়েট। আমার ভালো ভালো জামাকাপড়ের নীচে রেখে দিয়েছি ডিপ্লোমাটা। ডিগ্রি দেবার দিন যথারীতি এক প্রস্থ প্রশংসা, মান-অভিমান সব হল। তোমার পাঠানো গোলাপকুঁড়িগুলোর জন্যে ধন্যবাদ। সত্যিই সুন্দর ওগুলো। মাস্টার জার্ভি আর জিমিও আমাকে গোলাপ দিয়েছে—সেগুলো বাথটবে রেখে দিয়েছি, তোমারটা নিয়ে ক্লাসের শোভাযাত্রায় বেরিয়েছিলাম।

গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটাতে এসেছি লক উইলো, হয়তো সারা জীবনের জন্যেই। থাকা-খাওয়ার খরচ তো এখানে কম। পরিবেশটাও বড়ো ভালো। আমার সাহিত্যিক জীবনের পক্ষে ভালোই হবে। আমার এই উপন্যাসটা আমায় পাগল করে তুলেছে।

BanglaBook.org

যতক্ষণ জেগে থাকি মাথায় ঘুরে বেড়ায় এর কথা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখি এর। এখন দরকার শুধু প্রচুর সময় আর শান্ত পরিবেশ। স্বাস্থ্যকর খাবার-দাবার তো এখানে আছেই।

আগস্ট মাসের কোনো একটা সময় মাস্টার জার্ভি এখানে আসছেন। এই গ্রীষ্মে জিমি ম্যাকব্রাইডও আসবে তার নিজের একটা কাজে। আমার মনে হচ্ছে সেইরকম কোনো কাজে তুমিও যদি এসে পড়ো—যদিও জানি সেটা অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব। তুমি যখন ডিগ্রি দেবার দিন এলে না, তোমাকে আমি মন থেকে সরিয়ে দিয়েছি। কিছুই আশা করি না আর তোমার কাছে।

জুডি অ্যাবট, এ.বি (গ্র্যাজুয়েট)

২৪ জুলাই

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

কাজ করতে যে কী আনন্দ সেটা এখন বুঝতে পারছি, বিশেষ করে সেটা যদি মনের মতো কাজ হয়। গোটা গ্রীষ্মকালটা আমি শুধু লিখে চলেছি—যত জোরে কলম চালানো সম্ভব তত জোরে। অভিযোগ আমার শুধু একটাই—সারাদিন যে এতসব চমৎকার ভাবনা মাথায় আসে তা সব লিখে ফেলার সময় পাই না কেন। দিনগুলো এত ছোট কেন?

উপন্যাসের দ্বিতীয় খসড়া শেষ, এবার হাত দেব তৃতীয় খসড়ায়। কাল সকাল সাড়ে সাতটায় সেটা শুরু হবে। এরকম বই তুমি আগে একটাও পড়নি, সত্যি বলছি। মাথায় আমার অন্য কিছুই নেই এখন। সকালে উঠে পোশাক পালটে একটু খেয়ে টেয়ে নেবার সময়টুকু যা অপেক্ষা, তারপর লেখা লেখা লেখা—লিখতে লিখতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাই, কোমরে খিঁচ ধরে, তখনই থামি। খামার বাড়ির কুকুরকে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরুই, পরের দিন কী লিখবো সেসব ছকে নিই। এরকম বই তুমি আগে একটাও পড়নি—ওঃহো, এটা তো বলেছি আগে, দুঃখিত।

আমায় তুমি হামবাগ ভাবছো না তো? না না, মোটেই তা নই আমি। আসলে একটা উচ্ছ্বাসের মধ্যে আছি তো। পরে হয়তো এটা অনেক কমে আসবে, নিজেই হয়তো লেখাটার সমালোচনা করতে পারবো। তবে তা হবে না বোধহয়। এবার সত্যিই আমি একটা দারুণ বই লিখছি, তুমি দেখে নিয়ো।

অন্য খবর কিছু বলি। তোমায় বলেছি গত মে মাসে আমাসাই আর কারির বিয়ে হয়ে গেছে? ওরা এখনও এখানেই কাজ করছে, কিন্তু দুজনেই যেন কেমন কেমন হয়ে গেছে। আমাসাই কাদায় পিছলে পড়লে কিংবা ঘরদোর নোংরা করলে কারি হাসতো শুধু মজা পেয়ে, এখন দেখি রীতিমতো ধমকায়। কারি নিজেকে

BanglaBook.org

কেমন ফিটফাট রাখতো, এখন সেদিকে নজর নেই। আমেসাই আগে প্রত্যেকটা কাজ করতো হাসিমুখে, এখন কাজ বললেই ওজর-আপত্তি দেখায়। দূর, বিয়েটা মানুষকে খারাপ করে দেয়। আমি ঠিক করেছি কখনো বিয়ে করবো না। খামারের খবর-টবর ভালোই। জন্তু-জানোয়ারেরা ভালোই আছে সব। শুয়োরগুলো ভীষণ মোটা হয়ে যাচ্ছে। গোরুরা ভালো দুধ দিচ্ছে, মুরগিরা ভালো ডিম পাড়ছে। পোলট্রির ব্যাপারটা তোমার কেমন মনে হয়? ভাবছি পরের গ্রীষ্মে এখানে ব্রয়লার মুরগির চাষ করবো। এটা বোধহয় বেশ লাভজনক। বুঝতেই পারছো, আমি এখানে থেকে যাবার কথাই ভাবছি। এখানে থাকবো ধরো অ্যান্টনি ট্রলোপের মায়ের মতো ১১৪ খানা উপন্যাস লেখা অবদি। তারপর নিজের জীবনী লেখার পর বিদেশভ্রমণে বেরিয়ে যাবো।

মি. জেমস ম্যাকব্রাইড গত রবিবার এখানে ছিল। আমরা ভাজা মুরগি আর আইসক্রিম খাইয়েছি তাকে। বেশ পছন্দ হয়েছে মনে হল। ওকে দেখে বেশ আনন্দ পেয়েছি। লক উইলোর বাইরেও যে একটা পৃথিবী আছে, সেটা মনে পড়ে গেল।

চিঠিটা নিশ্চয়ই বেশ বড়ো বলে স্বীকার করবে, বিশেষ করে যে সাহিত্যিকের হাতে খিঁচ ধরেছে লিখতে লিখতে, তার পক্ষে? আমি তোমাকে এখনও খুব ভালোবাসি ড্যাডি ডিয়ার। আমি সত্যিই সুখে আছি। চারদিকের এত সুন্দর প্রকৃতি, প্রচুর খাবার-দাবার, সুন্দর বিছানা আর দিস্তে দিস্তে সাদা কাগজ—এই পৃথিবীতে মানুষের আর কীইবা চাওয়ার থাকতে পারে!

তোমার চিরদিনের জুডি

২৭ আগস্ট

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

তুমি ঠিক কোথায় আছো বলো দেখি। যেখানেই থাকো এরকম বাজে আবহাওয়ায় নিউ ইয়র্কে থেকো না। আমার মনে হয় যেন কোনো পাহাড়ের চূড়ায় বসে তুমি আমার কথা ভাবছো। লক্ষ্মীটি, আমার কথা একটু ভেবো। ভীষণ একা এখন আমি। আমার কথা ভাবলে আমি শান্তি পাবো। তোমায় যদি আর একটু ভালো করে জানতাম! মনে কষ্ট হলেই দুজন দুজনের মন ভালো করে দিতে পারতাম।

লক উইলোতে আর বেশিদিন থাকতে পারবো না। চলে যাবার কথা ভাবছি আমি। স্যালি বোস্টনে একটা কাজ পেয়েছে, চলে যাচ্ছে। আমিও যাবো ভাবছি ওর সঙ্গে। দুজনে মিলে না হয় একটা স্টুডিয়ো খুলবো। ও ওর কাজ করবে,

BanglaBook.org

আমি লিখবো। সন্ধেবেলায় একসঙ্গে গল্পগুজব হবে। এখানকার সন্ধ্যাগুলো ভীষণ লম্বা—গল্প করার লোক বলতে তো সেম্পলরা আর ওই আমেসাই-কারি। আমার স্টুডিয়োর ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হবে না এখন থেকেই বুঝতে পারছি। সেক্রেটারির চিঠিও যেন দেখতে পাচ্ছি আগাম। সেটা হবে এইরকম :

মিস জেরুশা অ্যাবট

'ম্যাডাম,

মি. স্মিথ চান আপনি বরং লক উইলোতে থাকুন।'

এলমার এইচ. গ্রিগস

তোমার সেক্রেটারিকে আমি ঘেন্না করি ড্যাডি। ওই এলমার এইচ. গ্রিগস নামের লোকটা ভয়ংকর হতে বাধ্য। আমি চলেই যাবো বোস্টন। এখানে আমি আর থাকতে পারছি না। অন্য কিছু না হলে পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বো নীচে।

ওঃ, ভীষণ গরম এখন। বাইরেটা যেন পুড়ছে। নদীগুলো সব শুকিয়ে গেছে, মাটি ফুটিফাটা। বৃষ্টির দেখা নেই কতদিন।

ভাবছো আমি ক্ষেপে গেছি! না ড্যাডি, আমি একটা পরিবার চাই, নিজের লোক চাই।

বিদায় ড্যাডি, আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। শুধু যদি আর-একটু জানতে পারতাম তোমায়!

জুডি

লক উইলো

১৯ সেপ্টেম্বর

প্রিয় ড্যাডি,

বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটেছে একটা। তোমার পরামর্শ চাই। তোমার কাছেই চাই, পৃথিবীর আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। একবার কি দেখা হওয়া সম্ভব নয়? লিখে এসব বোঝানো যাবে না, মুখে বলতে হবে। ভয় করছে, তোমার সেক্রেটারি যদি চিঠিটা পড়ে!

জুডি

পুনশ্চ : ভীষণ-ভীষণ কষ্টে আছি আমি।

BanglaBook.org

লক উইলো
৩ অক্টোবর

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস,

তোমার নিজের হাতে লেখা চিঠি, বাচ্চা ছেলের মতো হাতের লেখা। ওটা সকালেই এলো। তুমি অসুস্থ শুনে ভীষণ খারাপ লাগল। জানলে এই অবস্থায় তোমায় এত জ্বালাতাম না। আমার ব্যাপারটা তোমায় জানাচ্ছি, কিন্তু এত মুশকিল সেটা বোঝানো! আর একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার তো! চিঠিটা রেখো না লক্ষ্মীটি, পড়া হলে পুড়িয়ে ফেলো।

সেটা বলার আগে এর সঙ্গে এক হাজার ডলারের চেকটা কেন দিলাম বলি। ভীষণ অবাক হচ্ছো, তাই না? আমি পাঠাচ্ছি তোমায় টাকা? কোথায় পাবো আমি!

আমার উপন্যাসটা বিক্রি হয়ে গিয়েছে ড্যাডি। ধারাবাহিকভাবে ওটা প্রথমে সাতটা পর্বে প্রকাশিত হবে, তারপর বেরোবে বইটা! ভাবছো আনন্দে আমি একেবারে আত্মহারা! না ড্যাডি, তা ঠিক নয়। পুরোপুরি উদাসীন লাগছে নিজেকে। আনন্দ কেবল একটাই যে, তোমায় কিছু দিতে পারছি—আরো দু'হাজার তোমায় দিতে হবে। সেটাও অবশ্য কিস্তিতে কিস্তিতে আসবে। নিতে আবার কিন্তু কিন্তু করো না, দিতে পেরে আমার কীরকম আনন্দ হচ্ছে সেটা একবার ভেবো। তাছাড়া তুমি যা করেছো সে কি টাকা দিয়ে শোধ হয়? আমি সারাজীবন ধরে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, তোমাকে ভালোবেসে তা শোধ করার চেষ্টা করবো।

এবার আমার বিপদের কথাটা বলি ড্যাডি, কী করা যায় ভেবে বলো তো!

তোমার প্রতি আমার কী মনোভাব, তোমায় আমি কী চোখে দেখি, সেটা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। পরিবারে যতরকম ভালো সম্বন্ধ থাকতে পারে, তার প্রত্যেকটাই আমার কাছে তুমি। কিন্তু আর একটা মানুষের প্রতিও আমার ভীষণ একটা নরম জায়গা আছে, এ কথা শুনলে কি তুমি রাগ করবে? তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি কার কথা বলছি, আমার চিঠিগুলো মাস্টার জার্ভিসের কথাতেই তো ভরে থাকতো, তাই না?

তোমায় একটু বুঝিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে তিনি ঠিক কীরকম এবং তিনি আমার কতটা কাছাকাছির মানুষ! আমাদের চিন্তাগুলো প্রায় একরকমের, অবশ্য কখনো কখনো আমার চিন্তাভাবনা ওঁর ওপর চাপিয়ে দিয়েছি এমনও হয়েছে। মানুষটাকে আমার মনে হয় যেন একটা বয়স্ক বালক, এখনও সবসময় চোখেচোখে না রাখলে আবোলতাবোল কাজকর্ম করে ফেলতে পারেন। কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিচ্ছু নেই—বৃষ্টির সময় যে রাবারের জুতো পরে বেরুতে হয় এটুকু বোধও তাঁর নেই। আমাদের দুজনের খামখেয়ালিগুলোও একেবারে এক। অদ্ভুত মিল, তাই না?

BanglaBook.org

সত্যি বলবো ড্যাডি, ওঁকে না দেখলে আমার খারাপ লাগে, ভীষণ খারাপ লাগে। উনি না থাকলে গোটা পৃথিবীটাই শূন্য মনে হয়। এত সুন্দর যে চাঁদের আলো, তাও যেন সহ্য করতে পারি না, মনে হয় তিনি তো আমার সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এটা দেখছেন না। আমি জানি না ড্যাডি তোমার কারো প্রতি এরকম অনুভূতি আছে কিনা, থাকলে তুমি আমার কথাগুলো ভালো বুঝতে পারবে।

যাই হোক, ওঁর সম্বন্ধে আমি ঠিক এই রকমই ভাবি বটে, কিন্তু ওঁর বিয়ের প্রস্তাবে আমি রাজি হইনি।

কেন নই, সে কথা বলতে পারিনি ওঁকে। চুপ করে থেকেছি আর গুমরে গুমরে মরেছি। এ কথা যে কাউকে বলা যায় না। অথচ মুশকিল হল উনি ভেবে বসেছেন যে আমি জিমি ম্যাকব্রাইডকে বিয়ে করতে চাই। এটা একেবারে বাজে কথা ড্যাডি, আমি কখনই ওকে বিয়ে করতে চাই না। অথচ মাস্টার জার্ভির সঙ্গে একটা বিচ্ছিরি ভুল বোঝাবোঝি হয়ে গেছে এই নিয়ে, আমরা দুজনেই খুব কষ্ট পাচ্ছি এ জন্যে।

ওঁকে যে আমি না বলেছি সেটা কখনোই এ জন্যে নয় যে আমি ওঁকে পছন্দ করি না, বরং উল্টোটাই সত্যি—এত বেশি পছন্দ করি বলেই না বলেছি। আমার যেন মনে হয় আমাকে বিয়ে করলে পরে উনি আফসোস করবেন, আর সেটা আমি মোটেই সহ্য করতে পারবো না। ওঁর মতো বিরাট বংশের মানুষ একটা অনাথ মেয়েকে বিয়ে করবে, তাই কখনো হয়! আমি অবশ্য ওঁকে বলিনি আমি অনাথ। বলতে আমার ইচ্ছেই করেনি, আমি জানি না কেন! হয়তো এটা আমারই দুর্বলতা, আমি জানি না।

আরো একটা ব্যাপার আছে। আমি যে তোমার ওপরই সব সঁপে দিয়েছি। তুমি আমায় শিক্ষিত করে তুলেছো আমি লেখিকা হবো বলে, সে চেষ্টাটা তো আমাকে করতে হবে। তুমি যে জন্যে এত লেখাপড়া আমায় শেখালে সেটাকেই ভুলে থাকবো আমি! এখন যেহেতু সামান্য হলেও তোমার ঋণ শোধ করতে পারছি—সে কারণেও বটে, তাছাড়া কেমন যেন মনে হচ্ছে, বিয়ে করেও তো লেখিকা হওয়া যায়।

এইসব ভাবনাচিন্তায় আমি জর্জরিত হয়ে রয়েছি। ভরসা এখন শুধু তুমি। তুমি তো নিশ্চয়ই একটা পরিবারে মানুষ হয়েছো। একেবারে ভাবপ্রবণ চিন্তা দিয়ে না বিচার করে বাস্তব দিক থেকে তুমি ব্যাপারটাকে বুঝতে চেষ্টা করবে, সেইজন্যেই গোটা জিনিসটা আমি তোমার কাছেই তুলে ধরলাম।

ধরো আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, বাধাটা মোটেই জিমি নয়, বাধা হচ্ছে এই যে আমি জন গ্রিয়ার হোমের মেয়ে। সেটা কি আমার পক্ষে খুব মারাত্মক ব্যাপার হয়ে যাবে না? খুব ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে বোধহয় সেটা, সারা জীবন হয়তো আমায় হাত কামড়াতে হবে এর জন্যে।

এসব ঘটনা অবশ্য দু' মাস আগের। এর মধ্যে আর একটি কথা হয়নি

BanglaBook.org

ওঁর সঙ্গে। কষ্টটা আমি মনের মধ্যে চেপে রেখে ভুলে যেতেই চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু জুলিয়ার একটা চিঠি পেয়ে যেন সেই কষ্টটাকে খুঁচিয়ে দিল ফের। ও অবশ্য খুব সাধারণভাবেই লিখেছে, কানাডায় শিকারে গিয়ে মাস্টার জার্ভিস সারা রাত ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিলেন রাস্তায়। সেই থেকে তিনি নিউমোনিয়ায় ভুগছেন। আমি জানতামই না। সেই যে আমার কথা শুনে হারিয়ে গেলেন, তারপর কোনো সন্ধানই আমি পাইনি তাঁর। আমি জানি তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আমার কথা আর কী বলবো!

আমি কী করবো তুমি বলতে পারো ড্যাডি!

জুডি

প্রিয় ড্যাডি-লঙ-লেগস, ৬ অক্টোবর

আমি নিশ্চয়ই যাবো তোমার কাছে—বুধবার বিকেল সাড়ে চারটে, এই তো? আরে চিনতে কেন পারবো না! আমি কি বাচ্চা মেয়ে নাকি! তাছাড়া তিন-তিনবার তো আমি গিয়েছি নিউ ইয়র্কে। ভাবতেই পারছি না সত্যিই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তুমি তো এতদিন আমার চিন্তার মধ্যেই ছিলে, রক্তমাংসের একটা মানুষ অপেক্ষা করে আছে আজ আমার জন্যে, ভাবতেই কেমন লাগছে।

আমার জন্যে এত চিন্তা করেছো ড্যাডি, সত্যি কী ভালো তুমি! বিশেষ করে অসুখের মধ্যেও। সাবধানে থেকো। ঠান্ডা লাগিয়ো না।

তোমার স্নেহের জুডি।

পুনশ্চ : ভারি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তোমার বাড়িতে খানসামা আছে নাকি? খানসামা এসে দরজা খুলে দিলেই আমি গেছি—ওদের আমার ভীষণ ভয়। ওকে আমি বলবোই বা কী, তুমি তো আর তোমার নাম বলোনি আমাকে। মি. স্মিথ বললেই হবে?

আমার প্রিয়তম মাস্টার-জার্ভি-ড্যাডি-লঙ-লেগস বৃহস্পতিবার সকাল

পেনডলটন-স্মিথ,

রাত্তিরে তুমি ঘুমিয়েছো? আমি তো এক ফোঁটাও না। কী বলবো অবস্থাটা—অবাক, না হতভম্ব, না উত্তেজিত, নাকি খুশিতে আত্মহারা। আমি যে কোনোদিন ঘুমোতে পারবো, আগের মতো খাওয়া-দাওয়া করবো ফের, সেটাই ভাবতে পারছি না। তুমি কিন্তু ঘুমোবে, নিশ্চয়ই ঘুমোবে—তাড়াতাড়ি সেরে না উঠলে তুমি আমার কাছে আসবে কেমন করে।

আহা গো, সারাক্ষণ কতো কষ্ট পেয়ে গেছো তুমি, অথচ আমি জানতে পর্যন্ত

BanglaBook.org

পারিনি তুমি এত কষ্ট পাচ্ছো। আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবার জন্য ডাক্তারবাবু এসে যখন বললেন, গত তিন দিন থেকে তোমার জীবনের আশা তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন—ওঃ, কী বলবো তোমায়, সেরকম হলে পৃথিবীর সব আলো নিবে যেত আমার। তোমার কিছু একটা হয়ে যেতে পারে এই ভয়টা আমার বুকে এখনও পাথরের মতো চেপে বসে আছে। এতদিন পর্যন্ত আমি যখন যা খুশি করে বেরিয়েছি কারণ আমার তো হারাবার কিছু ছিল না। কিন্তু এখন? সারাজীবন ধরে ভাবনাচিন্তার মতো একটা বিরাট—বিরাট জিনিস আমি পেয়েছি। যখনই তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে হাজারটা চিন্তা থাকবে আমার মাথায়—গাড়িটাড়ি চাপা পড়লে না তো! রাস্তা থেকে বড়ো সাইনবোর্ড খুলে মাথায় পড়ল না তো! মারাত্মক কোনও জীবাণু চলে গেল না তো শরীরের মধ্যে! মনের শান্তি আমার ঘুচে গেল একেবারে। অবশ্য একে বাদ দিয়ে কোনো সুখ আমি চাইও না।

তুমি সেরে ওঠো তাড়াতাড়ি। ভীষণ তাড়াতাড়ি, খুব শিগগির। আমি তোমার অত্যন্ত কাছে যেতে চাই—যেখানে গেলে আমি তোমায় ছুঁতে পারবো, তুমি যে আমার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই আছো সেটা বুঝতে পারবো। কেবল আধঘণ্টাই তো দুজনে একসঙ্গে ছিলাম আমরা! এখনও মনে হচ্ছে, সেটা স্বপ্ন ছিল না তো! যদি আমি তোমার আত্মীয়-টাত্মীয় হতাম—খুব দূরসম্পর্কের কেউও হতাম, তাহলেও তোমার কাছে আমি রোজ যেতে পারতাম, জোরে জোরে কিছু পড়ে শোনাতে পারতাম, বালিশ-টালিশ ঠিকঠাক করে দিতে পারতাম, তোমার কপালের ভাঁজ দুটোয় হাত বুলিয়ে দিতে পারতাম,—তোমার ঠোঁটের কোণে একটা হালকা হাসির ছোঁয়া এনে দিতে পারতাম। তুমি কিন্তু এখন খুশিই আছো, তাই না? অন্তত তাই তো ছিলে, যখন আমি চলে আসি! ডাক্তারবাবু বললেন, আমি নাকি খুব ভালো নার্স হতে পারি—তোমার বয়স দশ বছর কম দেখাচ্ছে। ভালোলাগার মানুষ কাছে থাকলে এই রকম দশ বছর কমে যায় বুঝি? আমাকে কত বড়ো দেখাচ্ছিল গো, এগারো বছরের?

গতকালটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন, মানুষের জীবনে এমন দিন কটা আসে! নিরানব্বই বছর বাঁচলেও এই দিনটার কথা কোনো দিন ভুলব না। ভোরবেলায় লজ উইলো থেকে যে মেয়েটা বেরিয়েছিল, আর রাত্তির বেলা যে সেখানে ফিরে এল তারা দুজন কি একই মেয়ে! মিসেস সেম্পেন আমাকে ডেকে দিয়েছিলেন একেবারে ভোর সাড়ে চারটেয়। ঘুম ভেঙেই প্রথম যে কথাটা আমার মাথায় এসেছিল সেটা হল, 'আমি আজ ড্যাডি-লঙ-লেগের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।' মোমবাতির আলোয় সেরে নিলাম প্রাতঃরাশ, তারপর অক্টোবরের চমৎকার প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে স্টেশনে যাবার পাঁচ মাইল গাড়িতে করে যাওয়া। ট্রেনে যেতে যেতেই সূর্য উঠল। চারদিকের মেপল গাছ আর অন্য সব গাছগাছালি রোদ্দুরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পাথুরে দেয়াল আর দূরে ঝকঝকে

BanglaBook.org

শস্যের ক্ষেত চোখ ধাঁধিয়ে দিল। স্বচ্ছ মোলায়েম বাতাসে যেন কিসের আশ্বাস শোনা যাচ্ছিল। আমি জানতাম কিছু একটা ঘটতে চলেছে, কিছু একটা। সারাটা রাস্তা ট্রেনের শব্দ আমার কানের কাছে বলতে বলতে চলেছে, 'তুমি যাচ্ছ ড্যাডি-লঙ-লেগের সঙ্গে দেখা করতে!' এই চিন্তাটাই আমাকে শক্ত রেখেছিল। আমি জানি ড্যাডির যে ক্ষমতা আছে, ড্যাডিই সব কিছু ঠিক করে দেবে! আমি এও যেন বুঝতে পারছিলাম, কোথাও আরো একটি মানুষ আছে—ড্যাডির চেয়েও প্রিয়, সেও আমায় দেখতে চায়। আমার মন বলছিল আমি ফিরে আসবার আগে তার সঙ্গেও আমার দেখা হবে। কী হল সে তো দেখতেই পেলে!

তোমার ওই ম্যাডিসন এভিনিউয়ের বাড়িটার সামনে এসেই তো আমার চক্ষুস্থির! এমন বিশাল বাড়ি, যেন আঙুল উঁচিয়ে বলছে এখানে ঢোকা মানা। ঢুকিওনি আমি প্রথমে। চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করেছি আগে। অবশ্য তার দরকার ছিল না, তোমার বৃদ্ধ খানাসামা এত সুন্দর মানুষ যে কারো কোনো অস্বস্তিই থাকবার কথা নয়। বাবাদের মতো প্রশান্ত মুখে আমায় জিগ্যেস করলে, 'মিস অ্যাবট তো?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন সে আর আমায় কিছু জিগ্যেসই করল না, আমায় বসাল বাইরের ঘরে। চমৎকার বিশাল একটা ঘর। একটা গদি-আঁটা চেয়ারের এক কোণে গুটিশুটি হয়ে আমি নিজেকেই যেন বলছিলাম, 'ড্যাডি-লঙ-লেগসের সঙ্গে দেখা হবে আমার। ড্যাডি-লঙ-লেগসের সঙ্গে দেখা হবে আমার।'

তারপর ফিরে এল সে, বললে লাইব্রেরি ঘরে যেতে। এত উত্তেজিত হয়েছিলাম যে পা যেন আমার চলছিল না। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই সে ফিসফিস করে বলল, 'উনি কিন্তু ভীষণ অসুস্থ। আজই প্রথম ডাক্তার ওঁকে উঠে বসার অনুমতি দিয়েছেন। বেশিক্ষণ থেকে কিন্তু শরীর খারাপ করা চলবে না।'

ওর কথা বলার ধরন থেকেই বুঝতে পারছিলাম, বহুদিনের লোক তোমার—তোমায় ভীষণ ভালোবাসে।

দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'মিস অ্যাবট।' আমি ঢুকলাম ভেতরে, দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরের ঘরের ঝকঝকে আলো থেকে এই ঘরের অতি মৃদু আলোয় প্রথমটা কিছুই আমার চোখে পড়ছিল না। আস্তে আস্তে ঘরটার চেহারা আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল।

ফায়ার প্লেসের পাশে বড়োসড় একটা ইজিচেয়ার। ঝকঝকে চায়ের টেবিল, চারপাশে ছোট ছোট চেয়ার। চোখ একটু ধাতস্থ হবার পর বুঝলাম সেই বড়ো চেয়ারে একটি মানুষ আধশোয়া হয়ে বসে আছে—ঘাড়ের নীচে কয়েকটা বালিশ দেওয়া, হাঁটু পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। আমি বাধা দেবার আগেই মানুষটা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে সোজা হয়ে বসল, কোনো রকমে চেয়ারে ভর দিয়ে নিজেকে ঠিক করে নিয়ে নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে চাইল। তখনও কিছু বুঝতে পারিনি আমি,

BanglaBook.org

মনে করেছিলাম ড্যাডিই বোধহয় ওঁকে এখানে আসতে বলেছে আমায় অবাক করে দেবার জন্যে।

তখন তুমি হাসলে, হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে, বললে, 'জুডিসোনা, একটুও বুঝতে পারোনি তোমার ড্যাডি-লঙ-লেগস কে?'

মুহূর্তেই গোটা ব্যাপারটা ঝলসে গেল আমার মনে।

ইস্! এত নির্বোধ আমি। সামান্য বুদ্ধি থাকলেই আমি বুঝতে পারতাম—হাজারটা চিহ্ন ছিল এর। কী বোকা গো আমি! জীবনে গোয়েন্দা-টোয়েন্দা হওয়া হবে না আমার। তাই না ড্যাডি? ড্যাডি, না জার্ভি? কী বলব আমি তোমায়? না না, শুধু জার্ভি বললে বড্ড ছোট করা হয় তোমায়, সেটা তো আমি পারবো না।

জীবনের সবচেয়ে মধুর আধঘণ্টা কত তাড়াতাড়িই না কেটে গেল! ডাক্তার এসে চলে যেতে বললেন আমাকে। বিস্ময়ে প্রায় অভিভূত অবস্থায় এলাম সেন্ট লুইস। অভিভূত তুমিও কম হওনি, আমাকে চায়ের কথা বলতেই ভুলে গেছ। কিন্তু কী ভীষণ সুখী এখন আমরা, বলো। লক উইলোয় যখন ফিরে এলাম তখন বেশ অন্ধকার, কিন্তু আকাশের তারাগুলো কী উজ্জ্বল! আর আজ সকালে! খামারের সেই কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়ালাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেইসব জায়গা, যেখানে যেখানে তুমি আর আমি বেড়াতাম। তুমি যেসব কথা বলতে, মনে পড়ছিল, কীভাবে তাকাতে আমার দিকে—সব, সব। গাছগুলো আজ ব্রোঞ্জের মতো চকচক করছিল, বাতাস ভরে ছিল সুগন্ধে। এখন তো হাঁটার সময়। তুমি আমার সঙ্গে পাহাড়ে হাঁটবে, আমি পথ চেয়ে আছি। ভীষণ ভীষণ চাইছি তোমাকে—না, ড্যাডি ডিয়ার না, জার্ভি ডিয়ার। তুমি এই মুহূর্তে নেই, কিন্তু ভালো হয়ে তুমি আসবেই আমার কাছে, আমি জানি। দুজনের জন্যেই আমরা দুজনে—তোমাকেও কেউ বোঝে না, আমাকেও না। ঠিক তোমার মতোও কেউ নেই, আমার মতোও না, এটাই জানতাম আমরা। আজ দেখছি আমাদের দুজনেরই অত্যন্ত কাছের লোক কেউ আছে। কিছু ভেবো না, একটি মুহূর্তও তোমায় কষ্টে থাকতে দেব না আমি।

তোমার চিরদিনের
জুডি

পুনশ্চ : অনেক চিঠিতেই ভালোবাসা জানিয়েছি তোমাকে। আজ লিখতে গিয়ে কলম থেমে গেল, কারণ এটা যে সত্যিই সেরকম চিঠি। কী মজা না, কেমন করে বুঝলাম বলো তো!

সমাপ্ত